সেনসেক্স : ৮৩,৮৭১.৩২ (+৩৩৫.৯৭)
নিফটি : ২৫,৬৯৪.৯৫ (+১২০.৬০)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

ক্ষমতায় এনডিএ, ইঙ্গিত বিহারে
মগধভূমে ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে দীর্ঘ দুই দশক ধরে চলতে থাকা নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারই। বিহারে দ্বিতীয় দফার ভোট শেষে এগজিট পোলে তেমনই ইঙ্গিত। » ৭

এবার কাঁপল ইসলামাবাদ, মৃত ১২
মঙ্গলবার বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ইসলামাবাদের ডিস্ট্রিক্ট জুডিসিয়াল কমপ্লেক্স চত্বর। মারা গিয়েছেন অন্তত ১২ জন। সরাসরি ভারতের দিকে আঙুল তুলেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৮°	২৯°	২৯°	২৬°
সর্বনিম্ন	১৭°	১৮°	১৮°	১৫°

২০২৬ বিশ্বকাপ খেলেই অবসর : রোনাল্ডো » ১২

২৫ কার্তিক ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 12 November 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 173

ডাক্তারই জঙ্গি

সেই গাড়ি ও ধোঁয়াশা

প্রথম যে গাড়িটিতে বিস্ফোরণ ঘটে, সেই গাড়িটি দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় তিন ঘণ্টা লালকেল্লার কাছে একটি পার্কিংয়ে দাঁড়িয়ে ছিল

গাড়িটিতে নীল-কালো রঙের টি-শার্ট পরা এক ব্যক্তিকে দেখা গিয়েছে সিসিটিভি ফুটেজে

সরকারি তরফে ওই ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ্যে না এলেও সংবাদমাধ্যমের একাংশের দাবি, ওই ব্যক্তি পুলওয়ামার চিকিৎসক উমর নবি

ফরিদাবাদ থেকে ধৃত মুজাম্মিলের সঙ্গে উমরের যোগ রয়েছে বলে সন্দেহ পুলিশের

১০/১১ দিল্লি

ফরিদাবাদ কানেকশন

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে জইশ-ই-মহম্মদের সমর্থনে পোস্টার সাঁটানোয় চিকিৎসক আদিল আহমেদ র‍্যাদারকে গ্রেপ্তার করে কাশ্মীর পুলিশ

আদিলের সূত্র ধরে মুজাম্মিল আহমেদ নামে আরেক চিকিৎসকের খোঁজ

ফরিদাবাদে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকত মুজাম্মিল, সেখান থেকেই উদ্ধার ২৯০০ কেজি বিস্ফোরক

মুজাম্মিলের সাহায্যে আদিল ওই বিস্ফোরক ফরিদাবাদে নিয়ে এসেছিল বলে সূত্রের দাবি

মুজাম্মিলের পাশাপাশি শাহিন শাহিদ নামে আরও এক মহিলা চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ

দিল্লির বিস্ফোরণে কাশ্মীর যোগ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : নাশকতায় কাশ্মীর, হরিয়ানা ও দিল্লির যোগ। লালকেল্লায় মেট্রো স্টেশনের বাইরে সোমবারের এনআইএ তদন্তে সামনে এল কাশ্মীরি জঙ্গিদের হোয়াইট কলার মডিউলের সক্রিয়তা। তাও দেশের খাস রাজধানীর হাই সিকিউরিটি জোনে, সদা ব্যস্ত এলাকায়। বিস্ফোরণটি আসলে আত্মঘাতী হামলার তত্ত্বও তদন্তে জোরালো হচ্ছে। যে সাদা রংয়ের হুন্ডাই আই২০ গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে, চালকও কাশ্মীরি।

উমর উন নবি ওরফে উমর মহম্মদ নামে যে ব্যক্তি গাড়ি চালাচ্ছিল বলে পুলিশ মনে করছে, সে পুলওয়ামার বাসিন্দা এবং পেশায় চিকিৎসক। কাজ করত ফরিদাবাদের আল-ফালাহ মেডিকেল কলেজে। বিস্ফোরণের সময় গাড়িতে উমর ছাড়া আরও দুজন ছিল বলে গোয়েন্দারা প্রাথমিকভাবে প্রমাণ পেয়েছেন। কীভাবে, কোথা থেকে গাড়িটি বিস্ফোরণ স্থলে এল, তার রুট ম্যাপ তৈরি করছে পুলিশ।

বিভিন্ন রাস্তা ও টোল প্লাজার সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট, সোমবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ গাড়িটিকে প্রথম হদিস করা গিয়েছে ফরিদাবাদের এশিয়ান হাসপাতালের কাছে। তারপর বাদরপুর টোল প্লাজা পার হয়ে গাড়িটি দিল্লিতে ঢোকে সকাল ৮টা ১৩ মিনিটে। সেসময় চালকের আসনে ছিল উমর। পরিচয় লুকোতে মুখে মাস্ক ছিল তার। সেখান থেকে গাড়িটি ওখলা পৌঁছোয় সকাল ৮টা ২০ মিনিটে।

পরে সুনিহারি মসজিদের কাছে উমরের গাড়িকে প্রায় ৩ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু একবারও গাড়ি থেকে বের হয়নি উমর। ঠায় গাড়িতে বসে ছিল। গোয়েন্দাদের অনুমান, পুলিশের নজর এড়াতে গাড়ি থেকে বের হওয়ার ঝুঁকি নেয়নি সে। সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে গাড়িটি পার্কিং ছেড়ে পুরাতন দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ইউ-টার্ন নেয়। তারপর ছাতা রেলচক ধরে লোয়ার সুভাষ মার্গের দিকে এগিয়ে যায়।

কয়েক মিনিট পর সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিটে লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে নেতাজি সুভাষ মার্গে একটি ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ির গতি কমে গেলে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণ ঘটাতে উমর ও তার সঙ্গীদের বেশ কিছুদিন ধরে তৈরি হওয়ার প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছেন গোয়েন্দারা।

এরপর দশের পাতায়

সন্দেহভাজন জঙ্গির বাবাকে আটক করছে পুলিশ। কাশ্মীরে। (নীচে) নয়াদিল্লিতে কান্না মৃতের স্বজনের।

প্রতিশোধের গন্ধ

- এক মাস আগে মহিলা ব্রিগেড খোলা হবে ঘোষণা করেছিল জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ-ই-মহম্মদ। ‘জামাত-উল-মোমিনাত’-এর শীর্ষে জইশ প্রধান মাসুদ আজহারের বোন
- শাহিন ‘জামাত-উল-মোমিনাত’-এর ভারতীয় শাখার প্রধান বলে উঠে আসছে
- মুজাম্মিল গ্রেপ্তার হতেই লালকেল্লার সামনে হামলা কি না, তা নিয়ে রহস্য

চিকেন নেকে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি শুরু

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : দিল্লি বিস্ফোরণের মধ্যেই চিকেন নেক বা শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ। লালকেল্লার ঘটনার ঠিক আগেই আকাশপথে চিকেন নেকে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি শুরু করেছিল বায়ুসেনা ও সেনাবাহিনী। সেনা সূত্রের খবর, নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিশেষ বার্তা পেয়েই চিকেন নেকে অতিসক্রিয় হয়েছে তারা। ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি করিডরের কাছে কিশনগঞ্জ, চোপড়া এবং ধুবড়ির বামুনিগাঁওতে তিনটি নতুন সেনাছাউনি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিরক্ষামন্ত্রক। গত এক মাসে করিডরের কাছে তিনটি বিশেষ অস্ত্র মহড়া হয়েছে। চিকেন নেক রক্ষায় কামিকাজে ড্রোন সজ্জিত ‘অশনি’ প্লাটুন এবং নির্ভুল আঘাত হানার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত ‘ভৈরব’ ব্যাটালিয়ন কাজে লাগানো হচ্ছে। বায়ুসেনা কর্তারা জানিয়েছেন, চিকেন নেক রক্ষায় তাঁরা যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারে আরও সক্রিয় হচ্ছেন। তাঁদের ভাষায়, চিকেন নেকে তৈরি হয়েছে প্রযুক্তি নির্ভর ‘প্রতিরক্ষা ছাতা’। ব্রহ্মস ক্রুজ মিসাইল রেজিমেন্টকেও আরও শক্তিশালী করা হয়েছে।

সেনা সূত্রের খবর, রবিবার থেকেই শিলিগুড়ি করিডরে আকাশপথে সবসময়ের জন্য নজরদারি শুরু হয়েছে। সেনার ত্রিশক্তি কোর ছাড়াও ব্রহ্মাস্ত্র এবং গজরাজ কোর আলাদা করে নজরদারি শুরু করেছে। চিন সীমান্তেও বাড়তি নজর দেওয়া হয়েছে। করিডরের সুরক্ষায় সপ্তাহখানেক আগেই সিকিমে সাতদিনের সম্পূর্ণ প্রযুক্তি নির্ভর যুদ্ধাস্ত্রের প্রশিক্ষণ হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

ডিসানে নার্সিং পড়ে ডিসানেই নার্স! হ্যাঁ, তাই।
90 5171 5171
Desun Nursing School & College
Kolkata | Siliguri
(A Desun Hospital Initiative)

গোল্ডেন ভেন-এ আমলার পাসওয়ার্ড

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর : রাজ্য সড়ক থেকে কয়েক মিটারের ছোট্ট গলি শেষে ঝাঁ চকচকে একটি দোতলা বাড়ি। বাড়ির ভিতরে বা ত্রিসীমানায় একটিও লোক নেই। কিন্তু পুরো বাড়িটি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় মোড়া। ছাদ থেকে নীচতলা পর্যন্ত গোটা পনেরো ক্যামেরা তো হবেই। মানুষজন না থাকলেও কোচবিহার হরিণচওড়া তোর্ষা সেতু সংলগ্ন এলাকার ওই বাড়িটিতে রাতবিরেতে নানা ধরনের গাড়ির যাতায়াত রয়েছে। খাগড়াবাড়ির শিবযজ্ঞ এলাকাতেও একই ধরনের একটি বাড়ি আছে; যেখানে দিনে নয়, মাঝেমধ্যে শুধু রাতেই মানুষ বা গাড়ি দেখা যায়। অবশ্য শুধু কোচবিহারের কথা বললে ভুল হবে। আলিপুরদুয়ার, অসম-বাংলা সীমানার বারবিশা, মাটিগাড়ার শিবমন্দির এলাকাতেও একই ধরনের আরও কয়েকটি বিলাসবহুল বাড়ি রয়েছে। সেগুলিও ফাঁকা এবং সিসি ক্যামেরায় মোড়া। নামে হোক বা বেনামে, সবক’টি বাড়ির মালিক এক প্রভাবশালী কালো কারবারি আমলা। প্রয়োজন না থাকলেও কেন বাড়িগুলো তৈরি করে ফেলে রাখা হয়েছে সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন।

এই কেন’র উত্তর খুঁজতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন দুঁদে গোয়েন্দারাও। মায়ানমার থেকে অসম হয়ে উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়ে মেদিনীপুর পর্যন্ত পাচারের সোনা পৌঁছে দেবার জন্য সিন্ডিকেটের তৈরি করা রুটকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা নাম দিয়েছেন, ‘গোল্ডেন ভেন’। আর সেই পাচারপথের অন্যতম সর্দার সেই প্রভাবশালী আমলা। গোয়েন্দাদের মতে, ফাঁকা বাড়িগুলো আসলে আমলার ‘ক্রাইম ল্যাবরেটরি’। বাড়িতে সিসিটিভিগুলো লাগানো ছিল নিরাপত্তার জন্য নয়, বরং ভেতরে চলা কার্যকলাপের ওপর নজর রাখার জন্য; কোনও বাহক বিশ্বাসঘাতকতা করছে কি না তা দেখার জন্য। ঘরে বসেই আমলা মোবাইলে ক্যামেরার ছবি, ভিডিও দেখত।

এখনও খোঁজ মেলা আমলার উত্তরবঙ্গের ছ’টি বাড়ি, একটি ফ্ল্যাট, কলকাতার দুটি ফ্ল্যাটের প্রত্যেকটি হাইওয়ের একদম কাছাকাছিই অবস্থিত। প্রতিটি বাড়িতেই গাড়ি পার্কিং এবং ঢোকা ও বের হওয়ার যথেষ্ট জায়গা আছে। তার চেয়েও বড় কথা বাড়িগুলো ‘গোল্ডেন ভেন’-এর বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত। গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, চোরাচালানের ট্রানজিট পয়েন্ট বা জংশন হিসাবে বাড়িগুলো ব্যবহার হচ্ছে। তাই পাচার রুটের নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর সুপরিকল্পিতভাবেই সেগুলো তৈরি করা হয়েছে। সীমান্ত পার হওয়ার পর চোরাই সামগ্রী ফাঁকা বাড়িগুলোতে নিয়ে গিয়ে ভেঙে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে বা নিরাপদে প্যাকেটজাত করে তারপর পরবর্তী গন্তব্যের জন্য পাঠানো হত।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

কালো কারবার

- মায়ানমার থেকে অসম হয়ে উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়ে মেদিনীপুর পর্যন্ত সোনা পাচারের রুট
- এই রুটকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা নাম দিয়েছেন, ‘গোল্ডেন ভেন’
- উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় প্রভাবশালী আমলার নামে-বেনামে বাড়ি
- সেই ফাঁকা বাড়িগুলিই আসলে ক্রাইম ল্যাবরেটরি
- প্রত্যেকবার পাচারদ্রব্যের জন্য আলাদা পাসওয়ার্ড দেওয়া হত। সেই পাসওয়ার্ড দিত আমলা নিজেই

সত্যের জয়, বিবৃতি জামিনে মুক্ত পার্থর

রিমি শীল

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : নিয়োগে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগ। ঘরভর্তি কোটি কোটির বান্ডিল উদ্ধারের সঙ্গে তাঁর যোগ থাকার অভিযোগ। কেলেঙ্কারি যত বড়ই হোক না কেন, শেষপর্যন্ত জামিন পেয়ে গেলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিন বছর তিন মাস ১৯ দিন পর জেল হেপাজত থেকে বাড়ি ফিরলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। জেলে যাওয়ার সময় অবশ্য তিনি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী। তবে চাকরি কেনাবেচার অভিযোগটি তাঁর শিক্ষা মন্ত্রিত্বের সময়।

নামে জেল হেপাজত হলেও তিনি কিছুদিন ধরে চার দেওয়ালের মাঝে বন্দি ছিলেন না। চিকিৎসাধীন ছিলেন কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখান থেকে মঙ্গলবার দুপুরে তাঁর নাকতলার বাড়িতে ফিরলেন পার্থ। দীর্ঘদিন জেলবন্দি, দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বোঝা গেল, এখনও তাঁর অনুগামীর অভাব নেই। তাঁরাই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে করতে প্রাক্তন মন্ত্রীকে পৌঁছে দিলেন বাড়িতে। যে বাড়ির নাম ‘বিজয়কেতন।’

যদিও তাঁর জামিন নিয়ে বিরোধীরা তো বটেই, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছিছিক্কারে ভরে গিয়েছে। প্রশ্ন তোলা হয়েছে, এত বড় দুর্নীতির পর জামিন পেয়ে যাওয়ার অর্থ কি অভিযোগ প্রমাণে ইডি, সিবিআইয়ের ব্যর্থতা নয়। হাইকোর্টের ভূমিকাও জনপরিসরের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। মন্তব্য করা হয়েছে, শাস্তি অভিযুক্তের হল না, হল শিক্ষকদের। যাঁদের একাংশ চাকরি হারিয়ে কার্যত পথে বসতে চলেছেন।

পার্থর দীর্ঘদিনের দলীয় সঙ্গী, এখন বিজেপি নেতা তাপস রায়ের ভাষায়, ‘এটা কোনও মুক্তিই নয়। এরপর উনি কোন মুখে সমাজে, রাজনীতি কী করবেন,

এরপর দশের পাতায়

বাড়ির পথে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার।

পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা

শিক্ষকহীন স্কুল সামলাচ্ছেন ইনস্ট্রাকটর

আঁধারে পাঠশালা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১১ নভেম্বর : পুজোর ছুটির পর ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অবসর নিয়েছেন। ফালাকাটার তালুকেরটারি জুনিয়ার হাইস্কুল তারপর থেকেই শিক্ষকহীন। বর্তমানে স্কুলে ২৩ জন পড়ুয়া থাকলেও তাদের পড়ানোর জন্য কোনও শিক্ষক নেই। বাধ্য হয়ে স্কুলের ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনলজি (আইসিটি) ইনস্ট্রাকটরকেই পড়ুয়াদের ক্লাস নেওয়া, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করা, খাতা দেখা, মিড-ডে মিলের হিসেব রাখার মতো যাবতীয় কাজকর্ম করতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে স্কুলটির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ডিসেম্বর মাসেই পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা শুরু হবে। অভিভাবকদের অভিযোগ, কোনও বিষয়ই স্কুলে ঠিকমতো পড়ানো হয়নি। একজন আইসিটি ইনস্ট্রাকটরের পক্ষে তা কোনওমতে সম্ভব নয় বলেও তাঁরা জানিয়েছেন।

স্কুলের আইসিটি ইনস্ট্রাকটর রাজেপ্তা করের কথায়, ‘অক্টোবর থেকে স্কুলে পড়ুয়াদের ক্লাস নেওয়া, কম্পিউটার শেখানো, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি ও খাতা দেখা-সব করছি। সঙ্গে মিড-ডে মিল, বিভিন্ন স্কলারশিপ সংক্রান্ত কাজও করতে হচ্ছে। স্কুলে যদি একজন শিক্ষককেও দেওয়া যেত তবে খুব ভালো হত।’ ফালাকাটা সদর সার্কেলের এসআই রাজা ভৌমিক বললেন, ‘বিষয়টি ওপরমহলকে জানানো হয়েছে। আশা করছি, দ্রুতই সমস্যার সমাধান হবে।’

স্কুলটি যে জায়গায় অবস্থিত সেই এলাকায় এখনও সেভাবে শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি। ২০১০ সালে বিস্তীর্ণ এলাকার ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবেই এই স্কুল চালু করা হয়। স্কুলের যাবতীয় পরিকাঠামো খুব ভালো। স্কুলে ১০টি কম্পিউটার এবং স্মার্ট ক্লাসরুম আছে। পরিচ্ছন্ন ক্লাসরুম ও মিড-ডে মিল খাওয়ার ঘরের পাশাপাশি পরিষ্কার শৌচালয়ও আছে। স্কুলের সামনে ছোট একটি খেলার মাঠ রয়েছে। প্রথম দিকে সবকিছু মোটামুটি ঠিক থাকলেও ২০২৩ সাল থেকে পরিস্থিতি বদলে যেতে শুরু করে। ২০২৩ সালে এখানে ৬২ জন, পরের বছর ৪২ জন পড়ুয়া ছিল। এই মুহূর্তে স্কুলে ২৩ জন পড়ুয়া আছে। ডিসেম্বর মাসে অষ্টম শ্রেণির সাতজন পড়ুয়া পাশ করে অন্য স্কুলে ভর্তি হবে। তখন পড়ুয়ার সংখ্যা আরও কমবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

ক্লাস নেই, শুধুই খেলা তালুকেরটারি জুনিয়ার হাইস্কুলে।

জুয়ার বোর্ড চালাতে দুই ফুলের দোস্তি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১১ নভেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেস আর বিজেপি। রাজনীতিতে তারা যুযুধান দুই পক্ষ। একজন রাজ্যের শাসকদল, আরেকজন রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। প্রায় সব ইস্যুতেই তারা দুই মেরুতে। তবে আলিপুরদুয়ারের মথুরায় এই দুই দলের নেতাদের গলায় গলায় মিল। তবে সব জায়গায় নয়। মিল কেবল জুয়ার বোর্ড বসানো আর মদের আসর জমানোর ক্ষেত্রে। দুর্গাপুজোর পর থেকেই আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় যাত্রাপালা, অর্কেস্ট্রার নামে মদ-জুয়ার আসর বসছে। সেগুলো দেখেও চোখ বন্ধ রেখেছে প্রশাসন। আর বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের যতই রাজনৈতিক ‘শত্রুতা’ থাক না কেন, এখানে কিন্তু তৃণমূল ও বিজেপির কয়েকজন নেতা একসঙ্গে মদ, জুয়ার আসর বসাচ্ছে। তাই অন্য নানা দুর্নীতিতে যেমন একপক্ষের বিরুদ্ধে অপরপক্ষ সরব হয়, মথুরায় জুয়ার আসর বসানো নিয়ে কোনও দলের নেতার বিরুদ্ধে অন্য কোনও দলের নেতার মুখে টুঁ শব্দটি নেই।

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের তপসিখাতা, মথুরা চিলাপাতা, শালকুমার এলাকায় এই ছবি দেখা গিয়েছে। সম্প্রতি মথুরা চা বাগানের মহল্লায় অর্কেস্ট্রা সহকারে মদ, জুয়ার আসর বসেছিল।

এরপর দশের পাতায়

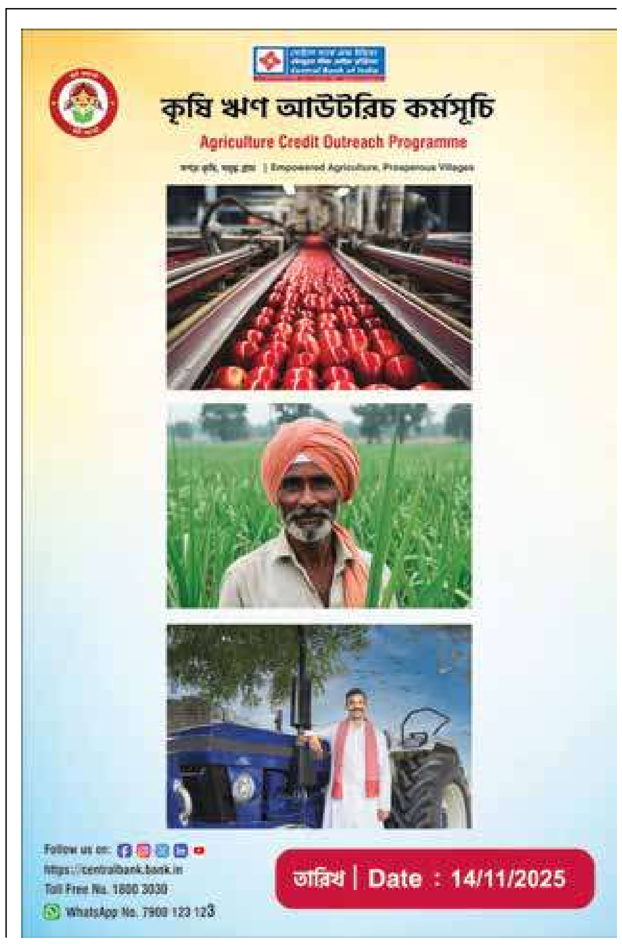

বক্সায় বাঘের সন্ধানে ৪০০ ট্র্যাপ ক্যামেরা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১১ নভেম্বর : বক্সার জঙ্গলে চলবে বাঘের সন্ধান। তবে শুধু বাঘ নয়, বিভিন্ন জন্তুর খোঁজের পাশাপাশি নজরদারির কাজে ডিসেম্বর থেকে বক্সা টাইগার রিজার্ভে ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগানোর কাজ শুরু হবে। কয়েকদিনের মধ্যে ট্রেনিং শুরু হবে বনকর্মীদের। এ বছর দুই ডিভিশন মিলিয়ে ৪০০টি নতুন ট্র্যাপ ক্যামেরা বসবে বলে জানিয়েছেন রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ। প্রতি বছর শীতকালে বক্সার জঙ্গলে ক্যামেরা লাগানো হয়। এ বছর সেই কাজ শুরু হবে আর দিন ১৫ পরে।

এদিন এ বিষয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি দেবাশিস শর্মা বলেন, 'গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি ক্যামেরা লাগানো হবে। পুরোনো কিছু ক্যামেরা নষ্ট হয়েছে। নতুন ক্যামেরা কেনা হয়েছে। এতে আরও ভালো নজরদারি থাকবে।' বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গতবছর প্রায় ২১০টি ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল। তার আগের বছর ১৮০ ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল। এ বছর সেই সংখ্যা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ফলে আরও বেশি বনকর্মীদের কাজে লাগানো হবে। বনকর্মীরা জানাচ্ছেন, বিগত বছরে কম সংখ্যক ক্যামেরা থাকায় এক জায়গায় বেশিদিন সেগুলি লাগিয়ে রাখা যায়নি। জায়গা বদল করতে হয়েছে। তবে, এ বছর প্রায় চার মাস এক জায়গায় ক্যামেরা লাগানো থাকবে।

প্রতি বছর শীতকালে ক্যামেরা লাগানো হয়। বর্ষার আগে খুলে ফেলা হয়। এপ্রিল মাসে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় মার্চে ক্যামেরা খুলে নেওয়া হবে বলে জানান বক্সার বনকর্তারা। ট্র্যাপ ক্যামেরাগুলোর মাধ্যমে বক্সায় বাঘের ছবি পাওয়া যায়। ২০২১ সালের ১২ ডিসেম্বর একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘের ছবি ধরা পড়ে ট্র্যাপ ক্যামেরায়। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের শেষদিকে আবার বক্সায় বাঘের ছবি ধরা পড়েছিল। তবে এরপর প্রায় দুই বছর কেটে গেলেও বক্সায় দেখা যায়নি বেঙ্গল টাইগার। বনকর্তারা অবশ্য জানিয়েছিলেন, বক্সায় যে বাঘ দেখা গিয়েছিল সেটা অসম বা ভুটান থেকে এসেছিল। এবছর ট্র্যাপ ক্যামেরায় ওইরকম বাঘের ছবি ধরা পড়ার আশা করা হচ্ছে।

বক্সা টাইগার রিজার্ভ।

বক্সা টাইগার রিজার্ভকে বাঘের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ করা হয়েছে। বনবস্তি স্থানান্তর থেকে জঙ্গলে বিভিন্ন হরিণ ছাড়া হয়েছে। তবে বাঘের অস্তিত্ব নিয়ে বারবার প্রশ্ন ছিলই। ট্র্যাপ ক্যামেরায় জঙ্গলের পরিবেশের ওপর সহজে নজরদারি সম্ভব। আর বাঘ থাকলে সেটাও ট্র্যাক করা যেতে পারে। এছাড়া ওই ক্যামেরায় বিভিন্ন সময় নানা বিরল জন্তুর ছবি ধরা পড়ে। বন দপ্তর জানাচ্ছে ক্যামেরায় যে ছবি ওঠে সেগুলো দেখতে দুই মাস সময় লেগে যায়। এবার ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ায় সেই কাজে আরও বেশি সময় লাগতে পারে।

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি২৬_২০২৫/কে/৮৫৪ তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে, উপরোক্ত টেন্ডারের জন্যে সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্য নিম্নঅনুসারে দেওয়া হলঃ

ক্রমিক সংখ্যা	টেন্ডার সংখ্যা.	কাজের নাম	সংশোধনী মন্তব্য
১	আরটি২৬_২০২৫	নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেডিয়াম পরিসরে ক্রীড়া সুবিধার উন্নতকরণ।	টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে বিকাল ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে

অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল/২৯/৩০_২০২৫/কে/৮৫৮; তারিখ: ১৮-১০-২০২৫ -এর জন্য সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে উপরের টেন্ডারের জন্য সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা থেকে বাড়িয়ে ১৪-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

টেন্ডার নং	কাজের নাম	সংশোধনীর মন্তব্য
৩০_২০২৫	কাটিহার ডিভিশনের প্রধান ট্রান্সফরমার সাব-স্টেশনগুলিতে এসইবি পাওয়ার সাপ্লাই ফিডের সাথে বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করা এবং যুক্ত/আনুষঙ্গিক কাজ।	টেন্ডার জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ এবং সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

উপরের টেন্ডারের অন্যান্য সকল শর্ত ও নিয়ম অপরিবর্তিত থাকবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/আরটি২৪_২০২৫/কে/৮৫২; তারিখ: ১৮-১০-২০২৫ -এর জন্য সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে উপরের টেন্ডারের জন্য সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা থেকে বাড়িয়ে ১৪-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

টেন্ডার নং	কাজের নাম	সংশোধনীর মন্তব্য
আরটি২৪_২০২৫	"বারসোই জংশনে ইআই-সিস্টেমের ইন্টারলকিং সহ উভয় প্রান্ত থেকে দুটি সংযোগহীন লাইনের সংযোগ" এসএন্ডটিকাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ।	টেন্ডার জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ এবং সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

উপরের টেন্ডারের অন্যান্য সকল শর্ত ও নিয়ম অপরিবর্তিত থাকবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি২-২০_২০২৫/কে/৮৪৮ তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে, উপরোক্ত টেন্ডারের জন্যে সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্য নিম্নঅনুসারে দেওয়া হলঃ

ক্রমিক সংখ্যা	টেন্ডার সংখ্যা.	কাজের নাম	সংশোধনী মন্তব্য
১	আরটি২-২০_২০২৫	কাটিহার মণ্ডলের সময়ে স্টেশন মাষ্টারের চেম্বার/কক্ষে এসির ব্যবস্থা করা	টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে বিকাল ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে

অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের নিউ কোচবিহার হেলথ ইউনিটে ঠিকাভিত্তিতে অংশকালীন মহিলা চিকিৎসকের (সিএমপি) নিযুক্তি

নোটিস নং. সিএমএস-১২ অফ ২০২৫ তারিখঃ ৩১-১০-২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার জংশনের মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক আলিপুরদুয়ার জংশনের মাণ্ডলিক রেলওয়ে চিকিৎসালয়ের হেলথ ইউনিট/নিউ কোচবিহারে প্রতিদিন ০৪ ঘন্টার কর্তব্যরত সময়ের জন্যে অংশকালীন ভিত্তিতে মহিলা চিকিৎসকের নিযুক্তির হেতু (মহিলা চিকিৎসকের একটি অসংরক্ষিত পদ) আবেদনপত্র আমন্ত্রণ করছে। আবেদন পত্র জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ ২০-১১-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্য সহিত উপরোক্ত পদের জন্যে আবেদনপত্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের www.nfr.indianrailway.gov.in ওয়েবসাইটে উপরোক্ত সময়ের ভেতরে উপলব্ধ থাকবে।
মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/আরটি২৫_২০২৫/কে/৮৫৩, তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫-এর বিরুদ্ধে সংশোধনী

কারিগরি কারণে, উপরোক্ত টেন্ডারের সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	কাজের নাম	সংশোধনীর মন্তব্য
১	আরটি২৫_২০২৫	কাটিহারে রেলওয়ে স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং ক্রীড়া কার্যক্রমের সুবিধার্থে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা।	টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অন্যান্য শর্ত ও নিয়মাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/আরটি২৭_২০২৫/কে/৮৫৫, তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫-এর বিরুদ্ধে সংশোধনী

কারিগরি কারণে, উপরোক্ত টেন্ডারের সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	কাজের নাম	সংশোধনীর মন্তব্য
১	আরটি২৭_২০২৫	বাণিজ্যিক কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ "কাটিহার ডিভিশনের ১৮টি প্রস্তাবিত স্থানে এটিভিএম স্থাপনের জন্য সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল এবং ল্যান সংযোগের কাজ" (স্টেশনঃ- কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি জং., বারসোই জং., পূর্ণিয়া জং., জোগবনী, কিষাণগঞ্জ, সামসি, রায়গঞ্জ, ফোর্বসগঞ্জ, আরারিয়া কোর্ট, কালিয়াগঞ্জ, ডালখোলা, বালুরঘাট, আলুবাড়ি রোড, জলপাইগুড়ি, বুনিয়াদপুর এবং গঙ্গারামপুর)।	টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অন্যান্য শর্ত ও নিয়মাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রঙ্গিয়া মণ্ডলে টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরটি২-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১৬-২০২৫-২৬ তারিখঃ ০৭-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ কাজের নামঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও প্রান্তের দিশায় মির্জা শান্টিং নেকের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত টিআরডি কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১,৫৮,৯৭,৩৬২.৪৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,২৯,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-১১-২০২৫ তারিখের ১৭.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই, রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৪৫_২০২৫/কে/৯৯৩, তারিখ: ০৭-১১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং : ৪৫_২০২৫। কাজের নাম : ০২ বছরের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি ডিপো, কাটিহার ডিপো এবং বালুরঘাট ডিপোতে প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ ট্রেনের প্যান্ট্রি/সাব প্যান্ট্রি এলএইচবি কোচগুলিতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারেক্টিভ রিপেয়ার বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য: ৮১,৩৬,০৩৯/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,৬২,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০১-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রঙ্গিয়া মণ্ডলে শান্টিং নেকের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৭৭-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬ তারিখঃ ১০-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ছয়গাঁও-মির্জা খণ্ডে ৩ × ১.২ মিটার স্প্যানের সেতু নং ৬৯৭ এর সম্প্রসারণ এবং সহযোগী ট্র্যাক লিংকিং ও বিভিন্ন পি-ওয়ে কার্য সহিত শান্টিং নেকের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৩,৩৬,২৪,৪৫৪.৬১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,১৮,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০১-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি ইএল টিআরডি-২২-২৫-২৬; তারিখ: ০৭-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-২২-২৫-২৬; কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার জং ডিভিশনে: এমএসিএল-গুলির (০৪ এলসিজি-গুলির) -এর সাথে এলসি গেটগুলির ইন্টারলকিং -এর সাথে সম্পর্কিত এলসি গেটে যেমন সিএ-১, সিএ-৮, সিএ-১৯ এবং সিএ-২০ -এ ৪টি ৫ কেভিএ, ২৫ কেভি/২৪০ভি একক ফেজ এটি সরবরাহের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ১৯,২৬,২১৮.২১/- টাকা; বায়না মূল্য: ৩৮,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০১-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন।
ডিআরএম/ইলেক্ট.(টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রঙিয়া ডিভিশনে কর্মী সরবরাহ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৮৭-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬, তারিখ: ০৭-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. : ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ডিইএন-III/রঙিয়ার এখতিয়ারে বিভিন্ন বিটে টহলদার হিসেবে কাজ করার জন্য কর্মী সরবরাহ (দুই বছরের জন্য)। টেন্ডার মূল্য: ৬,৪৪,২৫,১৯২.৮৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ৪,৭২,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০১-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

TENDER

Block Development Officer, Alipurduar - I Dev. Block invites tender from the bonafied outsider for development works vide - N.I.e.T. No. WB/APD-I/BDO-ET/06/ 2025-2026. **Dt.10.11.2025** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.
Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar - I Dev. Block

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং.: ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৯১, তারিখঃ ০৬.১১.২০২৫, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী ফার্ম/এজেন্সী/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ কাজের নামঃ (১) "নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য নিউ ফরাক্কা জংশনে (এনএফকে) ডুয়াল ডিটেকশন তৈরী করতে এমএসডিএসি দ্বারা সেকেন্ড ডিটেকশনের ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (২) "নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য বারহারওয়া জংশনে (বিএইচডব্লু) বর্তমান ডিসি ট্র্যাক সার্কিট সহ এমএসডিএসি দ্বারা সেকেন্ড ডিটেকশনের ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (৩) "নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য সকরিগলি (এসএলজে)-তে বর্তমান ডিসি ট্র্যাক সার্কিট সহ এমএসডিএসি দ্বারা সেকেন্ড ডিটেকশনের ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (৪) "নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য সাহেবগঞ্জে (এসবিজি) ডুয়াল ডিকেটশন তৈরী করতে এমএসডিএসি দ্বারা সেকেন্ড ডিটেকশনের ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। (৫) "নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য মির্জাচৌকি (এমজেডসি)-তে বর্তমান ডিসি ট্র্যাক সার্কিট সহ এমএসডিএসি দ্বারা সেকেন্ড ডিকেটশনের ব্যবস্থা" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২০,০০,৪৮২.৮৫ টাকা, বায়নামূল্যঃ ৪০,০০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়ঃ ১৪.১১.২০২৫ থেকে ২৮.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডঃ ওয়েবসাইটঃ www.ireps.gov.in, নোটিস বোর্ডঃ সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/অফিস/মালদা টাউন। www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র দেখে নিতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
MLD-222/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: সিগ_তড়_৫_পলিসি, তারিখঃ ০৪.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ ই-টেন্ডার নংঃ এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_২৭_৩টি আর৩, তারিখঃ ০৪.১১.২০২৫। কাজের নামঃ জরুরী অবস্থার সময়ে ব্যবহারের জন্য সুরক্ষা সামগ্রী রাখার জন্য মালদা ডিভিসনের সকল স্টেশনে উভয় প্রান্তে লোকেশন বক্সের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ৩০,৪৬,৮০০ টাকা। বায়নামূল্যঃ ৬০,৯০০ টাকা। ই-টেন্ডার জমা করার তারিখ এবং সময়ঃ ১২.১১.২০২৫ থেকে ২৬.১১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডঃ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ডঃ সিনিয়র ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা।
MLD-219/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি২৯_২০২৫/কে/৮৫৭ তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে, উপরোক্ত টেন্ডারের জন্যে সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্য নিম্নঅনুসারে দেওয়া হলঃ

ক্রমিক সংখ্যা	টেন্ডার সংখ্যা.	কাজের নাম	সংশোধনী মন্তব্য
১	আরটি২৯_২০২৫	কাটিহার মণ্ডলের রক্ষণাবেক্ষণ ডিপো/শেডে স্থিত ওয়াশিং/সিক লাইনে এইচওজি কোচসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ৭৫০ ভোল্ট বিদ্যুৎ যোগানের ব্যবস্থা করা।	টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে বিকাল ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে

অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি২৩_২০২৫/কে/৮৫১ তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী

প্রযুক্তিগত কারণে, উপরোক্ত টেন্ডারের জন্যে সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্য নিম্নঅনুসারে দেওয়া হলঃ

ক্রমিক সংখ্যা	টেন্ডার সংখ্যা.	কাজের নাম	সংশোধনী মন্তব্য
১	আরটি২৩_২০২৫	ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ "যোগবানীতে-ষ্টাবলিং লাইন, শান্টিং নেকের নির্মাণ এবং পিএফ লাইনে লোকো রিভার্সেল লাইনের পরিবর্তন"।	টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখে বিকাল ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে

অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/ জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/আরটি২২_২০২৫/কে/৮৫০, তারিখঃ ১৮-১০-২০২৫-এর বিরুদ্ধে সংশোধনী

কারিগরি কারণে, উপরোক্ত টেন্ডারের সংশোধনী জারি করা হয়েছে এবং টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা থেকে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	কাজের নাম	সংশোধনীর মন্তব্য
১	আরটি২২_২০২৫	"জালালগড় (জেএজি)-এ ড্রেনেজ সিস্টেম, গুড্স অফিস, মার্চেন্ট রুমের উন্নয়ন এবং পূর্ণিয়া (পিআরএনএ), রানীপত্র (আরএনএল), বাটনাহা (বিটিএফ), জালালগড় (জেএজি)-এ গোডাউনের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ" -এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ।	টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অন্যান্য শর্ত ও নিয়মাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

এসএলআর-এর পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ দুই ফেজে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরুকারী ট্রেন নং. ১৩০৩৩/৩৪-তে ০১টি আরটিডিপি এবং ২৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ৩০টি এসএলআর কম্পার্টমেন্টের পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশনের জন্য বিডিং www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রণালীতে অংশগ্রহণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্টসদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার থাকতে হবে। **ক্রমিক নং. এবং অকশন ক্যাটালগ নংঃ (১)** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-১১বি, **কম্পার্টমেন্টঃ** ১০টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৫টি এসএলআর কম্পার্টমেন্ট। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ১৯.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **ক্রমিক নং. এবং অকশন ক্যাটালগ নংঃ (২)** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-১১সি, **কম্পার্টমেন্টঃ** ১৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৫টি এসএলআর কম্পার্টমেন্ট এবং ট্রেন নং. ১৩০৩৩/১৩০৩৪-তে ০১টি আরটিডিপি। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ২১.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট।
HWH-390/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৪২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৪৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৮৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫৪৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫৪৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

শিলিগুড়ি বিধান রোডে মুদিখানা দোকানে কাজের জন্য লোক চাই। (M) 98320 64349. (C/119119)

অ্যাফিডেভিট

গত 03-11-2025 তারিখ J.M. 1st Class সদর কোচবিহার-এর অ্যাফিডেভিট বলে আমি Arati Roy-এর পরিবর্তে রীতা Tiwari নামে পরিচিত হলাম। Rita Tiwari এবং Arati Roy উভয়ই একই ব্যক্তি। ঘুঘুমারী, কোচবিহার।

আমি Ram Prasad Das আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 7/11/25 এ E.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Surjo Das, S/o Ram Prasad Das থেকে Surya Prasad Das, S/o Ram Prasad Das করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119073)

I, Ruma Barman, D/o Nirmal Barman, Vill: Chechakhata, PO: APD Jn, Alipurduar, do hereby declare that Ruma Barman Sarkar and Ruman Barma is one and same identical person, vide affidavit Sl. No : 6460 of 10.11.25 sworn before the 1st class Judicial Magistrate, Alipurduar. (C/118734)

I SADHU RAM ROY before E.M. Court, Jalpaiguri on 13.01.2020 by affidavit declared that my actual name is Sadhu Ram Roy, that Sadhu Ram Roy and Sudhu Ram Roy is same and one identical person. (C/118578)

I SHIULI ROY before E.M. Court, Jalpaiguri on 13.01.2020 by affidavit declared that my actual name is Shiuli Roy, that Shiuli Roy and Sheeuli Roy is same and one identical person. (C/118579)

কর্মখালি

সেলাই জানা দক্ষ মহিলা প্রশিক্ষক চাই। ময়নাগুড়ি S.B.I তিনতলা সেন্টারের জন্য। বায়োডাটা সহ যোগাযোগ করুন। (M) 9641994098. (S/C)

Gangtok Mall, Hotel, Co. বিভিন্ন পদের ঃ- পরিশ্রমী লোক চাই। (S) 30,000/- পর্যন্ত। 9434117292. (C/119119)

স্মরণে

স্বর্গীয় তপন দাস, প্রয়াণ- 12-11-23. শোকাহত ঃ তরুণ ভিলা দাস পরিবার, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। (C/119901)

অ্যাফিডেভিট

স্ত্রীর আধার, এপিক এবং মেয়ের আধার ও জন্ম শংসাপত্রে নাম অমিল থাকায় দিনহাটা JM (1st. Cl.) কোর্টে 6.11.2025 অ্যাফিডেভিট বলে আমি Chhalim Ali Sekh ও Salim Ali এবং স্ত্রী Sahinur Bibi ও Sahinur Khatun Bibi একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সাং- সেউটি-১ খণ্ড, দিনহাটা। (S/M)

নিজ ড্রাইভিং লাইসেন্সে (WB 63 2010 0874781) পিতার নাম Lalit Baul থাকায় দিনহাটা EM কোর্টে 11.11.2025 অ্যাফিডেভিট বলে Lalit Ranjan Baul হইল। Sandip Baul, Ward No. 7, Dinhata. (S/M)

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-010/2025-26 (2nd Call)** Last date of online bid submission **04/12/2025 Hrs. 09:00 AM.** For further details you may visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

e- TENDER Corrigendum

Vide notification no. 1718 & 1719/DCFS/JPG/25, Dt: 07/11/25 bids are requested from interested bidders for engagement of vendors for Stationeries and Goods Vehicles.
Last Date of Submission: 03/12/25 till 5 P.M. for Stationeries & 04/12/2025 till 2 P.M. for Goods Vehicles.
Please follow the website **https://www.wbtenders.gov.in** and notice board O/o DCF & S, Jalpaiguri.
Sd/- DCF & S,
Jalpaiguri

আজ টিভিতে

ময়ূরই অনুভবের হারিয়ে যাওয়া বৌ বনলতা জানতে পেরে অবাক লাজু। **কনে দেখা আলো** রাত ৯.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ বিধাতার লেখা, দুপুর ১.০০ চ্যাম্প, বিকেল ৪.১৫ আমার মায়ের শপথ, সন্ধে ৭.৪৫ লভ এক্সপ্রেস, রাত ১০.৪৫ শক্তি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, দুপুর ১.০০ সঙ্গী, বিকেল ৪.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, সন্ধে ৭.০০ আওয়ারা, রাত ১০.০০ রণক্ষেত্র
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ মধু মালতী, দুপুর ১২.০০ মায়ের অধিকার, ২.৩০ পুত্রবধূ, বিকেল ৫.০০ মেমসাহেব, রাত ১০.৩০ চৌধুরী পরিবার
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ দাদাঠাকুর
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম প্রতিজ্ঞা
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১.১২ ফোর্স-টু, বিকেল ৩.১৯ বিস্ফোট, ৫.৩১ গেহরাইয়াঁ, সন্ধে ৭.৫৯ মিশন মঙ্গল, রাত ১০.১৩ ভূত পুলিশ
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৫২ কেদারনাথ, দুপুর ২.০১ আ অব লওট চলেঁ, বিকেল ৫.০৩ বাগি, সন্ধে ৭.৩০ রিয়েল টেভর, রাত ৯.৪৬ মিস্টার জু কিপার
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ গুমরাহ, বিকেল ৩.৫০ দিল কা রিস্তা, সন্ধে ৬.৫০ জিদ্দি, রাত ১০.০০ ঢোল
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০৫ আচার্য, দুপুর ১.৪৪ বিজয় দ্য মাস্টার, বিকেল ৪.৫৩ ওয়েলকাম ব্যাক, সন্ধে ৭.২৮ জান, রাত ১০.২৪ ওয়ান্টেড
জি সিনেমা : বেলা ১১.০২ জয় সিমহা, দুপুর ১.৫৩ এতরাজ, বিকেল ৪.৪৫ গেম চেঞ্জার, সন্ধে ৭.৫০ মায়া পুথগম, রাত ১১.৪৬ নাম্বার ওয়ান বিজনেসম্যান

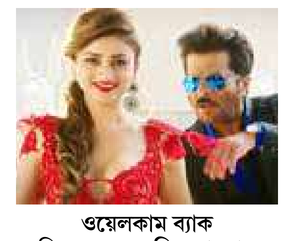
ওয়েলকাম ব্যাক
বিকেল ৪.৫৩ জি অ্যাকশন

জাঙ্গল প্ল্যানেট সন্ধে ৭.২১
অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

মায়া পুথগম (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) সন্ধে ৭.৫০ জি সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কাউকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে সাধ্যের বাইরে খরচ করতে যাবেন না। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে চলেছেন। বৃষ : নতুন বাড়ি কেনার জন্য ব্যাংক ঋণ অনুমোদনের সম্ভাবনা। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। মিথুন : বাবার চিকিৎসার জন্য খরচ বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে অধিক কাজের জন্য মানসিক চাপ বাড়বে। উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। কর্কট : সামান্য অলসতার কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসার জটিল সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। সিংহ : পরিবারের কারও শারীরিক অসুস্থতার জন্য ভ্রমণের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হতে পারে। মেয়ের বিয়ের কথা পাকা হবে। কন্যা : সংসারের আর্থিক অচলাবস্থা কেটে যাবে। সৃষ্টিশীল কাজের জন্য সম্মানিত হবেন। প্রেমের দোলাচল কাটবে। তুলা : সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্যের জন্য গর্বিত হবেন। কুচক্রী সহকর্মীর কারণে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চোখে আপনার সুনাম নষ্ট হবে। বৃশ্চিক : বহুদিন ধরে চলা কোনও মামলার ফল আপনার পক্ষে যাবে। অত্যধিক বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ নষ্ট। ধনু : অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে শারীরিক দুর্বলতার শিকার হতে পারেন। কাউকে টাকা ধার দিয়ে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। মকর : দাম্পত্যে শান্তি ফিরবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতায় জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। কুম্ভ : নতুন কোনও ব্যবসা শুরু করার আগে অভিজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। মীন : নিজের অভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতার কারণে সাফল্য পাবেন। জমি নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে আলোচনায় ঝামেলা মিটিয়ে ফেলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৫ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২১ কার্তিক, ১২ নভেম্বর, ২০২৫, ২৫ কাতি, সংবৎ ৮ মার্গশীর্ষ বদি, ২০ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫২, অঃ ৪।৫১। বুধবার, অষ্টমী শেষরাত্রি ৪।৪। অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ১২।২০। শুক্রযোগ দিবা ২।৩১। বালবকরণ অপরাহ্ণ ৪।৩১ গতে কৌলবকরণ শেষরাত্রি ৪।৪ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ১২।২০ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, শেষরাত্রি ৪।৪ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৮।৩৭ গতে ৯।৫৯ মধ্যে ও ১১।২২ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩৭ গতে ৪।১৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- বিক্রয়বাণিজ্য। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টোমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। প্রথমাষ্টমীকৃত্য (উৎকল)। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫১ মধ্যে ও ৭।৩৪ গতে ৮।১৬ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২।৩২ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪১ গতে ৬।৩৪ মধ্যে ও ৮।২১ গতে ৩।২৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৫১ গতে ৭।৩৪ মধ্যে ও ১।১৫ গতে ৩।২২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিরাপত্তা রক্ষায় নজর তল্লাশিতে

দিল্লি বিস্ফোরণের পর সতর্কতা

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১১ নভেম্বর : সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লার কাছে গাড়িতে বিস্ফোরণের পর দেশজুড়ে সতর্কতা জারি হয়েছে। পুলিশ, জওয়ানদের বিশেষ নজরদারি এবং নাকা চেকিং চলছে আলিপুরদুয়ার জেলার ইন্দো-ভুটান সীমান্ত, অসম-বাংলা সীমানার পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার-কোচবিহার সীমানার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন এলাকায়।

সোমবার রাতে আরপিএফ, জিআরপি যৌথ মিটিং করেছিল। মঙ্গলবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে বিভিন্ন স্টেশন এলাকায় আরপিএফ নাকা চেকিং শুরু করে। পুলিশের তরফেও নজরদারি বাড়ানো হয়। পুলিশ কুকুর দিয়ে ট্রেনের কামরাতেও নজরদারি চলে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের ব্যাগপত্র চেক করা হয়। রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি কমিশনার জাভেদ আহমেদ বলেন, 'যাত্রীদের সুরক্ষার বিষয়ে সবরকম পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

এদিন যেমন কালচিনি ব্লকজুড়ে নজরদারি চলে কালচিনি ও হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়ির তরফে। পাশাপাশি হাসিমারা রেলস্টেশনে আরপিএফ ও জিআরপি বিভিন্ন ট্রেন ও স্টেশনে আসা যাত্রীদের মালপত্র তল্লাশি করেছে। গোটা এলাকা কার্যত নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে। হাসিমারা আরপিএফের ইনস্পেকটর রুনু বর্মন জানান, স্টেশন সংলগ্ন এলাকাতেও নজরদারি চালানো হচ্ছে। হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়ির তরফে ৩১ সি জাতীয় সড়কের গুরদোয়ারা লাইন এলাকায় ট্রাক, বাস, ছোট ও বড় গাড়িতে তল্লাশি চলছে সোমবার রাত থেকেই। মঙ্গলবারও সর্বত্র তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানান

তটস্থ সকলে

সোমবার রাতে আরপিএফ, জিআরপি যৌথ মিটিং করেছিল

মঙ্গলবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে বিভিন্ন স্টেশন এলাকায় আরপিএফ নাকা চেকিং শুরু করে

পুলিশের তরফেও নজরদারি বাড়ানো হয়

পুলিশ কুকুর দিয়ে ট্রেনের কামরাতেও নজরদারি চলে

সংশ্লিষ্ট ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব বর্মন। যেহেতু বায়ুসেনা ঘাঁটি ও সেনা ঘাঁটি রয়েছে ওই এলাকায়। সেজন্য তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে। অন্যদিকে, কালচিনি থানার পুলিশের তরফে ৩১ সি জাতীয় সড়কের নিমতি দোমোহনি, হ্যামিল্টনগঞ্জের দুর্গা মল্ল চক সহ প্রতিটি নাকা চেকিং পয়েন্টে অতিরিক্ত পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট থানার ওসি অমিত শর্মা জানান, সব ধরনের যানবাহনে তল্লাশি চলছে।

গতকাল রাত থেকে আলিপুরদুয়ার জেলার নাকা চেকিং পয়েন্টগুলিতে দেখা গিয়েছে তৎপরতা। দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনা তো রয়েইছে, তার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভুটান সফরও এত নজরদারির অন্যতম কারণ। জয়গাঁ যাওয়ার পথে জিএসটি মোড়ের নাকা চেকিংয়ে বেড়েছে কড়াকড়ি। এদিনও সকাল থেকেই পুলিশকর্মীদের দেখা গিয়েছে জয়গাঁ জিএসটি মোড়ের নাকা চেকিং পয়েন্ট এলাকায়। এই রাস্তা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। ডানপাশ দিয়ে গেলে পড়ে ভুটানের পাশাখা শিল্পাঞ্চল। সোজা চলে গেলে পৌঁছে যাওয়া যায় জয়গাঁ ভুটানগেট। জয়গাঁ থানার আইসি পালজার ভুটিয়া ফোনে জানান, দিল্লি বিস্ফোরণের পর সীমান্তে হাই অ্যালার্ট জারি হতে এই এলাকায় বেড়ে গিয়েছে চেকিং। এমনিতেও রুটিন চেকিং হয় এই পয়েন্টে।

এদিন জিএসটি নাকা চেকিং পয়েন্টে দেখা গেল পুলিশকর্মীরা প্রতিটি বাস দাঁড় করিয়ে তল্লাশি নিচ্ছেন। পর্যটকবাহী গাড়ি, বাস দাঁড় করিয়ে চলছে জোরদার তল্লাশি। গাড়ির চালকদের নথি পরীক্ষার পাশাপাশি যাত্রীদের ব্যাগ চেকিং হচ্ছে। বাইকচালকদের দাঁড় করিয়ে চলছে চেকিং।

১. নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে ব্যাগপত্র তল্লাশি। ২. জয়গাঁতে গাড়ি থামিয়ে পুলিশের চেকিং। ৩. কালচিনিতে নজরে বাইক আরোহীরা।

কেরলে মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১১ নভেম্বর : কেরলে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল বিশ্বজিৎ অধিকারীর (১৯)। তাঁর বাড়ি আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য পারোকাটা গ্রামে। রবিবার সকালে এক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর খবরে সেই গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিশ্বজিতের বাবা পরিমল অধিকারী দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ। বছর পাঁচেক আগে মা বাড়ি ছেড়ে চলে যান, সঙ্গে নিয়ে যান বিশ্বজিতের ছোট বোনকে। তাঁদের সংসারে চরম আর্থিক অনটন ছিল। কিশোর বয়সেই সংসারের দায়ভার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বিশ্বজিৎ। প্রথমে এলাকায় বিভিন্ন কাজ করে উপার্জনের চেষ্টা করেছিলেন। তবে তাতেও সংসারের আর্থিক অবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি। বাবা অসুস্থ, চিকিৎসার খরচ বাড়ছে, তাই বাধ্য হয়ে অবশেষে বছর দুয়েক আগে বিশ্বজিৎ কাজের খোঁজে বাইরে চলে যান। এক বন্ধুর সূত্রে কেরলে একটি নির্মাণ সংস্থায় কাজ পান। বাইরে গিয়ে উপার্জন শুরু করার পর সংসারের অভাব কিছুটা হলেও কমে। কিন্তু তাঁর অকালপ্রয়াণ সেই চেষ্টায় জল ঢেলে দিল। ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে শোকে মুহ্যমান অসুস্থ বাবা।

পরিজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে প্রতিদিনের মতোই অটোতে চেপে কাজে যাচ্ছিলেন বিশ্বজিৎ। তখনই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটে, কোনও গাড়ি ধাক্কা মেরেছিল নাকি অটোচালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন, সেসব কিছু জানা যায়নি। সেখান থেকে বিশ্বজিতের দেহ অ্যাম্বুল্যান্সে করে নিয়ে আসা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতেই গ্রামে দেহ চলে আসে।

মৃত বিশ্বজিৎ অধিকারীর বাড়িতে শোকের ছায়া মধ্যপারোকাটায়।

> বিশ্বজিৎ খুব ভালো ছেলে ছিল। সবার সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলত। সংসারের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করল। এই ক্ষতি কোনওদিন পূরণ হবে না।
>
> **দীননাথ রায়**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

এদিন পরিমল কান্নাভেজা কণ্ঠে শুধু বলতে পেরেছেন, 'ছেলেটাই ছিল আমার সব।' প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, খবরটা পাওয়ার পর থেকে পরিমল কিছুই খাচ্ছেন না। কথাও বলতে পারছেন না। স্থানীয় বাসিন্দা দীননাথ রায় বলেন, 'বিশ্বজিৎ খুব ভালো ছেলে ছিল। সবার সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলত। সংসারের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করল। এই ক্ষতি কোনওদিন পূরণ হবে না।'

প্রতিবেশীদের কেউ কেউ, অসহায় পরিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। আলিপুরদুয়ার জেলার শ্রম দপ্তরের যুগ্ম আধিকারিক গোপাল বিশ্বাস বলেন, 'এখবর সত্যিই দুঃখজনক। দ্রুত ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করব। আমরা প্রশাসনের তরফে ওই পরিবারের পাশে থাকব।'

মাকড়াপাড়ায় গাড়ি সহ বাজেয়াপ্ত ভুটানি মদ। মঙ্গলবার।

দলমোড়ে গাঁজাখেত নষ্ট পুলিশি অভিযানে

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১১ নভেম্বর : মদ, কাফ সিরাপ, সিডেটিভ ট্যাবলেট তো রয়েইছে। ভিনরাজ্য থেকে আনা হচ্ছে গাঁজাও। তবে নেশার জন্য 'ইম্পোর্টেড' সামগ্রীর ওপর ভরসা করা মুশকিল! কারণ 'ভিলেন' আবগারি দপ্তর, পুলিশ এসএসবি। লাগাতার অভিযানে বাজেয়াপ্ত হচ্ছে ভুটানি মদ, বিয়ার, সিডেটিভ ট্যাবলেট, কাফ সিরাপ, গাঁজা। তাই বীরপাড়ার দলমোড় ২ নম্বর গারোবস্তির কেউ কেউ গাঁজা চাষে মন দিয়েছিল। তবে সেই পরিকল্পনাও বানচাল করে দিল আবগারি দপ্তর ও পুলিশ। মঙ্গলবার এই এলাকার গাঁজাখেতে আবগারি দপ্তরের কর্মী ও বীরপাড়া থানার পুলিশ আধিকারিকরা হানা দেন। নষ্ট করা হয় বেশ কয়েকটি গাঁজাখেত। তবে জমির মালিকের খোঁজ পায়নি পুলিশ।

অন্যদিকে, মঙ্গলবার দুপুরে মাকড়াপাড়া থেকে আবগারি কর্মীরা একটি যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি সহ প্রায় ১৬৮ লিটার ভুটানি বিয়ার এবং ১৮০ লিটার ভুটানি মদ বাজেয়াপ্ত করেন। বীরপাড়ার ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর সাহেব আলি বলেন, 'কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। মদ এবং গাড়িটি কার তা জানতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

এদিন মাকড়াপাড়ার বাসা লাইনে হানা দেয় বীরপাড়া এক্সাইজ সার্কেল এবং বীরপাড়া রেঞ্জ প্রিভেন্টিভ ইউনিট। সন্দেহজনক একটি যাত্রীবাহী ছোট গাড়িকে ধাওয়া করেন আবগারি কর্মীরা। কিছুদূরে গাড়ি ফেলে গা-ঢাকা দেয় চালক। এরপরই গাড়ির ভিতর থেকে ৪৯ কার্টন মদ এবং বিয়ারের বোতল বাজেয়াপ্ত করা হয়। রাতে তো বটেই, লঙ্কাপাড়া এবং মাকড়াপাড়ায় সীমান্ত দিয়ে দিনেরবেলাতেও ভুটান থেকে মদ, বিয়ার ভারতে আনা হয় বলে অভিযোগ। এরপর সেগুলি মজুত করা হয় সীমান্তের চা বাগানগুলিতে। চা বাগানের বাসিন্দাদের আর্থিক অনটনের সুযোগ নিয়ে তাঁদের লাগানো হয় মদ পাচারের কাজে। তবে এতকিছুর পরেও এই চক্রের বড় মাথাদের ছুঁতে ব্যর্থ পুলিশ।

মহিলার পাশে পুলিশ

শামুকতলা, ১১ নভেম্বর : রাস্তার ধারে পড়ে থাকা অচৈতন্য মহিলাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করল শামুকতলা থানার পুলিশ। সোমবার মধ্যরাতে শামুকতলা থানার ওসি অসীম মজুমদার এবং এসআই বিশ্বজিৎ রায় ওই মহিলাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তাঁকে যশোডাঙ্গা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

২৪ ঘণ্টা চিকিৎসার পরেও মহিলা কথা বলতে পারছেন না। তাঁর সারা শরীরে ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। অসুস্থ থাকায় তাঁর কোনও বয়ানও নিতে পারেনি পুলিশ। তাই ওই মহিলার ঠিকানা জানতে পারেনি পুলিশ। তবে মহিলা লিখে জানিয়েছেন, বাড়ি কামাখ্যাগুড়িতে। স্বামী টোটোচালক। স্বামী তাঁকে বেধড়ক পিটিয়েছেন। তাঁর মুখে জোর করে বিষ ঢেলে দিতে চাইছিলেন। তিনি পালিয়ে কোনওমতে প্রাণে বেঁচেছেন। হাসপাতালে মহিলাকে দেখাশোনার জন্য দুজন সিভিক মোতায়েন রয়েছেন। পুলিশ মহিলার বাড়ির ঠিকানা জানার জন্য কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।'

নিখোঁজরা বিবাহিত

আলিপুরদুয়ার, ১১ নভেম্বর : তিন-চারদিন আগে শোভাগঞ্জ এলাকা থেকে এক নাবালিকা ও এক তরুণী নিখোঁজ হয়ে যায়। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে আলিপুরদুয়ার থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন পরিবারের সদস্যরা। তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

তবে মঙ্গলবার সকালে ওই দুজন পরিবারকে জানিয়েছে, যে তারা তাদের প্রেমিকদের বিয়ে করেছে। প্রমাণ হিসেবে তারা বিয়ের ছবিও পাঠিয়েছে।

ছুরিকাঘাত কাণ্ডে ধৃত প্রেমিকাও

সমীর দাস

কালচিনি, ১১ নভেম্বর : প্রেমিকার ডাকে সাড়া দিয়েই হামলার মুখে পড়তে হয়েছিল প্রেমিক তথা জয়গাঁর বৌবাজার এলাকার একটি জিমের ট্রেনার পঙ্কজ মৌর্য ওরফে আমনকে। সোমবার প্রেমিকার স্বামী সুনীল গিরিকে গ্রেপ্তারের পর মঙ্গলবার তাঁর স্ত্রী পূজা গিরি শা-কেও গ্রেপ্তার করল কালচিনি থানার পুলিশ। পূজাকে তাঁর বাবার বাড়ি হ্যামিল্টনগঞ্জ থেকে এদিন দুপুরে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধেও জখম তরুণের পরিবারের তরফে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে স্বামী-স্ত্রী দুজন গ্রেপ্তার হলেও পুলিশ তরুণের ওপর ছুরি দিয়ে হামলার অভিযোগে আরও কয়েকজনকে খুঁজছে।

কালচিনি থানার ওসি অমিত শর্মা জানান, ধৃত পূজাকে বুধবার আলিপুরদুয়ার কোর্টে তোলা হবে। অপর অভিযুক্ত সুনীলকে মঙ্গলবার আদালতে তোলার পর পুলিশ রিমান্ডে আনা হয়েছে। তাঁকে জেরা করে বাকি অভিযুক্তদের ধরতে চাইছে পুলিশ। জখম তরুণ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

অন্যদিকে, পূজার সঙ্গে পরকীয়ার জেরেই যে ওই তরুণের ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয়েছিল, সে বিষয়ে অনেকটাই নিশ্চিত তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা। এমনকি তদন্তে উঠে এসেছে, রবিবার সন্ধ্যায় জয়গাঁ থেকে সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগান সংলগ্ন পানা বনবস্তিতে প্রেমিকার ডাকে সাড়া দিয়েই এসেছিলেন পঙ্কজ। তাঁর সঙ্গে পূজা নিজেও স্কুটারে চেপে নির্জন ওই এলাকায় আসেন বলে খবর। পরিকল্পনামাফিক দুজনে এলাকায় পৌঁছানোর কিছু সময় পর সেখানে পৌঁছান পূজার স্বামী ও তাঁর দলবল। এরপর সেখানেই পঙ্কজের

সামনে আসছে পরকীয়া তত্ত্ব

পেটে ছুরি মেরে সবাই সেখান থেকে কেটে পড়েন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা পূজা সম্ভবত পূর্বপরিচিত পঙ্কজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইছিলেন। তাছাড়া পারিবারিক চাপে তরুণের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিকল্পনাও নিয়ে থাকতে পারেন পূজা।

গত ২৩ জুনও পঙ্কজের ওপর হামলা হয়েছিল। সেই হামলার পর অবশ্য দু'পক্ষের মীমাংসা হয়ে যাওয়ায় তখনকার মতো সব চুপচাপ হয়ে যায়। পঙ্কজও সেই সময় পুলিশে অভিযোগ জানাননি। তবে ওই তরুণী ও মঙ্গলবার ধৃত তরুণী যে একই, সে বিষয়ে পুলিশ মোটামুটি নিশ্চিত। প্রথম থেকেই পুলিশের ধারণা ছিল তরুণের ওপর হামলার নেপথ্যে পরকীয়া তত্ত্ব রয়েছে। অভিযুক্ত পূজা গ্রেপ্তার হওয়ায় সেই ধারণাই সত্যি হল।

সুভাষিণী বাগানকে জমি ফেরাতে নির্দেশিকা

হাসিমারা, ১১ নভেম্বর : চলতি বছরের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ সফরে এসে সুভাষিণী চা বাগানে শ্রমিকদের জমির পাট্টা দিয়েছিলেন। এবার রাজ্য সরকার বাগান কর্তৃপক্ষকে ওই জমি ফেরতের নির্দেশিকা পাঠাল।

মঙ্গলবার এই প্রসঙ্গে বাগানের ম্যানেজার শীর্ষেন্দু বিশ্বাস বলেন, 'নদী লাইন, ফ্যাক্টরি সংলগ্ন লাইনের ৩.৮৯ একর জমিতে বসবাসকারী শ্রমিক ও বাসিন্দাদের জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছিল। আমরা সেই জমি ফেরতের নোটিশ পেয়েছি।'

ইতিমধ্যেই ওই এলাকার ২৫টি পরিবার ছাড়াও কয়েকশো শ্রমিক জমির পাট্টা পেয়েছেন। তবে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন শ্রমিক লাইনের কিছু শ্রমিক ও বাসিন্দা এখনও পাট্টা পাননি।

সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বাগান সংলগ্ন ৯২ হেক্টর জমিতে তোর্ষা নদীর ডলোমাইট মিশ্রিত জল ঢুকে যাওয়ার কারণে কয়েক লক্ষ চা গাছ নষ্ট হয়।

আগামীতে ওই জমিতে চা চাষ সম্ভব নয় বলে মনে করছে বাগান কর্তৃপক্ষ। সেই জন্য ওই জমি সরকারকে রিজাম্পশন করে, সেখানে শ্রমিকদের জন্য উন্নয়নমূলক কাজের আবেদন জানানো হয়েছিল। যদিও নতুন নির্দেশিকায় ওই জমির উল্লেখ নেই বলে জানিয়েছে বাগান কর্তৃপক্ষ।

কালচিনি ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক সন্দীপন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ওই বাগানের নদী লাইন খুবই বিপজ্জনক জায়গায় রয়েছে। সেজন্য সেখানকার শ্রমিকদের, বাগানের অন্যত্র পুনর্বাসনের প্রস্তাব কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হয়েছে।'

কুস্তিগির রজনী রায় (বাঁয়ে) ও সৌরভ বর্মন।

জাতীয় স্তরে সুযোগ জেলার দুই কুস্তিগিরের

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১১ নভেম্বর : জেলার নাম উজ্জ্বল করলেন আলিপুরদুয়ারের দুই কুস্তিগির। রাজ্য স্তরের খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে এবার জাতীয় স্তরে রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেলেন কুস্তিগির রজনী রায় ও সৌরভ বর্মন। সাধারণ কৃষক পরিবারের দুই ছেলের এমন সাফল্যে জেলাজুড়ে খুশির হাওয়া।

গত ৯ নভেম্বর হাওড়ার উলুবেড়িয়াতে হয় ৭৫তম সিনিয়ার রাজ্য কুস্তির আসর। সেখানেই এমন সাফল্য পেয়েছেন এই দুজন। আগামী ডিসেম্বরে আহমেদাবাদ শহরে অনুষ্ঠিত হবে সিনিয়ার জাতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতা। সেখানে অংশগ্রহণ করবেন আলিপুরদুয়ার জেলার মজিদখানা গ্রামের দুই কুস্তিগির সৌরভ এবং রজনী। সৌরভের বাড়ি শামুকতলা থানার বিন্দিপাড়া গ্রামে। বাবা জিতেন্দ্র বর্মন দিনমজুরি করেন। সংসারের অভাব দূর করতেই সৌরভ একটি নার্সিংহোমে মাসে ছ'হাজার টাকার বেতনের চাকরি করেন। রজনীর পারিবারিক অবস্থাও একইরকম। সাধারণ কৃষক পরিবারের দুই তরুণের এমন সাফল্যে খুশি তাঁদের পরিবার ও প্রতিবেশীরা।

এই সাফল্যের পর রজনী বলছেন, 'কয়েকদিনের চর্চায় এমন সাফল্য আসবে ভাবিনি। খেলার প্রতি আগ্রহ এবং দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল।' সৌরভের কথায়, 'কুস্তি চর্চা করার মতো আমাদের জেলায় পরিকাঠামো না থাকায় সমস্যা হচ্ছে। সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। তবে এর মধ্যেই চর্চা করে জাতীয় স্তরে সফল হওয়াই এখন মূল লক্ষ্য।' তবে এই দুজন ছাড়াও একই গ্রামের বাসিন্দা তথা জেলার প্রথম মহিলা কুস্তিগির মৌসুমি রায় (মহিলাদের ৫৭ কেজি বিভাগে) এবং সুরজিৎ মোদক (পুরুষদের ৫৫ কেজি বিভাগে) অংশ নেন। তবে তাঁরা দুজনে ফাইনালে পরাজিত হয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

এর আগেও এই খেলোয়াড়রা বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ, ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট, নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমস পদক জিতে জেলার নাম উজ্জ্বল করেছেন। রজনী ও সৌরভের এমন সাফল্য সম্ভব হয়েছে কোচ এবং রেফারি নন্দন দেবনাথের উৎসাহ এবং সহযোগিতায়।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন শিলিগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, শিলিগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা হেমু আগরওয়াল - কে

05.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92B 86124 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারিতে আমি এক কোটি টাকা জিতেছি, এই খবরটা সবাইকে জানাতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। আশেপাশে অনেকে কোটিপতি হতে দেখে আমিও একদিন জেতার স্বপ্ন দেখতাম। আজ সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। আমার এই স্বপ্ন পূরণ করার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ধর্মের ভেদাভেদ মুছে দেয় রাসমেলা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১১ নভেম্বর : আজিবুল হক এই মেলায় গীতা বিক্রি করেন। আমিনুর হোসেন এই উৎসবে রাসচক্র বানান। তা দেখে বা আজিবুলের গীতা কিনে অন্তরা বসু, শেখর সাহাদের মতো অনেকেই খুশির আনন্দে ভাসেন। সম্প্রীতির বাঁধনটা এখানে সহজেই শক্তপোক্ত হয়ে ওঠে। কোচবিহারের মহারাজারা সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিতেন। কোচবিহারের রাসমেলা তারই অন্যতম নিদর্শন। বছরের পর বছর ধরে রাসমেলা সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও দৃঢ় করেছে। করে চলেছে।

কোচবিহার শহরে সমস্ত ধর্মের মানুষ মিলেমিশে সুষ্ঠুভাবে থাকার নজির রয়েছে। রাসচক্র যেন তারই প্রতীক। হরিণচওড়ার আমিনুর হোসেনের পরিবার বংশপরম্পরায় এই রাসচক্র তৈরি করে আসছে। আগে আমিনুরের বাবা আলতাফ মিয়াঁ এটি বানাতেন। তিনি মারা যাওয়ার পর ছেলে আমিনুরের কাঁধে সেই দায়িত্ব পড়ে। আমিনুর জানাচ্ছেন, লক্ষ্মীপুজোর দিন থেকে নিরামিষ খেয়ে তাঁরা রাসচক্র তৈরি করেন। সেই রাসচক্রে আবার বৌদ্ধ ধর্মের ছাপ রয়েছে। এই সূত্রেই এই রাসচক্র যেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের অন্যতম নিদর্শন হয়ে ওঠে। মদনমোহন মন্দিরে প্রবেশপথের পাশেই বেশ কয়েকটি বইয়ের দোকান নজর কাড়ে। সেগুলির মধ্যে একটি দোকানে নানা স্বাদের বইয়ের মাঝে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত সযত্নে সাজানো। বিক্রেতার নাম আজিবুল হক। দেওয়ানহাটের বাসিন্দা আজিবুল বছরের পর বছর ধরে গীতা, রামায়ণ সহ নানারকম বইয়ের সম্ভার নিয়ে রাসমেলায় হাজির হন। মনে নানা সুখস্মৃতির ভিড়। জানালেন, গীতার মতো বই বিক্রির সুবাদে এই মেলা কোনওদিনও তাঁকে নিরাশ করেনি।

বিহারের কিশনগঞ্জের বাসিন্দা মহম্মদ আমিম মঙ্গলবার রাসমেলায় টমটমগাড়ি বিক্রি করছিলেন। চার দশক ধরে তিনি রাসমেলায় আসছেন। আগে তাঁর বাবা-কাকারা আসতেন। তারপর থেকে আমিম আসরে নামা শুরু করেন, 'আমরা দেশের বহু জায়গায় টমটমগাড়ি নিয়ে যাই। কিন্তু একে ঘিরে কোচবিহারে যে সাড়া পাই তা অবিশ্বাস্য। বাসিন্দারা এই খেলনা নিয়ে যে আবেগ দেখান তা আর কোথাও অনুভব করিনি।'

কোচবিহার রাসমেলায় উপচে পড়া ভিড়। মঙ্গলবার। ছবি : জয়দেব দাস

প্রধানমন্ত্রীর বৃত্তি প্রকল্প
শিক্ষাবর্ষ ২০২৫-২৬ এর জন্য

১. প্রাক্তন সৈনিক এবং প্রাক্তন ভারতীয় কোস্ট গার্ড কর্মীদের যোগ্য উত্তরাধিকারী/বিধবা যারা কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ড ওয়েবসাইটে উপলব্ধ তালিকাতে স্বীকৃত কার্যক্রমগুলির মধ্যে পেশাদারি/কারিগরি শিক্ষায় ডিগ্রি অর্জন করেছে তাদের আবেদন করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। এই প্রকল্পটি শুধুমাত্র সেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবেদনযোগ্য হবে যারা শিক্ষাবর্ষ ২০২৫-২৬-এ পেশাদারি/কারিগরি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে।
২. বৃত্তির পরিমাণ
(ক) ছেলেদের জন্য বার্ষিক ৩০,০০০/- টাকা
(খ) মেয়েদের জন্য বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা
৩. ছাত্র-ছাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি এড়িয়ে চলার জন্য আবেদনের পূর্বে কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ডের ওয়েবসাইট www.ksb.gov.in-এ উপলব্ধ পিএমএসএস লিংকটি পরিদর্শন করার জন্য এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চেক লিস্ট, এফএকিউ এবং অন্যান্য তথ্য পড়ার জন্য। আবেদনটি শুধুমাত্র অনলাইন মাধ্যমে করা যাবে। কোনও প্রকার কাগজের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
৪. প্রধানমন্ত্রী বৃত্তি প্রকল্পে অনলাইন মাধ্যমে আবেদনের শেষ তারিখ - ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫।
৫. শেষ মুহূর্তের তাড়াহুড়া এড়াতে সময়মতো আবেদনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
৬. এই বৃত্তিটি শুধুমাত্র প্রাক্তন সৈনিক (সৈনিক/নৌসেনা বাহিনী/বায়ুসেনা বাহিনী/উপকূল বাহিনী)-এর উত্তরাধিকারী/বিধবাদের জন্য। সাধারণ নাগরিকদের উত্তরাধিকারীরা এক্ষেত্রে যোগ্য নয়।

ভারত সরকার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, কেন্দ্রীয় সৈনিক বোর্ড,
ওয়েস্ট ব্লক- IV, উইং- VII, আরকে পুরম, নিউ দিল্লি- ১১০০৬৬
যোগাযোগের নং : ০১১-২০৮৬২৪৪৭ (সোমবার থেকে শুক্রবার ০৯০০ ঘটিকা থেকে ১৭০০ ঘটিকা পর্যন্ত)
(কেএসবি ওয়েবসাইট : online.ksb.gov.in)
CBC 10405/11/0003/2526

লোকালয়ে হরিণ

বারবিশা, ১১ নভেম্বর : লোকালয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বার্কিং ডিয়ার। কুমারগ্রাম ব্লকের ভল্কা বারবিশা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা। সোমবার রাত থেকেই ওই হরিণটিকে জঙ্গলমুখী করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ভল্কা রেঞ্জের বনকর্মীরা। লালস্কুলের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'বনকর্মী থেকে শুরু করে পুলিশকর্মী সহ সবাই রাস্তার ধারের ঝোপে টর্চের আলো ফেলে কিছু দেখার চেষ্টা করছিল। আমিও দেখার জন্য এগিয়ে যাই। হরিণটি ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। উৎসাহী লোকজনের উপস্থিতিতে হরিণটি লাফিয়ে রাস্তা পার হয়ে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।' মঙ্গলবার দিনের বেলাতেও লালস্কুল এলাকায় ধানখেতে হরিণটিকে দেখেছেন গ্রামবাসীরা।

নিরাপত্তায় জোর

বারবিশা, ১১ নভেম্বর : দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের পরই সোমবার রাত থেকে অসম-বাংলা সীমানার নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করা হল। আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের তরফে সীমানার পাকরিগুড়ি নাকা চেকিং পয়েন্টে পুলিশকর্মীর সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। অসম থেকে এরাজ্যে আসা সমস্ত যাত্রী ও পণ্যবাহী গাড়িগুলিতে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। কুমারগ্রাম থানার আইসি শমীক চট্টোপাধ্যায় জানান, গোটা বছর ধরেই পাকরিগুড়িতে দিনরাত পুলিশের নজরদারি চলে। দিল্লির বিস্ফোরণের পর উপরমহলের নির্দেশে এখানেও তীব্র সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

স্মারকলিপি

ফালাকাটা, ১১ নভেম্বর : মঙ্গলবার ন'দফা দাবিতে স্মারকলিপি জমা দিল সারা ভারত সংযুক্ত কিষান সভা। ফালাকাটা ব্লকের গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে স্মারকলিপি দেয় সংগঠনের সংশ্লিষ্ট অঞ্চল কমিটি। নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনের প্রতিনিধি সনৎচন্দ্র অধিকারী, অমল বর্মন প্রমুখ। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে কৃষকদের ফসলের ন্যূনতম সহায়কমূল্য, ব্লকে বহুমুখী হিমঘর তৈরি, সেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব বাড়ানো, সার, বীজ, কীটনাশকে সরকারি ভরতুকি, ১০০ দিনের কাজ দ্রুত চালু, পিএইচই-র পানীয় জল পরিষেবা দ্রুত চালু ইত্যাদি।

প্রস্তুতি

কুমারগ্রাম, ১১ নভেম্বর : আগামী শনিবার কুমারগ্রাম চা বাগানে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মদিন উদযাপন করবে বীর বিরসা মুন্ডা জন্মজয়ন্তী মহোৎসব উদযাপন কমিটি। কমিটির সভাপতি লুইস কুজুর বলেন, 'বীর বিরসা মুন্ডা আমাদের পথপ্রদর্শক। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদানের পাশাপাশি আদিবাসী কৃষ্টি সংস্কৃতি তুলে ধরতেই আমাদের এই উদ্যোগ।'

সভা

ফালাকাটা, ১১ নভেম্বর : আগামী ১৩ নভেম্বর ফালাকাটায় মহামিছিলের ডাক দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এজন্য মঙ্গলবার পাঁচ মাইলে তৃণমূলের কার্যালয়ে এক প্রস্তুতি সভা হয়। সেখানে দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক তথা ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্র রায়, দলের গ্রামীণ ব্লক সভাপতি সঞ্জয় দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

তদন্তে পুলিশ

ফালাকাটা, ১১ নভেম্বর : রবিবার রাতে ফালাকাটার বালুরঘাটে কমল দাসের বাঁধাকপিখেত থেকে চুরি যায়। সোমবার রাতে কমল ফালাকাটা থানায় অভিযোগ করলে মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাস্থলে আসে ফালাকাটা থানার পুলিশ। তদন্ত করা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

রাসমেলার সময় কাঁদে মনোজের পরিবার

তন্ত্রসাধনায় খুন হয়েছিল কিশোর

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১১ নভেম্বর : মহাসড়কের গিরিয়া ডাইভারশনের দক্ষিণ দিকে মেঠো পথ ধরে ৩০০ মিটার যেতেই সেই বাড়িটি। টিনের চালাঘর। দরমা ও পাটশলার বেড়া। বাড়ির উঠোনে পৌঁছোতেই দেখা সুনীল বর্মনের সঙ্গে। ঘর থেকে বের হলেন মেনকা বর্মন। সন্ধ্যা হতেই মেজবিল রাসমেলার মাইকের শব্দ বাড়িতে আসে। তখন ডুকরে কাঁদেন মেনকা। কারণ, তিন বছর আগে এই মেলা চলাকালীন খুন হতে হয়েছিল তাঁদের সন্তান মনোজ বর্মনকে। মায়ের বুক খালি হয়েছে। সে কথা যেন ভুলতেই পারছেন না মেনকা। আর এজন্য মেলাতেও তাঁরা কেউ যান না। রবিবার মেলার উদ্বোধন হয়েছে। আটদিন এই মেলা চলবে।

মনোজের পরিবার সন্তান হারানোর শোক এখনও ভুলতে পারছে না। এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, অভিযুক্ত পরিবারের কেউ আর এখানে থাকেন না। ঘরবাড়ির অস্তিত্ব সেরকম নেই। ঘটনার কিছুদিন পরেই অভিযুক্তের পরিজনরা এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছেন। পাশেই মনোজের বাড়ি। উঠোনে বসে ছিলেন মনোজের ঠাকুমা রাজবালা বর্মন। মেলা শুরু হতেই নাতির কথা বেশি করে মনে পড়ছে তাঁর। বললেন, 'এমন ঘটনা তো কোনওদিন ভুলতে পারব না। তবে রাসমেলা শুরু হলেই নাতির কথা বেশি করে মনে পড়ে। হাতে ধরে ওকে কতবার মেলায় নিয়ে গিয়েছিলাম। সেসব স্মৃতিও ভাসে।' মনোজের বোন ভূমিকা বর্মন ও ভাই রবি বর্মন বাড়িতে ছিল। দাদার কথা ওরাও ভুলতে পারেনি। তারা জানাল, এখন আর মেলায় যাওয়া হয় না। দাদাই তো নেই। মেলা এলে দাদার কথাই মনে পড়ে। এই

সন্তান হারানোর শোকে এখনও মনোজের পরিবার।

রাসমেলা যেন পরিবারের আনন্দই কেড়ে নিয়েছে। মনোজের বাবা সুশীল বললেন, 'কৃষিকাজ করি। কিন্তু মেলার সময় জমির কাজেও মন লাগে না। ছেলের কথাই বারবার মনে পড়ে। মেলার দিনগুলি আমাদের কষ্টেই কাটে।' মনোজকে নিয়ে কথা হচ্ছিল। তখন কেঁদেই চলেছেন মনোজের মা মেনকা। ধরা গলাতে তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'আমার কোল খালি হয়েছে। কোনওদিন ভুলব না। সারাবছরই ছেলের কথা মনে পড়ে। এখন আরও বেশি মনে পড়ছে।'

> আমার কোল খালি হয়েছে। কোনওদিন ভুলব না। সারাবছরই ছেলের কথা মনে পড়ে। এখন আরও বেশি মনে পড়ছে।
>
> **মেনকা বর্মন** মৃত মনোজের মা

এবার মেজবিলের রাসমেলা ৫৬তম বর্ষে পদার্পণ করল। এত বছরের মেলায় তিন বছর আগের মতো ঘটনা কখনও ঘটেনি। কী ঘটেছিল সেবার? মেলার শেষদিনের ঘটনা। মেলা চত্বর থেকে প্রায় এক কিমি দূরে পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামে বাড়ি মনোজের। বন্ধুদের সঙ্গে শেষদিনের মেলায় সে এসেছিল। ওই রাতেই মনোজ নিখোঁজ হয়ে যায়। পরদিন বুড়িতোর্ষা নদীর ধারে মনোজের দেহ উদ্ধার হয়। গলার নলি কেটে তাকে খুন করা হয়েছিল। মনোজ শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া ছিল। এমন খুনের ঘটনায় আলিপুরদুয়ার জেলায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ওই কিশোরের প্রতিবেশী বাবলু বাগচীকে গ্রেপ্তার করে। তন্ত্রসাধনার জন্য মানুষের রক্ত দিয়ে শিবের পুজো দিতেই মনোজকে খুন করার কথা পরে স্বীকার করে নেন অভিযুক্ত। এই হাড়হিম করা ঘটনা মেজবিল রাসমেলায় যেন রেকর্ড হয়ে রয়েছে। মেলা এলে এলাকার মানুষের মধ্যেও সেই ঘটনার কথা একবার হলেও মনে পড়ে।

মনভারের স্মৃতি

- মেজবিলের মেলা চত্বর থেকে প্রায় এক কিমি দূরে পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামে বাড়ি মনোজের
- বছর তিন আগে বন্ধুদের সঙ্গে শেষ দিনের মেলায় এসেছিল মনোজ
- ওই রাতেই মনোজ নিখোঁজ হয়, পরদিন বুড়িতোর্ষার ধারে মনোজের গলার নলি কাটা দেহ উদ্ধার হয়
- তদন্তে নেমে পুলিশ ওই কিশোরের প্রতিবেশী বাবলু বাগচীকে গ্রেপ্তার করে

হাতির হানায় মৃত্যু তরুণের

শোকের ছায়া দলগাঁও চা বাগানে

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ১১ নভেম্বর : সোমবার রাত দশটা নাগাদ খাওয়াদাওয়া সেরে বাড়ি সংলগ্ন সান্তাল লাইন মাঠে গিয়েছিলেন দলগাঁও চা বাগানের রাহুল টুডু (১৯)। রাত গভীর হয়ে গেলেও আর বাড়ি ফিরে আসেননি ওই তরুণ। অবশেষে মঙ্গলবার সকালে রাহুলের থ্যাঁতলানো মৃতদেহ উদ্ধার করা হল সান্তাল লাইনের মাঠ সংলগ্ন বাঁশঝাড় থেকে। স্থানীয় ও প্রতিবেশীদের অনুমান, দলগাঁও জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা হাতির হানায় প্রাণ গিয়েছে ওই তরুণের।

প্রতিবেশী ও স্থানীয়দের অনুমান, সেই রাতে বাড়ির অদূরে শৌচকর্ম করতে গিয়ে হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছে রাহুলের। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে দাবি বন দপ্তরের। বন দপ্তরের তরফে আপাতত ওই পরিবারকে নিয়ম মেনে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও সরকারি সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় বলেন, 'ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক। নিয়ম মেনে ওই পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য প্রাপ্য সুবিধা দেওয়া হবে।'

পরিজন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এক ভাই, দিদি ও মাকে নিয়ে সংসার রাহুলের। সহজ সরল তরুণ বলে এলাকায়

মৃতের বাড়িতে প্রতিবেশীরা। মঙ্গলবার।

> আমার তিন ছেলের মধ্যে আগেই একজন মারা গিয়েছে। মেজো ছেলে সংসার চালাত, সেও চলে গেল। আমি এখন কাকে নিয়ে থাকব?
>
> **ফুলিন টুডু,** মৃত রাহুলের মা

পরিচিতি ছিল তাঁর। প্রায়দিন বাড়ি সংলগ্ন মাঠে বসে আড্ডা দিতেন। আর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যেতেন ওই মাঠ সংলগ্ন জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায়। সোমবারও তেমনটাই ঘটেছে বলে অনুমান। রাহুল যখন সেই মাঠ সংলগ্ন এলাকায় যান, তার আগেই দলগাঁও জঙ্গল থেকে একটি হাতি বেরিয়ে এসে দলছুট হয়ে পড়ে। সেই দলছুট দাঁতাল রাহুলের মৃত্যুর জন্য দায়ী বলে মঙ্গলবার দাবি করেন এলাকাবাসী ও মৃতের পরিবার।

মৃত রাহুলের মা ফুলিন টুডু বলেন, 'আমার তিন ছেলের মধ্যে আগেই একজন মারা গিয়েছে। মেজো ছেলে সংসার চালাত, সেও চলে গেল। আমি এখন কাকে নিয়ে থাকব?' মৃতের দিদি লক্ষ্মী টুডু বলেন, 'ভাই আমাদের সবাইকে খুব ভালোবাসত। ও যে এভাবে চলে যাবে, আমি ভাবতেই পারছি না।' ওই এলাকায় হাতির হানাদারির ঘটনা আগেও ঘটেছে। সপ্তাহখানেক আগেই উত্তর দলগাঁও বস্তি এলাকায় গোরু চরাতে গিয়ে দাঁতাল হাতির হানায় জখম হয়েছিলেন চা বাগানের এক তরুণ। এক বছর আগে রাহুলের বাড়ি থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে তাসাটি চা বাগানে এক মহিলার থেঁতলে যাওয়া দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। অনুমান হাতির হানাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

বুনোর হানাতেও কমেনি বাগানের নালায় শৌচকর্ম

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ১১ নভেম্বর : তাসাটি, দলগাঁও এবং বীরপাড়া চা বাগানে একের পর এক চিতাবাঘের প্রাণঘাতী হামলার পরেও সচেতনতা বাড়েনি। চা বাগানের মহল্লায় গভীর রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাগানের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছেন বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের এই সাহসিকতা নিয়ে মাথায় হাত পড়েছে সমাজসচেতক মহল সহ বন দপ্তরেরও। বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, একাধিকবার মহল্লার বাসিন্দাদের সচেতন করা হলেও এখনও বড় একটি অংশ রাত বা সকালে চা বাগানের নালায় শৌচকর্ম করছেন। এদিকে চা বাগানের নালায় শৌচকর্ম করতে গিয়ে যে বড় কোনও বিপদ ঘটতে পারে, তা নিয়ে তাঁদের যেন কিছুই যায় আসে না।

এই বিষয়ে শ্রমিক মহল্লার রঞ্জনা ওরাওঁ বলছেন, 'বাড়ির বয়স্কদের বুঝিয়ে দিলেও অনেকে মানতে চান না। বন দপ্তরের তরফে কঠোর নিয়ম বের করলে ভালো হবে।' মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় জানান, চা বাগানের মানুষজনকে সচেতন করা হয়েছিল। আবারও সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হবে।

দুই বছর আগে দলগাঁও চা বাগানের গাড়ি লাইন এলাকায় ভরসন্ধ্যায় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে চিতাবাঘের হানায় প্রাণ হারান এক বৃদ্ধ। অপর একটি ঘটনায় চিতাবাঘ গলার নলিতে কামড়ে চা বাগানের ভেতরে প্রায় ২০০ ফুট টেনে নিয়ে গিয়েছিল এক বৃদ্ধাকে। দলগাঁও চা বাগানের রাম মন্দির সংলগ্ন এলাকায় আধখাওয়া দেহ উদ্ধার হয় এক ভবঘুরে মহিলার। সেই ঘটনাটিও চা বাগানের

> বাড়ির বয়স্কদের বুঝিয়ে দিলেও অনেকে মানতে চান না। বন দপ্তরের তরফে কঠোর নিয়ম বের করলে ভালো হবে।
>
> **রঞ্জনা ওরাওঁ,** শ্রমিক

ভেতরেই ঘটে। চা বাগান ও জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় একের পর এক এমন ঘটনায় যেখানে মানুষের মনে ভয় তৈরি হওয়ার কথা, সেখানে উলটে রাতের অন্ধকারে শৌচকর্ম করতে চা বাগানে ঢুকে যাচ্ছেন বাসিন্দারা। দলগাঁও চা বাগানের জীবন এক্কার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, 'অনেককে চা বাগানে শৌচকর্ম করতে নিষেধ করা হলেও কেউ শোনেন না। আর কত বলব, কেউ কথা শুনতে চান না। যেকোনও দিন বুনোর আক্রমনের ঘটনা ঘটতে পারে।'

ভরসা বাবা।। দক্ষিণ দিনাজপুরের এক মেলায় মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন সৌম্যকমল গুহ।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জংশনে নাজেহাল বিএলও'রা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১১ নভেম্বর : আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় তালিকা মিলিয়ে মিলিয়ে এসআইআর-এর ফর্ম বিলি করতে গিয়ে নাজেহাল অবস্থা বিএলও-দের। বিশেষ করে রেলের কোয়ার্টারে গিয়ে অনেক ভোটারেরই খোঁজ মিলছে না।

এমন সমস্যার কারণ খুঁজতে গিয়ে অনেকগুলি কথা উঠে এসেছে। আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকার বেশিরভাগ বাসিন্দাই রেলকর্মী। তাঁদের মধ্যে অনেকে একসময় দীর্ঘদিন রেল কোয়ার্টারে ছিলেন। তাই সেখানকার ভোটার তালিকায় নামও তুলেছিলেন। তারপর একসময় অবসর নিয়েছেন। তখন অন্যত্র চলে গিয়েছেন। কোথাও নতুন বাড়ি বানিয়ে বসবাস করছেন। নতুন করে সেখানকার ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। এখানে তাঁদের খোঁজ মিলছে না।

অবসর নিয়ে চলে যাওয়াটাই অবশ্য খুঁজে পাওয়ার একমাত্র কারণ নয়। সেখানকার কিছু কোয়ার্টার্র রেলের তরফে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। পুরোনো ঠিকানা অনুযায়ী সেখানে গিয়ে না কোয়ার্টার্র, না ভোটার-কারও খোঁজ মিলছে না।

প্রায় প্রতিটি রেল কলোনির চিত্রটা একই। তার ওপর আবার রেলকর্মীদের একটা বড় অংশের দিনে ডিউটি থাকে। ফলে তাঁদের বাড়ি গিয়েও লোক না থাকায় বিএলও-দের ফিরে আসতে হচ্ছে। ট্রেন ম্যানেজার, লোকোপাইলট, সহকারী লোকোপাইলট, টিকিট কালেক্টর, ড্রাইভার, ট্র্যাকম্যানদের অনেকে ডিউটির জন্য বাইরে থাকেন। অনেকে কয়েকদিন পরপর বাড়ি ফেরেন। আর এসব পদে কর্মরত অনেকেই মূলত আলিপুরদুয়ার শহরের বাইরে থেকে আসা বাসিন্দা। এখানে পরিবার-পরিজন থাকেন না। তাই বিএলও-রা গিয়ে দেখছেন ফাঁকা বাড়ি।

নেপথ্য কারণ

- আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় প্রায় ১০টি বুথ রয়েছে
- কেউ অবসর নিয়ে কোয়ার্টার্র ছেড়েছেন বলে খোঁজ নেই
- কিছু কোয়ার্টার্র রেলের তরফে ভেঙে দেওয়া হয়েছে
- রেলকর্মীদের একটা বড় অংশের দিনে ডিউটি থাকে, তাঁদের বাড়ি গিয়ে খোঁজ মিলছে না

আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় প্রায় ১০টি বুথ রয়েছে। তালতলা কলোনি, দুধিয়া কলোনি, কালীবাড়ি কলোনি, আরপিএফ কলোনি, সুভাষ কলোনি, অরবিন্দ কলোনিতে সমস্যা বেশি বলে জানা গিয়েছে। জংশন এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত এক বিএলও বলেন, 'দ্রুত সমস্ত ফর্ম বিলির নির্দেশ রয়েছে। এদিকে, রেল কোয়ার্টারে গিয়ে অর্ধেক আবাসিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বহু রেল কোয়ার্টার্র পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অনেকে চলে গিয়েছেন।' আরেকজন বিএলও-র কথায়, 'ভোটের সময় রেলকর্মীরাও তো ভোটের ডিউটি দিতে যান। ফলে সেখানকার বুথগুলিতে ভোটদানের শতকরা হারও কম হয়। রেল আবাসন এলাকার বুথে 'শিফটেড' ও 'অ্যাবসেন্ট' ভোটারের সংখ্যা বেশি। মৃত ভোটারের নাম কাটাতেও অনীহা রয়েছে।'

বাজেয়াপ্ত ডিজেল, ধৃত ১

শামুকতলা, ১১ নভেম্বর : মঙ্গলবার জয়গাঁর গুয়াবাড়ির বাসিন্দা ইয়াকুব আলি নামে এক তরুণকে ছোট যাত্রীবাহী গাড়িতে ডিজেল পাচারের সময় গ্রেপ্তার করল শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ। থানার ওসি সঞ্জীব মোদকের নেতৃত্বে এই ডিজেল পাচার রুখে দেওয়া হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় ৬০০ লিটার ডিজেল ও একটি ছোট যাত্রীবাহী গাড়ি।

এই বিষয়ে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসির বক্তব্য, 'এই অবৈধ জ্বালানি তেল মজুত রাখার কারণে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। ভুটানে জ্বালানি তেলের দাম কম হওয়ায় কিছু কারবারি সেখান থেকে তেল এনে অবৈধভাবে মজুত করে সেগুলি নানা জায়গায় পাচারের চেষ্টা চালাচ্ছে। অবৈধ পেট্রোল, ডিজেল কারবারের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলবে।'

সবজিখেত পাহারায় চাষিরা

চোরের ভয়ে বিনিদ্ররজনী

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১১ নভেম্বর : গতবারও হাতির ভয় ছিল। একের পর এক সবজিখেত সাবাড় করে দিয়েছিল হাতির দল। তবে এবার ফালাকাটার রাইচেঙ্গা, কালীপুর, বালুরঘাট, শিশাগোড়, পারপাতলাখাওয়া গ্রামগুলিতে কালীপুজোর পর আর হাতি ঢোকেনি। এজন্য নিশ্চিন্তেই ছিলেন চাষিরা। কিন্তু চাষিদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে চোরের উপদ্রব। গত কয়েকদিনে তিনজন চাষির সবজি খেত থেকে চুরি হয়েছে। আতঙ্কে রয়েছেন সব গ্রামের চাষিরাই। তাই সবজি চুরি রুখতে এবার এলাকার চাষিরা নিজে থেকে রাতে পাহারা দিতে শুরু করলেন। এলাকা ভাগ করে পর্যায়ক্রমে চলে এই নজরদারি। দিনভর পরিশ্রমের পর কষ্ট হলেও সোনার ফসল বাঁচাতে আরেকটু কষ্ট করে পাহারা দেবেন বলেই চাষিরা জানিয়েছেন।

রবিবার রাতে চরতোর্ষা নদী সংলগ্ন বালুরঘাটে কমল দাসের খেত থেকে ১২ কুইন্টাল বাঁধাকপি কেটে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। কিছু কপি এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। চোরের ভয়ে তাই সোমবার রাতে জেগেই ছিলেন তিনি। পাশেই দুলাল রায়, নিরুপদ দাসদের ফুলকপি এবং বাঁধাকপির খেত। ঘটনায় তাঁরাও আতঙ্কিত। সবজিখেত থেকে চাষিদের বাড়ির দূরত্ব ৫০০ থেকে ৭০০ মিটার। সবার বাড়িতেই বাইক রয়েছে। তাই রাতের খাওয়াদাওয়ার পর পালা করে বাইক নিয়ে সবজিখেত এলাকায় টহল দেন চাষিরা। প্রথমে কমল দাস একবার টহল দিয়ে আসেন। আধ ঘণ্টা খেতের আশপাশে থাকার পর বাড়ি ফেরেন। এরপর আরেকজন যান, তিনিও ঘণ্টাখানেক জমির চারপাশে টহল দেন। এভাবে পালা করে জমিতে নজরদারি চালাতে চালাতে রাত কেটে যায়। ভোরবেলায় চাষিরা বাড়িতে এসে ঘুমিয়ে নেন। কমলের কথায়, 'এবার হাতির ভয় পাচ্ছি না। চোরেদের উপদ্রব শুরু হয়েছে। খেতে যে ক'টা কপি আছে, সেগুলো তো বাঁচাতে হবে। নাহলে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে।' আরেক চাষি নিরুপদ দাস আবার সবজি চুরির ঘটনার পর থেকে এখন খেতের বেশিরভাগ কাজটাই করাচ্ছেন শ্রমিকদের দিয়ে। রাতে নিজে জমি পাহারা দিচ্ছেন।

নজরদারি

- হাতি না এলেও এবার ফালাকাটার বিভিন্ন গ্রামে সবজি চোরের উপদ্রব দেখা গিয়েছে
- যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেই সবজি চোরদের হাত থেকে বাঁচাতে রাতে পালা করে জমি পাহারা চাষিদের
- একেকজন চাষি ঘণ্টাখানেক জমিতে টহল দিয়ে ফিরছেন, তারপর আরেকজন যাচ্ছেন

পারপাতলাখাওয়া গ্রামের নিমাই সরকারের বাঁধাকপি এবং ফুলকপি খেতে গত বছর কয়েকবার হাতি হামলা চালায়। তবে এবার এখনও হাতি আসেনি। কিন্তু চুরি কাণ্ডের পর নিমাইও এখন পাহারা দিচ্ছেন।

এইসব এলাকায় প্রত্যেক বাড়িতেই রয়েছে সার্চলাইট। যাঁদের বাড়ির পাশেই সবজিখেত, তাঁরা বাড়ি থেকেই খেতে সার্চলাইট দিয়ে নজরদারি রাখছেন। এর আগে আসাম মোড়ের মনা মজুমদারের চার কুইন্টাল বাঁধাকপি ও কালীপুরের নীলকমল সরকারের বেগুনও চুরি হয়। রবিবার রাতে বালুরঘাটে কমল দাসের জমিতে চুরির পর আর কেউই ঝুঁকি নিতে চাইছেন না।

দিনে কাজ, রাতে পাহারা। মঙ্গলবার ফালাকাটার কালীপুরে।

নির্মীয়মাণ কালভার্টে 'ফাটল' নিয়ে বিতর্ক

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১১ নভেম্বর : অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরের ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের ঘালিয়াপুরে ছেকামারি থেকে ইসলামাবাদ গ্রামে যাওয়ার রাস্তায় ঘোলটংঝোরার ওপর কালভার্ট তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল দেড় মাস আগে। কাঠামোর একাংশ তৈরি করা হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। তবে কাঠামোর বিভিন্ন অংশে ফাটল ধরেছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। আবার ঠিকাদারের দাবি, ওগুলি ফাটল নয়। আলাদাভাবে তৈরি দুই কাঠামোর সংযোগ।

এদিকে, স্থানীয়দের কয়েকজন এই নিয়ে সম্প্রতি নির্মাণশ্রমিকদের চেপে ধরেন। তাঁদের অভিযোগ, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ হচ্ছে। ফলে ঢালাই করার পর তক্তা খুলে ফেলতেই ফাটল ধরছে। কাঠামোতে ফাটল লুকোতে তড়িঘড়ি বালি-সিমেন্ট দিয়ে তাপ্পি দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য এবং বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপনারায়ণ সিনহার বক্তব্য, 'কাজে অনিয়ম হলে বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজনে কাঠামো ভেঙে পুনর্নির্মাণ করতে হবে।'

স্থানীয় কাল্টু রায় বলছেন, 'বর্ষাকালে ঘোলটংঝোরায় প্রচুর জল থাকে। জলের চাপ সহ্য করার মতো শক্তপোক্ত কালভার্ট প্রয়োজন। কিন্তু দায়সারাভাবে কাজ হচ্ছে। ১-২ বছর কালভার্টটি টিকবে কি না সন্দেহ।' আবার অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুবীর রায় জানান, ওটা ফাটল নয়। কালভার্টের অ্যাবাটমেন্ট ওয়াল এবং উইং, দুটি পৃথক স্ট্রাকচার। এর সংযোগস্থলে দাগ দেখা যায়। তাঁর বক্তব্য, 'ওই কালভার্ট তৈরিতে ভালো মানের কাজ হচ্ছে। তবে অভিযোগের বিষয়টি শুনেছি। খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' ঠিকাদার গোলাম রব্বানি বলছেন, 'শিডিউল মেনে কাজ করা হচ্ছে। জলের চাপে উইং সহ কালভার্টের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মূল অংশ রক্ষায় কাঠামোগুলি পৃথকভাবে তৈরি করা হয়। একটি কাঠামো আরেকটির সঙ্গে লেগে থাকলেও জুড়ে থাকে না। বিষয়টি স্থানীয়রা বুঝছেন না।'

ঘালিয়াপুরে ঘোলটংঝোরার ওপর আগে ফুটব্রিজ ছিল। বছর

নির্মীয়মাণ কালভার্টে ধরেছে ফাটল। -সংবাদচিত্র

দশেক আগে সেটি বেহাল হয়ে, রেলিং নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ওই সরু ফুটব্রিজ দিয়ে পারাপারের সময় দুর্ঘটনায় পড়ছিলেন স্থানীয়রা। যানবাহন পারাপারের সময় দুলত ফুটব্রিজটি। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই নিয়ে খবর প্রকাশিত হয়। গত বছর ২৩ ডিসেম্বর ফুটব্রিজের জায়গায় নতুন কালভার্ট তৈরির কাজের সূচনা করেন মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। মাস দেড়েক আগে কাজ শুরু হয়।

নিম্নমানের কাজ

- কালভার্টের কাঠামোর বিভিন্ন অংশে 'ফাটল' ধরেছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের
- ঠিকাদারের দাবি, ওগুলি ফাটল নয়, আলাদাভাবে তৈরি দুই কাঠামোর সংযোগ
- অভিযোগ, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ হচ্ছে, তক্তা খুলে ফেলতেই ফাটল ধরছে
- কমবেশি ১৫ হাজার মানুষ ব্যবহার করেন সেতুটি

মধ্য ছেকামারি, বাংলাটাড়ি, ইসলামাবাদ, পশ্চিম খয়েরবাড়ি, হাজিপাড়া এবং রাভাবস্তির কমবেশি ১৫ হাজার মানুষ ব্যবহার করেন সেতুটি। বাংলাটাড়ির জয়ন্ত রায় বলছেন, 'বেহাল ফুটব্রিজে দীর্ঘদিন ভুগেছি। কালভার্ট তৈরির কাজ শুরু হতে আমরা খুশি হয়েছিলাম। এত নিম্নমানের কাজ হলে ফাটল ধরা স্বাভাবিক।' বিকাশ রায় নামে আরেক তরুণ বলেন, 'নিয়ম মেনে কাজ করা হচ্ছে না। তাপ্পি দিয়ে গাফিলতি ঢাকা হচ্ছে।'

খালে দেহ

খেলতে খেলতে পিছলে খালে পড়ে গিয়েছিল ৪ বছরের শিশু। মঙ্গলবার উত্তরপাড়া পুরসভার সেই খাল থেকে উদ্ধার হল তার মৃতদেহ। খালটি ঘিরে দেওয়ার ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হচ্ছে।

উত্তরপত্র প্রকাশ

তৃতীয় সিমেস্টারের চূড়ান্ত উত্তরপত্র প্রকাশিত হল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ওয়েবসাইটে। এর ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর নিয়ে কোনওরকম অভিযোগ থাকলে তা জানানো যাবে।

পরিযায়ীর মৃত্যু

এসআইআর-এর জন্য বাড়ি ফেরার সময় অসমে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। সেলিম শেখের মৃত্যুর খবর পেয়ে গুয়াহাটি রেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে পরিবার।

খুনে চার্জশিট

কৃষ্ণনগরের কলেজ ছাত্রীর খুনে ৭৮ দিনের মাথায় চার্জশিট জমা দিল পুলিশ। ৩০০ পাতার চার্জশিটে মূল অভিযুক্ত হিসেবে রয়েছে ছাত্রীর প্রেমিক, প্রেমিকের বাবা ও মামা। অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি।

রাতে কড়াকড়ি, সকালে ঢিলে

দিল্লিতে বিস্ফোরণের পরেও কলকাতার নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর থেকে হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে কলকাতা সহ দেশের সব মেট্রো শহরে। সোমবার রাতে নিরাপত্তার বহর যথেষ্ট থাকলেও মঙ্গলবার সকাল হতেই কলকাতার অধিকাংশ স্পর্শকাতর জায়গায় দেখা গেল ঢিলেঢালা নিরাপত্তার ছবি। পুলিশ সূত্রে খবর, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ থাকায় ইডেনে কড়া নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া হাওড়া, শিয়ালদা সহ গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে ব্যস্ত সময়ে নজরদারি চালানো হচ্ছে। কিন্তু এদিনের ছবি অন্য কথা বলছে। শহরের ব্যস্ততম জায়গাগুলিতে ঢুঁ মারতেই দেখা গেল, কোথাও নিরাপত্তারক্ষী থেকেও নেই, কোথাও আবার নিয়মরক্ষার চেকিং চলছে। স্নিফার ডগ দিয়ে যাত্রীদের ব্যাগ ও ট্রেনের সমস্ত কোচ নাকাচেকিংয়ের কথা থাকলেও হাতে গোনা কিছু ট্রেন ছাড়া এই দৃশ্য খুব একটা দেখা গেল না।

কলকাতা পুলিশের তরফে প্রতিটি থানায় চেকিং সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছিল। তবে হাতেগোনা গুটিকয়েক থানা এলাকায় নজরদারি চালাতে দেখা গেল। এদিন কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে অবশ্য নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। পুলিশি নজরদারি বাড়িয়ে আদালতে আসা প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যাগপত্র খতিয়ে দেখা চলে। সেন্ট্রাল, চাঁদনি চক ও এসপ্ল্যানেড সহ ব্লু লাইন মেট্রো স্টেশনগুলিতে অন্যদিনের মতোই একইরকম নিরাপত্তা দেখা গেল। এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ কবি নজরুল মেট্রো স্টেশনে ঢুকতেই দেখা গেল, যাত্রীদের ব্যাগ চেকিংয়ে খুব একটা কড়াকড়ি নেই। ট্রলি সহ বড় ব্যাগগুলির চেকিং হলেও পিঠের ব্যাগের চেকিং না করিয়েই চলে যাচ্ছেন অনেকে। পুলিশের মাথাব্যথা নেই বললেই চলে। তবে ইয়েলো লাইনের জয়হিন্দ (বিমানবন্দর) মেট্রো স্টেশনের ছবি দেখে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। ভূগর্ভস্থ স্টেশনের ওপরেই কলকাতা বিমানবন্দর। সেখানে নিরাপত্তার বেড়াজাল যথেষ্ট কড়া। এদিকে মেট্রো স্টেশনে নিরাপত্তারক্ষীর বসার জায়গা খাঁ খাঁ করছে। যশোর রোডের দিকের প্রবেশ পথে কোনও স্ক্যানারই বসেনি এখনও। বিমানবন্দরের দিকের প্রবেশপথের স্ক্যানার রয়েছে ঠিকই। কিন্তু স্ক্যান করার জন্য কোনও নিরাপত্তারক্ষী নেই। যাত্রীদের একাংশের ক্ষোভ, যদি বিমানবন্দরের মতো স্পর্শকাতর জায়গা এত অরক্ষিত কেন?

পাল্টা নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করে এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'যাঁরা গেল গেল বলে রব তুলছেন, তাঁরা তো অনুপ্রবেশে প্রধান মদতদাতা। বাংলাদেশি মুসলিম, রোহিঙ্গাদের তাঁরাই তো এরাজ্যের মধ্যে দিয়ে গোটা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন। জঙ্গিদের অনেক বড় নাশকতার পরিকল্পনা দিল্লি পুলিশ এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গোয়েন্দারা ভেস্তে দিয়েছে।' এদিন সকালে শিয়ালদা ও হাওড়া স্টেশনে চেকিং চললেও দুপুর গড়াতে নিরাপত্তার ছবি বেশ ঢিলে হতেই দেখা গেল। হাওড়া বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাওয়ার রাস্তায় কোনওরকম চেকিংয়ের ব্যবস্থা তো দেখা গেলই না, বরং পুলিশি পাহারাও ঢিলে বললেই চলে। শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় গুটিকয়েক যাত্রীর ব্যাগ চেকিং হলেও অধিকাংশকেই বিনা বাধায় বেরিয়ে যেতে দেখা গেল স্টেশন ছেড়ে। কলকাতার এই ছবিতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাসিন্দারা। এদিনের বিক্ষিপ্ত ছবি প্রমাণ করে দিয়েছে, কলকাতা রয়েছে কলকাতাতেই।

সকালে শিয়ালদার এই ছবি দেখা গেল না দুপুরে। মঙ্গলবার। -রাজীব মণ্ডল।

ভুয়ো ভোটারের সংখ্যায় দলেই বিভ্রান্তি

১৩ লক্ষের তালিকা হাতে কমিশনে পদ্ম

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : এসআইআর-এর মধ্যেই ভোটার তালিকা থেকে ১৩ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার দাবিতে বুধবার কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে যাবে বিজেপি। কমিশনে এই দরবার করার কথা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের মুখে নাটকীয়ভাবে ৪২টি ঝুলি নিয়ে সিইও দপ্তরে অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন শুভেন্দু। সেইসময় শুভেন্দু তথা বিজেপির দাবি ছিল, রাজ্যের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রে মোট ১৭ লক্ষ ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করেছে দল। লোকসভা ভোটের ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ দিতে হবে। পরে ভোট ঘোষণার পর রাজ্যে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ডাকা সর্বদল বৈঠকেও সেই অভিযোগ জানিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু ভোটের মুখে বিজেপির এই অভিযোগ খতিয়ে দেখা সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিয়েছিল কমিশন। লোকসভা ভোটের পরে বিষয়টি খতিয়ে দেখবে বলেও আশ্বস্ত করেছিল কমিশন। যদিও লোকসভা ভোটে রাজ্যে শোচনীয় ফলের পর তা নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করেনি বিজেপি। এসআইআর নিয়ে চর্চা শুরু হওয়ার পরই ২৬-এর বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে সম্প্রতি দরবার করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সেখানেই কেন্দ্রীয় নেতা ও বিজেপির আইটি সেলের কর্ণধার অমিত মালব্য ১৩ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের তালিকা জমা দেন। কিন্তু ভুয়ো ভোটারের সংখ্যা কীভাবে ১৭ লক্ষ থেকে কমে ১৩ লক্ষ হল তার কোনও ব্যাখ্যা অমিত মালব্য বা শুভেন্দু অধিকারী দেননি। রাজ্য বিজেপির নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত বিষয়ে দেখভাল করা এক নেতা বলেন, 'প্রথমে যে ১৭ লক্ষের কথা বলা হয়েছিল, সেই তথ্যও অমিত মালব্যর দেওয়া। পরে তিনিই ১৩ লক্ষের তালিকা চূড়ান্ত করেন।' ঘটনা যাই হোক, মূলত মৃত, স্থানান্তরিত এবং একাধিক জায়গায় নাম রয়েছে এমন ভোটারদের নামের তালিকা থেকে বাদ দিতেই এসআইআর শুরু হয়েছে।

গত মঙ্গলবার থেকে বিএলওদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে। গত ৮ দিনে মোট ৬ কোটি ৪০ লক্ষ এনুমারেশন ফর্ম বিলি করেছেন বিএলওরা। প্রথমদিকে বুথ লেভেল এজেন্টদের নিয়ে কিছুটা সমস্যা ছিল। কিন্তু শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী এই মুহূর্তে রাজ্যে প্রায় দেড়লক্ষের মতো রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা বিএলওদের সঙ্গে কাজ করছেন। তবে এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে বিভ্রান্তি এখনও পুরোটা কাটেনি। অভিযোগ, কোনও কোনও জায়গায় ফর্মের পিছনে ফর্ম পূরণের যে নির্দেশিকা, তা ছাপা হয়নি। বহু জায়গায় বিএলওদের সঙ্গে ফর্ম পেতে যোগাযোগ করলে জানানো হয়েছে, পর্যাপ্ত পরিমাণে ফর্ম ছাপা না হওয়া এবং সময়মতো তা বিলিবণ্টন না হওয়ার জন্যই বিএলওরা ইচ্ছে থাকলেও ফর্ম বিলি করতে পারছেন না। অনলাইনে ফর্ম পূরণ শুরু হলেও ফর্ম আপলোড করা নিয়ে জটিলতা কাটেনি।

যাদবপুরের নিরাপত্তা-রিপোর্ট হাইকোর্টে

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলায় রিপোর্ট জমা দিল রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে বৈঠকের কথা আগেই বলা হয়েছিল। সেই সংক্রান্ত রিপোর্টই মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে জমা দেওয়া হয়েছে। সিসিটিভি সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো বাড়ানোর জন্য ইতিমধ্যেই আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলে আদালতে জানিয়েছে রাজ্য। তবে বকেয়া আরও অর্থের জন্য অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে বলে দাবি রাজ্যের।

আদালত সূত্রে খবর, ১৫ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের বৈঠক হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস ও সল্টলেক ক্যাম্পাসের জন্য সিসিটিভি ক্যাম্পাসের জন্য ৬৮ লক্ষেরও বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। নতুন করে ৩২ জন নিরাপত্তারক্ষীকে নেওয়ার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। এই নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়োগ করবে যাদবপুর এগজিকিউটিভ কাউন্সিল।

তবে খরচ বহন করবে রাজ্য। কলকাতা পুলিশ (দক্ষিণ শহরতলি) যাদবপুর ও সল্টলেকে মূল ক্যাম্পাস ও হস্টেলের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণে রাখবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য রাজ্য প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমন্বয় সাধন করে চলবে।

গত কয়েক বছরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটি ঘটনার প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ওয়েবকুপার বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও উপাচার্যের হাজির থাকা নিয়ে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তার পরই নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে জল গড়ায়। সেই মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চ এদিন জানিয়ে দিয়েছে, রাজ্যের অনুমোদিত অর্থ পাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে তা নিয়ে একটি রিপোর্ট জমা দিতে হবে। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৮ নভেম্বর।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

অযোগ্য তালিকায় মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয়

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : ২০১৬-র স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় চাকরি পাওয়া অযোগ্যদের তালিকায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মীয় বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়। অভিযোগ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের। তাঁর দাবি, বোলপুরের নিমাই মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে বৃষ্টি সম্পর্কে মমতার মামাতো বোন। ২০১৬-র স্কুল সার্ভিসের পরীক্ষায় গ্রুপ-সি ক্যাটিগোরিতে তিনি চাকরি পান। পরবর্তীকালে আদালতের নির্দেশে স্কুল সার্ভিস কমিশন অযোগ্যদের যে তালিকা জমা দিয়েছিল, তাতে তৃণমূলের একাধিক নেতা-মন্ত্রীর আত্মীয়স্বজনদের মতোই বৃষ্টির নাম ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে সুকান্ত বলেন, 'আমরা জানতে চাই, তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় নিজে কি বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়ের নাম তালিকায় যুক্ত করেছিলেন? নাকি মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে

অভিযোগ সুকান্তর

নির্দেশ দিয়েছিলেন?' অযোগ্যদের চাকরি পাওয়ার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, এসব ব্যাপারে তাঁর কিছুই জানা ছিল না। গোটা বিষয়টির দায় কার্যত তিনি শিক্ষা দপ্তর ও শিক্ষামন্ত্রীর ঘাড়ে ঠেলেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই দাবি নিয়েও দলের মধ্যে মুখ খুলেছিলেন কেউ কেউ। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, যদি কোনও ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে তার দায় শুধু পার্থদার নয়, ক্যাবিনেটেরও। ফিরহাদের ওই মন্তব্য নিয়েও বিতর্ক হয়েছিল। পরে যদিও সেই অবস্থান থেকে সরে আসেন তিনি। ঘটনাচক্রে জামিনে মুক্ত হয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ফেরার দিনেই চাকরি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বৃষ্টির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর যোগের অভিযোগ তুললেন সুকান্ত মজুমদার।

২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় অবৈধ নিয়োগের তদন্তে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ৪ নভেম্বর ৩,৫১২ জন শিক্ষাকর্মীর নামের তালিকা আদালতে জমা দেয় কমিশন। এদের মধ্যে ২,৩৪৯ জন গ্রুপ-ডি এবং ১,১৬৩ জন গ্রুপ-সি বিভাগের কর্মী। এই তালিকায় বৃষ্টি ছাড়াও শান্তনু মালিক, খোকন মাহাতোর মতো তৃণমূল নেতাদের আত্মীয়ের নামও রয়েছে। শান্তনু মালিক বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক নিশীথ মালিকের ভাই। খোকন মাহাতো তৃণমূলের শালবনির বিধায়ক শ্রীকান্ত মাহাতোর ভাই।

প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি মামলা

তথ্য দিয়ে দুর্নীতির তত্ত্ব খারিজ রাজ্যের

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি সংক্রান্ত মামলায় তথ্য দিয়ে দুর্নীতির তত্ত্ব খারিজ করল রাজ্য। অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্তের যুক্তি, 'অনিয়ম হয়েছে শুধু ৩৬০ জনের নিয়োগে। সিবিআই তদন্ত শেষে এমনটাই দাবি করেছে। এই কারণে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে দুর্নীতি বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ২৬৪ জন প্রশিক্ষিত টেট উত্তীর্ণদের মার্কস নিয়ে ত্রুটি এবং ৯৬ জন প্রশিক্ষিতর চাকরি বাতিল করে পর্ষদ। পর্ষদের কাছে এই চাকরির সুপারিশ ছিল না।'

এস বসু রায় কোম্পানির ভূমিকা নিয়েও অসংগতির অভিযোগও খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের দাবি, এই সংস্থা পর্ষদের হয়ে কার্যত ছাপাখানার কাজ করেছে। পরীক্ষার্থীদের নম্বর দিয়েছেন পরীক্ষকরা। সেই নম্বর বা তথ্যগুলি প্রিন্টিংয়ের কাজ করেছে এই সংস্থা।

২০১৬ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সংশোধিত আইনানুযায়ী চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি করেছে বোর্ড। জেলা প্রাথমিক স্কুল কাউন্সিলগুলি সেই তালিকা পর্ষদের কাছ থেকে পেয়ে জেলাভিত্তিক মেধাতালিকা প্রকাশ করেছে। কোথাও দুর্নীতি হয়নি। কিছু পদ্ধতিগত ত্রুটি ছিল যা শুধরে নেওয়া হয়েছে।

এদিন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল পর্ষদের অবস্থান স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, ১ লক্ষ ২৫ হাজার প্রার্থীর আবেদনপত্র বাছাই, জেলাভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করা, ইন্টারভিউর তালিকা, অ্যাটেনডেন্স শিট তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। যা সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ও সহায়তামূলক।

আবেদনপত্র স্ক্রুটিনির জন্য ডিআই, এসআই, এআই আধিকারিকদের নিয়ে সাব কমিটি গঠন করা হয়েছিল। আদালতে আবেদনকারীদের তরফে তুলে ধরা বেশ কিছু যুক্তি ভুল বলে উল্লেখ করেন এজি। এদিন পর্ষদের উদ্দেশে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্নও করে। কত জনের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল, নম্বর বিভাজনের ভিত্তি কী, এস বসু রায়ের ভূমিকা নিয়েও জানতে চাওয়া হয়। বুধবার ফের মামলাটির শুনানি রয়েছে।

দাঁড়িয়ে থেকে বন্ধুর সঙ্গে স্ত্রীর বিয়ে দিলেন স্বামী

আশিস মণ্ডল

সিউড়ি, ১১ নভেম্বর : সদ্য বিবাহিত নয়। বছর আটেক ঘর সংসার করার পর বন্ধুর সঙ্গে স্ত্রীর বিয়ে দিলেন এক যুবক। চমকপ্রদ ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের সাঁইথিয়া পুরসভা এলাকার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে। ওই এলাকার বাসিন্দা পেশায় গাড়ি চালক বাপি মণ্ডলের সঙ্গে বছর নয়েক আগে বিয়ে হয় তারাপীঠের পঞ্চমীর। তাদের ৭ বছরের একটি ছেলেও রয়েছে।

বাপি কলকাতায় গাড়ি চালান। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের জিৎ মির্ধা তার ছোটবেলাকার বন্ধু। সেই সুবাদে তার মাধ্যমে কলকাতা থেকে টাকাপয়সা পাঠাতেন। খোঁজখবর নিতে বলতেন। সেই সূত্রে বাপির বাড়িতে জিৎ - এর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। একসময় পঞ্চমীর সঙ্গে জিৎ - এর বিবাহ বর্হির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেটা জানার পরেই পঞ্চমীর সঙ্গে বাপীর অশান্তি সৃষ্টি হয়। মাস আটেক ধরে পঞ্চমী বাপের বাড়িতে ছিলেন। সেখান থেকে বাপির বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতন এবং খোরপোষের মামলাও করেন।

মঙ্গলবার বাপের বাড়ি থেকে পঞ্চমীকে নিয়ে এসে নন্দীকেশ্বরীতলা মন্দিরে বন্ধুর সঙ্গে বিয়ে দেন বাপি। তিনি বলেন, "পঞ্চমী আমার সঙ্গে ঘর সংসার করতে চায় না। বন্ধুর সঙ্গে থাকতে চায়। তাই ও যাতে সুখে থাকে সেইজন্যেই ওই সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি ছেলেটিকে মানুষ করবো।"

পঞ্চমী জানিয়েছেন, তিনি জিৎ-কে ভালো বেসেছেন। তাঁর সঙ্গেই ভালো থাকবেন। বাপির বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাও তুলে নেবেন। অন্যদিকে জিৎ বলেন, "ভালোবাসা তো কোন বাধা বিপত্তি মানে না। পঞ্চমীকে কি করে যে ভালোবেসে ফেললাম কে জানে!"

দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবা শুরু হল রাজ্যে

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : গ্রামীণ এলাকা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা যান গড়ে তুলল রাজ্য। এই ভ্যানে থাকবে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্র, প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দরকারি উপাদান থেকে শুরু করে ওষুধের ব্যবস্থাও। এর মাধ্যমে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ, গর্ভধারণ, ম্যালেরিয়া, ইসিজি, ব্লাড সুগার সহ ৩৫ রকমের পরীক্ষা করা যাবে বিনামূল্যে। মঙ্গলবার স্বাস্থ্যভবন থেকে এইরকম ১১০টি ভ্যানের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পোশাকি নাম দিলেন মোবাইল মেডিকেল ইউনিট।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যসভার সাংসদদের উন্নয়নের তহবিল বাবদ প্রাপ্ত ৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১০টি মোবাইল মেডিকেল ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে ১১০টির উদ্বোধন হয়েছে এদিন। এই পরিষেবা চালাতে বার্ষিক ৩০ কোটি টাকা খরচ করবে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই ইউনিটে চিকিৎসক, নার্স, টেকনিশিয়ান, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও ওষুধ থাকবে। যেসব জায়গায় এই ইউনিট যাবে, সেখানকার মানুষজনকে আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে। এতে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ও শিশুরা। প্রয়োজনে কোনও রোগীকে হাসপাতালেও রেফার করা হবে এই ইউনিটগুলি থেকে।' গত ১৪ বছরে রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিপ্লব এসেছে বলে দাবি করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, গত ১২ অগাস্ট রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করতেই এই মোবাইল মেডিকেল ইউনিট চালু করার সিদ্ধান্ত। দূরবর্তী ও দুর্গম অঞ্চলের যে সমস্ত বাসিন্দা হাসপাতাল সহ অন্যান্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে যাওয়ার সুযোগ পান না, তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার পাশাপাশি এক্স-রে, আলট্রাসাউন্ড সহ একাধিক আধুনিক পরীক্ষার সুবিধা দেবে এই ইউনিট।

এদিন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের পরিসংখ্যান তুলে ধরে মমতা বলেন, 'রাজ্যে নতুন ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজ তৈরি হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে ৭০ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। ৪২টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, ১৩,৫০০-র বেশি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, জেলায় জেলায় ৭৬টি সিসিইউ, ১১৭টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান তৈরি করা হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে ৪০ হাজার শয্যা বাড়ানো হয়েছে।' স্বাস্থ্য দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের মতে, দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবার এই পরিকল্পনা জেলার বাসিন্দাদের যথেষ্ট সাহায্য করবে।

কী পরিষেবা

- গ্রামীণ এলাকা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা যান
- ভ্যানে থাকবে আধুনিক যন্ত্র, দরকারি উপাদান, ওষুধ
- ৩৫ রকমের রোগের পরীক্ষা করা যাবে বিনামূল্যে
- মঙ্গলবার ১১০টি ভ্যানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী
- পোশাকি নাম মোবাইল মেডিকেল ইউনিট

দেশে অঙ্গদানে পিছিয়ে বাংলা

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : অঙ্গদানে সারা দেশে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় যথেষ্ট পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। ২০২৪ সালে দেশব্যাপী ১১২৮টি ক্যাডাভেরিক বা মৃত্যুপরবর্তী অঙ্গদান হয়েছে। তার মধ্যে মাত্র ১৪টি হয়েছে বাংলা থেকে। চলতি বছর সেই সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই সংখ্যাটি মোটেই পর্যাপ্ত নয়। অঙ্গ প্রতিস্থাপন বাড়লে বহু রোগীর প্রাণ বাঁচানো সহজ হবে। সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক অঙ্গদান সচেতনতা শিবিরে এই পরিসংখ্যান তুলে ধরলেন জাতীয় অঙ্গ ও টিস্যু প্রতিস্থাপন সংস্থা (এনওটিটিও)-র ডিরেক্টর অনিল কুমার। তাঁর পরামর্শ, রাজ্যে যে যে হাসপাতালগুলিতে ইতিমধ্যেই অঙ্গ প্রতিস্থাপন হয়েছে, সেই হাসপাতালগুলি অন্যদের সাহায্য করলে অঙ্গদান কেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষায়, যাঁদের মস্তিষ্ক অচল হয়ে যাওয়ার ফলে বাঁচার কোনও সম্ভাবনা থাকে না, তাঁদের ক্যাডাভেরিক বা ব্রেন ডেথ রোগী হিসেবে উল্লেখ করা যায়। যদি তাঁরা ক্যানসার, হেপাটাইটিস, এইচআইভি সহ অন্য কোনও মারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত না হন, তাহলে তাঁরা ক্যাডাভেরিক হিসেবে অঙ্গদান করতে পারেন। অনিলের কথায়, উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকলে এই ধরনের রোগীদের অঙ্গ সংগ্রহ খুব সহজ। বর্তমানে এই রাজ্যে একমাত্র সরকারি হাসপাতাল এসএসকেএম-এ নিয়মিত অঙ্গ প্রতিস্থাপন হয়ে থাকে। এনওটিটিও-র কর্মকর্তাদের মত, এসএসকেএম-কে ক্যাডাভেরির অঙ্গদানের 'হাব' হিসেবে কাজ করা উচিত। তাহলে অন্য কেন্দ্রগুলি খুব শীঘ্রই এসএসকেএম-এর হাত ধরে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের কাজ শুরু করতে পারবে।

অনিল জানান, সড়ক দুর্ঘটনা বা স্ট্রোকে মৃতদের পরিবারের সদস্যদের সচেতন করা গেলে অঙ্গদানের সংখ্যা বাড়বে। চিকিৎসক মহলের মত, পর্যাপ্ত পরিকাঠামো তৈরির পাশাপাশি সচেতনতা বাড়ালে তবেই রাজ্য এই ধরনের চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারবে। সেই চেষ্টা ইতিমধ্যেই শুরু করার কথা ভাবছে রাজ্যের হাসপাতালগুলি।

বুথের ভোটার না হলেও বিএলএ

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : বিএলএ নিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন নির্দেশিকা জারি করল কমিশন। এখন থেকে বিএলএ বা বুথ লেভেল এজেন্টকে তাঁর বুথের ভোটার না হলেও চলবে। অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলি বাইরে থেকেও বুথ লেভেল এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবে। মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন এই নির্দেশিকা জারি করেছে।

প্রকৃতপক্ষে এসআইআর ঘোষণার পর রাজ্যের সর্বদলীয় বৈঠকে তৃণমূল ছাড়া সব বিরোধীরাই বিএলএ নিয়োগের ক্ষেত্রে এই দাবি জানিয়েছিল। বিজেপি সহ অধিকাংশ বিরোধীরা কমিশনের এই নিয়মের গেরোয় বুথে এজেন্ট দিতে সমস্যায় পড়েছিল। কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'কমিশনের এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই। বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে এই পদক্ষেপকে আমি ধন্যবাদ জানাই।' তবে অনেকের আশঙ্কা সংশ্লিষ্ট বিএলএ ওই বুথের ভোটার না হলে মৃত ও ভুয়ো ভোটার শনাক্তকরণে সমস্যা হতে পারে।

> কমিশনের এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই। বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে এই পদক্ষেপকে আমি ধন্যবাদ জানাই।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

ঝুলনকে ডি-লিট বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের

দীপেন ঢাং

বাঁকুড়া, ১১ নভেম্বর : মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে হরমন প্রীত কৌর এর নেতৃত্বে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। এই মহিলা দলের অনুপ্রেরণা হলেন শেফালী শর্মা রিচা ঘোষদের ঝুলুদি তথা ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বাংলার মেয়ে ঝুলন গোস্বামী। মঙ্গলবার বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সেই ঝুলন গোস্বামীকে সাম্মানিক ডি'লিট উপাধি দিয়ে সংবর্ধিত করলো।

এদিন রবীন্দ্র ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে একই ভাবে ডি'টিল উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হল সাহিত্যিক আবুল বাশার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নাট্যব্যক্তিত্ব দেবশঙ্কর হালদার এবং গ্রামোন্নয়নে যুক্ত টি আর কেসবন'কে। পাশাপাশি ডিএসসি উপাধিতে ভূষিত করা হল চিকিৎসা বিজ্ঞানী অরুণ কুমারেন্দু সিংহ, পদার্থবিদ্যার শিক্ষক গবেষক অশোক সেন,ইসরোর বিজ্ঞানী ঋতু কারিধাল কে। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

সোমবার দিল্লির লালকেল্লার সামনে যে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে সে প্রসঙ্গে রাজ্যপাল গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, দিল্লির ঘটনা দুঃখ জনক । সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ তৈরি বেশি জরুরি।

এদিন বাঁকুড়া রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যপালকে স্বাগত জানান উপাচার্য, অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা। বাঁকুড়া জেলা পুলিশের পক্ষ থেকেও রাজ্যপালকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তরদের ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৭৩ সংখ্যা, বুধবার, ২৫ কার্তিক, ১৪৩২

জাঁতাকল

কার্যত জাঁতাকলে বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)-রা। তাঁরা রাজ্য সরকারের কর্মচারী। বেশিরভাগ যদিও শিক্ষক। কিন্তু তাঁদের বিএলও পদে নিযুক্ত করেছে নির্বাচন কমিশন। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র প্রাথমিক দায়িত্ব তাঁদের। কাজটা গুরুভার সন্দেহ নেই। কমিশনের এই প্রক্রিয়ায় একেবারে নীচুতলার কাজটা তাঁদের সামলাতে হচ্ছে। বিএলও-দের ওপরই নির্ভর করছে এসআইআর-এর চূড়ান্ত সাফল্য।

এই দায়িত্ব পালনে একদিকে ভোটার, অন্যদিকে রাজনৈতিক দলে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন বিএলও-দের কাজের প্রাথমিক শর্ত। নির্বাচন কমিশনের প্রতি দায়বদ্ধতা তাঁদের আরেক শর্ত। অথচ বাস্তবে ভোটার ও রাজনৈতিক দলগুলির মারাত্মক চাপের মুখে কাজ করতে হচ্ছে বিএলও-দের। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রাথমিক কাজটি করতে যতটা কায়িক শ্রম করতে হচ্ছে, তার অনেক গুণ বেশি থাকছে তাঁদের ওপর মানসিক চাপ। যা অনেক ক্ষেত্রে সহ্যসীমার বাইরে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে।

অভিযোগটি পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যে তিনবার প্রত্যেক বিএলও-কে বাড়ি বাড়ি যেতে বলা হয়েছে, তার প্রথমবারটি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন পর্যাপ্ত পরিমাণে এনুমারেশন ফর্ম সরবরাহ করতে না পারায় প্রথম দফায় সব বাড়িতে ফর্ম পৌঁছে দিতে পারেননি বিএলও-রা। উদ্বেগজনিত কারণে এতে ক্ষিপ্ত হচ্ছেন ভোটারদের একাংশ। তাঁদের রাগ, ক্ষোভ ইত্যাদি গিয়ে আছড়ে পড়ছে বিএলও-দের ওপর।

কেন এখনও ফর্ম দেওয়া হল না, ভোটাররা তার কৈফিয়ত চাইছেন এই বুথ লেভেল অফিসারদের কাছে। জবাব না শুনে অনেক সময় কটু কথা শোনানো হচ্ছে তাঁদের। শুধু সামনাসামনি দেখা হলে নয়, টেলিফোন করে যখন-তখন বিএলও-দের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছেন কেউ কেউ। নির্বাচন কমিশনের সৌজন্যে তাঁদের মোবাইল নম্বর এখন জনপরিসরে মজুত। অন্যদিকে, বিএলও-দের কাজ করতে হচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ)-দের সঙ্গে নিয়ে।

নিজ নিজ দলের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিএলএ-রা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিএলও-দের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ। বিভিন্ন দলের বিএলএ-দের মধ্যে মতবিরোধ বা সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হলে, সেটাও সামলাতে হচ্ছে বিএলও-দের। তৃতীয়ত, কমিশনের চাপও মারাত্মক। ভুলভ্রান্তি হলে শুধু শোকজ নয়, তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করার খাঁড়া ঝোলানো রয়েছে। বাংলায় ইতিমধ্যে কয়েকজনকে শোকজ করা হয়েছে। বিহারে কয়েকজনকে জেলে পাঠানোর রেকর্ডও আছে।

এই ত্রিবিধ চাপ রয়েছে বিএলও-দের ওপর। যার জেরে ইতিমধ্যে অসুস্থ হয়ে একজন বিএলও-র মৃত্যুর অভিযোগ সামনে এসেছে। কমিশনের কাছ থেকে ফর্ম গ্রহণ, ভোটার তালিকা অনুযায়ী সাজিয়ে বাড়ি বাড়ি বিলি, ভোটারদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, ফর্ম পূরণে সহায়তা ও গ্রহণ এবং শেষপর্যন্ত কমিশনের অ্যাপে আপলোড করার বহুবিধ কাজ করার জন্য সময় দেওয়া হয়েছে এক মাস।

কোনও বুথে সর্বাধিক ১৫০০ ভোটার থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কম করে ৩০০ বাড়িতে তিনবার যেতে হলে কত সময় লাগতে পারে, তা অনুমান করা কঠিন নয়। অন্যদিকে, আছে এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করার ক্ষেত্রে ভোটারদের হাজার প্রশ্ন ও সমস্যা। যেগুলির যথাযথ উত্তর বিএলও-দের কাছে স্পষ্ট নয়। যেমন, ভোটারের নাম ঠিক থাকলেও বাবা-মায়ের নাম বা পদবিতে বানান ভুল থাকলে কী হবে! কোনও বিপর্যয়ে নথি নষ্ট হয়ে থাকলে সেই ভোটার নিজেকে প্রমাণ করবেন কেমন করে ইত্যাদি।

বাস্তবে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশন এসআইআর করতে যাওয়ায় নানা অসুবিধা হচ্ছে। ঘোষণার দু'দিনের মধ্যে এসআইআর শুরু করে দেওয়ায় পর্যাপ্ত ফর্ম ছাপা এখনও সম্ভব হয়নি। তাছাড়া রাজনৈতিক সহযোগিতার বদলে বিএলএ-দের রাজনৈতিক চাপ প্রকট হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসআইআর প্রক্রিয়াটি সাফল্যের সঙ্গে উতরে দেওয়া বিএলও-দের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।

অমৃতধারা

যথেষ্ট গভীরে পৌঁছতে পারলে ভাবের আড়ালে অবস্থিত তত্ত্ব ও শক্তির সন্ধান পাবে। তখন আসবে সিদ্ধির শক্তি। যারা অধ্যাত্ম উন্নতির উপায় হিসেবে ধ্যানকে ব্যবহার করে তারা এভাবেই বস্তুর অন্তরালে নিহিত তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এর জন্য চাই বেশ কঠোর সাধনা, চাই বিপুল অভ্যাস। তখন তোমার মনের মধ্যে আলো নেমে আসে, একটি বোধশক্তি নেমে আসে, তখন ভাবকে যে কোনও রূপে প্রকাশের সামর্থ্য তুমি অর্জন কর। এখানে একটি পর্যায়ক্রম আছে, উচ্চতম পর্যায়ে আছে তত্ত্ব, কিন্তু সেই তত্ত্বও অনন্য নয়, কেননা তারও উপরে যাওয়া যায়। সেই তত্ত্ব নানা ভাবের মূর্তিতে প্রকাশিত হতে পারে। আর ভাবগুলো অসংখ্য চিন্তার মূর্তিতে, আর চিন্তাপুঞ্জ বহুবিধ ভাষায় থাকে।

-শ্রীমা

আলোচিত

সামি দুর্দান্ত। ওঁকে যেভাবে রঞ্জিতে বল করতে দেখেছি, তাতে স্পষ্ট উনি আগের মতোই তীক্ষ্ণ। দু'তিনটি ম্যাচ বাংলাকে একাই জিতিয়েছেন। ওঁর ফিটনেস ও দক্ষতায় কোনও ঘাটতি নেই। সামি এখন টেস্ট, ওয়ান ডে বা টি-টোয়েন্টি- সব ফর্ম্যাটেই খেলার যোগ্য। নির্বাচকরা নিশ্চয়ই দেখছেন। - সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

ভাইরাল

দিল্লির শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর কলেজে ক্লাস চলছে। হঠাৎ 'ইনস্পেকশনে' আসে এক পথকুকুর। হতভম্ব প্রফেসর ও শিক্ষার্থীরা। কুকুরটি সারা ক্লাসরুমে মনের সুখে ঘুরে বেড়ায়। লোকজন দেখেও বিচলিত না হয়ে 'ইনস্পেকটরের' মতো পরিদর্শন করে।

আজ

২০২৪

অভিনেতা মনোজ মিত্রের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৪০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা আমজাদ খান।

সোজা-সাপটা

ভোটের আগের দু'দিনে জড়ো হওয়া মানুষগুলোর চোখেমুখে শঙ্কা, ক্ষোভ ও বিরক্তি। আসন্ন দিনটির কথা ভেবে দুরুদুরু বক্ষ। কথায় কথায় কাউন্টারগুলোতে কর্মরত মানুষগুলির উদ্দেশে উগরে দিতেন ওই ক্ষোভ।

ভোটের আগে ভোট পর্ব, হাজারো কিসসা

ভগীরথ মিশ্র

ব্যালট পেপার ছাপানো, স্পিটিং-প্যাকেটিং, রাস্তাঘাট, পোলিং বুথ ইত্যাদি মেরামত, পানীয় জলের কূপ ও টিউবওয়েলগুলির সংস্কার, ভোটকর্মীদের জন্য বাস-ট্রাক-গোরুর গাড়ি সংগ্রহ, সাইকেল মেসেঞ্জার অর্থাৎ ভোট চলাকালীন হরেক কিসিমের খবর পৌঁছানোর জন্য ও ওয়াটার ক্যারিয়ার অর্থাৎ ভোট চলাকালীন তৃষ্ণার্ত ভোটারদের জল খাওয়ানোর জন্য নিয়োগ, ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ, ব্যাগিং অর্থাৎ ব্যালট পেপার থেকে শুরু করে সুচ, এমনকি খালি টিনের কৌটো অবধি, ভোটের কাজে ব্যবহৃতব্য প্রায় শতাধিক সামগ্রীকে একত্র করে প্রত্যেকটি বুথের জন্য একাধিক ব্যাগ প্রস্তুত করা। এইমতো নির্বাচন-যন্ত্রটি এগোতে এগোতে একসময় পূর্ণাহুতি দেবার সময়টি এগিয়ে আসে। পূর্ণাহুতি বলতে ভোটকর্মীদের মালপত্তর ও পুলিশ সহ ভোটকেন্দ্রে পাঠানো এবং নির্বিঘ্নে ভোটটি সম্পন্ন করিয়ে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে আসা।

১৯৭৭ সাল নাগাদ অখণ্ড পশ্চিম দিনাজপুরে না হোক আড়াই হাজার মতো বুথ। প্রত্যেক বুথে ছ'জন ভোটকর্মী ও দুজন পুলিশকর্মী, মোট আটজন। এই এতসংখ্যক মানুষকে মালপত্র সহ সব বুথে যথাসময়ে নিরাপদে পাঠানো, সেও এক মহাযজ্ঞ। অথচ পশ্চিম দিনাজপুর জেলাটা এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি না হোক ২৫০ কিমি লম্বা। সদর শহর বালুরঘাট সমগ্র জেলার একেবারে পুবপ্রান্তে অবস্থিত। ওখান থেকে জেলার অপর দুই মহকুমা-শহর রায়গঞ্জ ও ইসলামপুরের দূরত্ব যথাক্রমে ১০৯ ও ২১৮ কিমি। দুটি মহকুমাতেই দুজন জবরদস্ত মহকুমা শাসক। কিন্তু তাও, কেন কে জানে, সমগ্র জেলার ভোটকর্মীদের কেন্দ্রীয়ভাবে বালুরঘাট থেকেই বুথে-বুথে পাঠানো হত। সেই উদ্দেশ্যে বালুরঘাট কালেক্টরেট সংলগ্ন বিশাল মাঠে একাধিক গগনচুম্বী প্যান্ডেল বানানো হত। সবচেয়ে বড় প্যান্ডেলটি হত ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার-কাম রিসেপশন সেন্টার। ডিসিআরসি। এই প্যান্ডেলের তলায় সারি সারি কাউন্টার বানানো হত। ভোটের আগের দু'দিন ওটা ফ্রি-মি (ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার) হিসেবে ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ ভোটের একদিন কিংবা দু'দিন আগে ওখান থেকেই মালপত্র, টাকাপয়সা ও পুলিশ নিয়ে ভোটকর্মীরা বুথের উদ্দেশে রওনা দিতেন। আবার, ভোটের দিন বিকেল থেকে ওটাই সেজে উঠত রিসেপশন সেন্টার হিসেবে। ভোটের পরে ভোটকর্মীরা ফিরে এসে ওই সেন্টারেই জমা দিতেন ভর্তি ব্যালট বক্স সহ সমস্ত মালপত্র।

ওই প্যান্ডেলের লাগোয়া আরও দুটি প্যান্ডেল বানানো হত। একটিতে হত পুলিশ কন্ট্রোল, অন্যদিকে ভেহিকল কন্ট্রোল। বিশাল মাঠের একপ্রান্তে তিন-চারদিন আগে থেকে জড়ো করা হত শয়ে-শয়ে ট্রাক, বাস। ওগুলোকে ভেহিকল কন্ট্রোল থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হত। আর, পুলিশ কন্ট্রোলের লাগোয়া ছাউনিতে ভোটের আগের দিন সকালে জড়ো হতেন পুলিশকর্মী ও হোমগার্ডরা। ওঁদের বিলিবন্দোবস্তের দায়িত্বে থাকতেন জেলার পদস্থ পুলিশ অফিসাররা। ভোটকর্মীরা সমস্ত মালপত্তর নিলে পর, সর্বশেষ 'আইটেম' হিসেবে ওই পুলিশকর্মীদের প্রত্যেক টিমের সঙ্গে জুতে দেওয়া হত।

নির্দিষ্ট দিনে মালপত্তর, টাকা ও পুলিশ সঙ্গে নিয়ে বাস বা ট্রাকে চড়ে ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা দিতেন ভোটকর্মীরা। কিন্তু তার আগে গোটা সকালবেলাটা ওই এলাকাটা মানুষে মানুষে একেবারে ছয়লাপ হয়ে থাকত।

যেহেতু জেলার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি প্রায় ২৫০ কিমি দূরত্ব, ভোটকর্মীদের পাঠানো হত দু'দিনে। খুব দূরের বুথগুলোতে ভোটকর্মীরা যেতেন ভোটের দু'দিন আগে। ভোটের ভাষায়, 'পি-মাইনাস-টু ডে'। পি বলতে পোল, মানে ভোট। আর, যেসব বুথ অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি, ওগুলোতে ভোটকর্মীরা যেতেন পি-মাইনাস-ওয়ান ডে-তে। ফলে, জেলার ডিসিআরসি-টি ভোটকর্মীদের পাঠানোর বেলায় দু'দিন চালু থাকত। ভোট হয়ে গেলে অবশ্য ওইদিনই, যত রাতই হোক, ফিরে আসত সমস্ত পার্টি।

ডিসি (ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার) ও আরসি (রিসেপশন সেন্টার) একই জায়গায় হলেও, দুটির বেলায় তাদের ছিল দুটি পৃথক রূপ।

ভোটের আগের দু'দিনে জড়ো হওয়া মানুষগুলোর চোখেমুখে শঙ্কা, ক্ষোভ ও বিরক্তি। আসন্ন দিনটির কথা ভেবে দুরুদুরু বক্ষ। কথায় কথায় কাউন্টারগুলোতে কর্মরত মানুষগুলির উদ্দেশে উগরে দিতেন ওই ক্ষোভ। সামান্য কারণে দুর্ব্যবহার করে বসতেন। কেউ কেউ একেবারে শেষমুহূর্তেও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। কেউ কেউ তো সেজন্য হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার ভানও করতেন। কেউ কেউ আবার একেবারে শেষমুহূর্তে জেনে নিতেন ভোটের খুঁটিনাটি নিয়মকানুনগুলি। কেউ কেউ অবশ্য বেশ খোশমেজাজেই চলাফেরা করতেন। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই লক্ষ করেছি, চোখেমুখে পুত্রশোক ফুটিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এলোমেলো। ওই ভোটকর্মীটিকে বিদায় জানাতে এসেছেন তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা। দুশ্চিন্তায় থমথম করছে ওঁদের মুখ। সারাক্ষণ সংশ্লিষ্ট ভোটকর্মীটিকে শরীর-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানাবিধ উপদেশ-পরামর্শ দিয়েই চলেছেন। একেবারে বাসে ওঠার পূর্ব মুহূর্ত অবধি চালু থাকত ওই পরামর্শমালা। ওষুধগুলো ঠিকঠাক খেও, জুতোজোড়াটা সামলে রেখো, বাসি-পচা খেও না...।

ওই দিনগুলোতে সাধারণ ভোটকর্মীর পাশাপাশি হাজির থাকতেন একদল রিজার্ভ ভোটকর্মী। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে তাঁদের ভোট করাতে যাবার কথা। তাঁদের চোখেমুখেই শঙ্কাটা ফুটে থাকত সবচেয়ে বেশি। তখন মাইকে ঘনঘন ঘোষিত হচ্ছে, অমুক বুথের প্রিসাইডিং অফিসার, কিংবা অমুক বুথের থার্ড পোলিং অফিসার, আপনি এসে থাকলে অবিলম্বে রিপোর্টিং সেন্টারে এসে রিপোর্ট করুন। রিজার্ভ পোলিং অফিসাররা কান খাড়া করে রাখতেন ওই ঘোষণাগুলির দিকে। কোন কোন বুথের কতজন প্রিসাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসার তখনও অবধি রিপোর্ট করেননি, সেগুলোই মনোযোগ সহকারে শুনতেন। এর কারণ, তার ওপরই ঝুলে থাকত ওঁদের ভাগ্য। একটা ছাউনিতে ওঁদের বসবার ব্যবস্থা থাকত। কিন্তু রিজার্ভদের মধ্যেকার চতুর অংশটি প্রায় সময়ই ওই ছাউনির থেকে নিরাপদ তফাতে গিয়ে ঘোরাঘুরি করতেন, যাতে রেগুলার ভোটকর্মী উপস্থিত না থাকলে তাঁদের বদলে যখন রিজার্ভারদের থেকে এক-একজনকে নিয়ে ওই শূন্যস্থানগুলি পূরণ করবার প্রক্রিয়াটি চলবে, তখন যেন সাহেবদের চোখের আড়ালে থেকে ওই গুরুদায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন। তাঁরা দূর থেকে সারাক্ষণ পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন এবং 'ঝড়-বৃষ্টি' থেমে গেলে পুনরায় ছাউনিতে ফিরে আসতেন।

সব রকমের ভোটকর্মীই ডিসি-তে এসে সর্বপ্রথম ক্যাশ কাউন্টারেই লাইন দিতেন। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট হারে পোলিং অ্যানাউন্স পাওয়াটা ছিল নিশ্চিত এবং টাকার পরিমাণটাও মোটেই আহামরি নয়, তাও কেন কে জানে, সব্বাই প্রথমে ক্যাশের কাউন্টারেই লাইন লাগাতেন। আমার দীর্ঘ চাকরিজীবনে কত ভোটই করেছি, একটি ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় হতে দেখিনি।

অর্থপ্রাপ্তির পর ব্যালট পেপারের কাউন্টারে দাঁড়াতেন ওঁরা। ওই টিমের কেউ কেউ তখন দাঁড়িয়ে পড়েছেন ব্যালট বক্স, চট, হ্যারিকেন ইত্যাদি নেবার লাইনে। কেউ কেউ বা হরেক কিসিমের ফর্ম ও এনভেলপ নেবার লাইনে। এইভাবে সবাই ভাগাভাগি করে নিতেন দায়িত্ব। তবে, কোন টিমের কর্মীরা দায়িত্বগুলি কতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেবেন, তা নির্ভর করত অনেকগুলি ফ্যাক্টরের ওপর। তার মধ্যে প্রধান ফ্যাক্টরটি ছিল কন্টিনজেন্সি বাবদ প্রাপ্ত অর্থের সংগতির ওপর। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়েই বলা যাক। প্রত্যেক বুথের জন্য কিছু টাকা আপৎকালীন খরচের জন্য বরাদ্দ করত সরকার। টিমের প্রিসাইডিং অফিসারই ছিলেন ওই টাকা গ্রহণ ও খরচ করবার মালিক। পরবর্তীকালে ওই টাকার কোনও হিসাব পেশ করতে হত না। বস্তুতপক্ষে বুথে ওই টাকা সামান্যই খরচ হত। অধিকাংশটাই ভোটকর্মীরা খানাপিনা করে খরচ করে ফেলতেন। কখনওবা চতুর প্রিসাইডিং অফিসার, সামান্য অংশ খানাপিনায় খরচ করে বাকিটা পকেটস্থ করতেন। ফলত, পোলিং টিমের অকুণ্ঠ সহযোগিতালাভের ক্ষেত্রে ওই কন্টিনজেন্সি বাবদ প্রাপ্ত অর্থটুকুই প্রধান ফ্যাক্টর হয়ে উঠত। যে প্রিসাইডিং অফিসার প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তা পোলিং টিমের মাতব্বরটিকে কমন ফান্ড হিসেবে খরচ করবার জন্য দিয়ে দিতেন, তিনি টিমের সবাইয়ের থেকে প্রথম থেকেই পেতেন অকুণ্ঠ সহযোগিতা।

এ রাজ্যে ভোট পর্ব শুরু হতে আরও কিছুদিন। তার আগে এসআইআর পর্ব। কালঘাম ছুটছে বিএলও-দের। নানান কর্মকাণ্ড। সেই সূত্রেই ভোট পর্বের কাহিনী-কিসসা।

জনমন জনমত

হাসপাতালে ভাষার অবমাননা দুঃখজনক

৭ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রকাশিত ''ভাষা বিতর্কের সঙ্গী 'ভুল' ওষুধ'' শীর্ষক খবরটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রতিবেদনে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে এক হিন্দিভাষী তরুণীর বাংলা ভাষার প্রতি অবমাননা এবং নিজের দায়িত্বের প্রতি অবহেলার বিষয়টি জেনে মর্মাহত হলাম।

হিন্দি কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় ভাষা নয়। ১৯৬৩ সালে দেবনাগরী লিপিতে লেখা হিন্দিকে সরকারি ভাষা হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয় এবং সেইসঙ্গে হিন্দি ভাষার সংখ্যাগুলিকে ইংরেজিতে লেখার নিদান দেওয়া হয়। হিন্দির পরে দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি যুক্ত হয়। এরপর আবার হিন্দির সঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতিতে অন্যান্য মুখ্য ভারতীয় ভাষাকে ত্রিভাষা সূত্র অনুসারে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাতে হিন্দি ভাষা কোনও ভাষার ওপরে চেপে বসতে না পারে এবং কোনও ভাষার বিলুপ্তিকরণ না ঘটে। আমরা একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাব, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যালয়ে তিনটি ভাষায় সাইনবোর্ড লেখা হয়। প্রথমে বাংলা (অথবা যে রাজ্যের যে মুখ্য ভাষা), তারপর যথাক্রমে হিন্দি এবং ইংরেজি। রেলওয়ে স্টেশনের সব নামফলক ত্রিভাষা সূত্র অনুসারে লেখা। সর্বোপরি, কোনও ভাষাকেই আমরা হেয় করতে পারি না এবং করা উচিতও নয়।

বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষা আমরা যা-ই শিখি না কেন তা আমাদের সবসময় সমৃদ্ধ করে। সবশেষে ভাষা বিতর্ক বাদ দিয়ে আমরা সবাই ভারতবাসী এবং এটাই আমাদের একতা ও একমাত্র পরিচয়।

সুপ্রিয় চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি।

এসআইআর উৎসব নাকি মানসিক নির্যাতন?

রাজ্যে এসআইআর চলছে। এমন আবহে, আপনার এলাকার বিএলও-দের প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হোন। জেনে রাখুন, ঘাড়ে বন্দুক ঠেকিয়ে তাঁদের ওপর ডিউটি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনওধরনের ঢালতলোয়ার ছাড়াই এঁদের নিধিরাম সর্দার বানিয়ে মাঠে ছেড়ে দিয়েছে ওপরমহল।

এবারের এসআইআর-এ অংশগ্রহণ করার জন্য একটি এনুমারেশন ফর্ম ভোটারদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, যা অনেকের কাছেই বিভ্রান্তিকর। প্রথম ক্যাটিগোরি অনুযায়ী, ৩৮ বছরের কম বয়িস ভোটারদের নাম শেষ এসআইআরে থাকার কথা নয়। সেজন্য দ্বিতীয় ক্যাটিগোরি হিসেবে মা/বাবা/ঠাকুরদা/ঠাকুমার লিংক দেখাতে হবে। কিন্তু কর্মসূত্রে রাজ্যের বাইরে থাকা বা ভিন্ন কারণে তাঁদেরও নাম হয়তো শেষ এসআইআরে নথিভুক্ত হয়নি। সেক্ষেত্রে রয়েছে তৃতীয় ক্যাটিগোরি। এই তৃতীয় ক্যাটিগোরি নিয়েই সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তি। রক্তের সম্পর্কের অন্য কোনও আত্মীয়ের নাম শেষ এসআইআরে থাকতে পারে, কারও ক্ষেত্রে নাও থাকতে পারে। এমতাবস্থায় তৃতীয় ক্যাটিগোরিতে কোন আত্মীয়কে দেখানো যেতে পারে? অথবা 'সম্পর্ক'র ঘরে কী লিখতে হবে তা সাধারণ ভোটারদের মধ্যে সত্যিই বিভ্রান্তি তৈরি করছে। বিষয়টি নিয়ে কিছু ভোটার ক্ষুব্ধ বিএলও-দের ওপর। রাজনৈতিক চাপেরও শিকার হচ্ছেন বিএলও-রা। কিন্তু এক্ষেত্রে বিএলও-দের দোষটা কোথায়? ইতিমধ্যে, ভোটার সহ বিএলও-র মৃত্যুর খবরও আসছে। রাজনৈতিক বিভিন্ন স্বার্থসিদ্ধির জন্যই হয়তো এরকম বিভ্রান্তি। এভাবে অনেক ভুল ব্যক্তির তথ্য আরও পাকাপোক্ত হয়ে যেতে পারে বা কোনও বৈধ ব্যক্তি বঞ্চিত থেকে যেতে পারেন। তাই নিজে বিশ্লেষণ করতে না পারলে, আপতত এসআইআর-এর ব্যাপারে নানাজনের নানা মত থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে অফলাইন বা অনলাইনে ফর্ম সঠিকভাবে ফিলআপ করে দিন। আপনার নিজের কাজে নিজে সহায়তা করুন।

প্রচুর বিএলও নিয়োগ বা তাঁদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত না করে, এমনকি ভোটারদের যথাযথ সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার না করে, শুধু এসআইআরের পক্ষে-বিপক্ষে রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডা চলছে। এ যেন অন্ধকারে রেখেই নয়ে-ছয়ে কাজ সেরে নেওয়ার একটা চেষ্টা। তাই শুধুমাত্র বিএলও-দের ওপর ক্ষোভ না উগরে, এসআইআরের ভালো দিকগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক খারাপ অভিসন্ধিগুলোও ভেবে দেখুন। দেখবেন, দিনশেষে সরাসরি আপনি না ঠকলেও, ঠকছে পরবর্তী প্রজন্ম।

ইতিমধ্যে স্বল্প পারিশ্রমিকে কর্মরত অস্থায়ী কর্মীদের বিএলও-র পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই পদে এখন সিংহভাগ শিক্ষককে হুমকি-ধমকি দিয়ে নিয়োগ করা হয়েছে। এতে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। শিক্ষকদের সম্মানহানি হচ্ছে। বিএলও পদটিরও অবমাননা হচ্ছে। যদিও এই বিএলও পদে বেকার তরুণ-তরুণীদের স্থায়ী নিয়োগ করা যেত।

আসলে এই এসআইআর কর্মসূচি বা বিএলও নিয়োগ শুধুমাত্র জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে কোনও উৎসব নয়, বরং জনগণকে ভুল বুঝিয়ে ভোট-ফায়দা লুটে নেওয়ার এক মানসিক নির্যাতন কৌশল।

দীপঙ্কর বর্মন
পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার।

বিহারে এসআইআর-এর পরেও বিদেশিদের সংখ্যা অজানা

আপনার হাতের কাছে যা নেই হঠাৎ করে তা চাইলে বা নিদেনপক্ষে দেখতে চাইলে আপনার মধ্যে একধরনের অলসতা ও বিপন্নতা কাজ করে।

ভোটার কার্ড, র‍্যাশন কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ব্যাংকের পাসবই, বিদ্যুৎ বিল কোনওকিছুই এসআইআর প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে চায়নি নির্বাচন কমিশন। শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে মামলা হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের তাড়া খেয়ে আধার কার্ডকে মান্যতা দিয়েছে। তাও সেই চাঁদ সদাগরের বাঁ-হাতে মনসাপুজোর মতো ব্র্যাকেটে লিখে দিয়েছে আধার নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। ভাবখানা এমন যে, নাগরিকত্বের প্রমাণ খোঁজাই নির্বাচন কমিশনের কাজ।

দৈনন্দিন জীবনে যে কাগজপত্রগুলি প্রয়োজন সেগুলি মানুষ কাছে গুছিয়ে রাখেন। কিন্তু সব নথি যদি এককথায় নাকচ ঘোষণা করে দেওয়া হয় তাহলে মানুষের মধ্যে একধরনের বিপন্নতা তৈরি হয়। এরকমই বিপন্নতার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল কয়েক বছর আগে নোটবন্দির সময়। ইতিহাস সাক্ষী নোটবন্দির ফলে দুর্নীতি বন্ধ হয়নি, বরং কালো টাকা সাদা হয়েছিল। নির্বাচন কমিশন যদি সত্যিই যোগ্য হত তাহলে এসআইআর হওয়ার পরও প্রশান্ত কিশোরের নাম দু'জায়গায় থাকত না বা আরজি কর হত্যাকাণ্ডে নিহত তরুণী চিকিৎসকের নামও তালিকায় থাকত না।

মজার কথা হল, বিহারে এসআইআর-এর পর প্রকৃতপক্ষে কতজন বিদেশি চিহ্নিত হয়েছে সে তথ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে নেই। কতজন ঘুসপেটিয়া আছে সেই তথ্য কমিশন বা কেন্দ্রের কাছে নেই। সামান্য কয়েকজন মানুষকে বিদেশি বলে দেগে দিয়ে অন্যায়ভাবে পুশব্যাক করার চেষ্টা হয়েছে যাঁরা আদপে ভারতীয় নাগরিক। আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, কিন্তু স্নাতক শংসাপত্র নথি হিসেবে গ্রাহ্য! ব্যাপারটা অদ্ভুত নয়? তবে কী ভোট চুরিই এসআইআরের অন্যতম উদ্দেশ্য?

অমৃতেন্দু চট্টোপাধ্যায়
মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৯০

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। গেঁটে বাত-এর আরেক নাম ৫। বাংলার একটি ঋতু, রোগবিশেষ ৬। ভাগ্যের জোর, ভাগ্যের আনুকূল্য ৮। খুদ বা চাল খুব নরম করে সিদ্ধ করে প্রস্তুত খাবার ৯। বিনাশ, ধ্বংস, বিলীন হওয়া, নৃত্যগীতবাদ্যের তালসাম্য ১১। সৈনিকের পোশাক, যুদ্ধের আয়োজন ১৩। একশত, বহু, অসংখ্য ১৪। কেনাবেচা।

উপর-নীচ : ১। শৈব সন্ন্যাসী, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ২। সাধু, সন্ন্যাসী ৩। খ্যাপা, পাগল ৪। বিষ, বহুমূল্য পাথর ৬। পত্নী ৭। পুত্র ৮। গোঁড়া লেবু ৯। শরম, সংকোচ, কুণ্ঠা ১০। সূর্য ১১। সাধু ব্যক্তি, ভালো লোক ১২। বর্শা, বল্লম ১৩। বারবিশেষ, গ্রহবিশেষ, সূর্যপুত্র।

সমাধান ■ ৪২৮৯

পাশাপাশি : ১। বরবাদ ৩। তার্কিক ৫। কদলীকুসুম ৬। ধসকা ৭। ধান্যক ৯। বদরিকাশ্রম ১২। নালিক ১৩। কন্যাকাল।

উপর-নীচ : ১। বহুবিধ ২। দরদ ৩। তামাকু ৪। কদম ৫। ককা ৭। ধাম ৮। কপিঞ্জল ৯। বদনা ১০। রিমেক ১১। শ্রমিক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৩

নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে মোদির ভুটান সফর কাটছাঁট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : দিল্লির লালকেল্লার কাছে সোমবার সন্ধ্যার ভয়াবহ বিস্ফোরণে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। বহু মানুষের আহত হওয়ার পর জাতীয় নিরাপত্তা ইতিমধ্যেই প্রশ্নের মুখে। বিস্ফোরণের ২৪ ঘণ্টা পরও থমথমে রাজধানী। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত ধ্বংসস্তূপের চাপা ধোঁয়া এখনও মিলিয়ে যায়নি, কিন্তু এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার টানা উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে ব্যস্ত। মঙ্গলবার সকাল থেকেই এনআইএ-র উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকে বসেন শা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভুটান সফরে থাকা অবস্থাতেই বিস্ফোরণ নিয়ে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছেন,'এই হামলার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি অপরাধীকে কঠোরতম শাস্তির আওতায় আনা হবে।' দোষীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তিনি বলেন, 'বিস্ফোরণের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনার নেপথ্যে থাকা প্রতিটি দোষীকে খুঁজে বের করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। এই কাজে জড়িত সকলকে আমাদের এজেন্সিগুলির চূড়ান্ত রোষের মুখে পড়তে হবে।'

ভুটান থেকে দেশে ফিরেই বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি বৈঠকে যোগ দেবেন। সরকারি সূত্রের দাবি, লালকেল্লা বিস্ফোরণই হবে আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু। বিশেষত সন্ত্রাস-যোগ, আন্তঃরাজ্য নেটওয়ার্ক, বিস্ফোরক সংগ্রহের চক্র এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়ন। এদিকে লালকেল্লার কাছে হওয়া বিস্ফোরণের তদন্তে নেমেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার রাত থেকেই টানা বৈঠক করছেন।

মঙ্গলবারও তিনি দু'দফা বৈঠক করেন, যেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন, আইবি প্রধান তপন ডেকা, এনআইএর ডিজি সদানন্দ বসন্ত দাতে, দিল্লি পুলিশের কমিশনার সতীশ গোলচারা এবং ভার্চুয়ালি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিজি নলিন প্রভাত। বিস্ফোরণের তদন্ত, প্রাথমিক গোয়েন্দা ইনপুট, আন্তঃরাজ্য জঙ্গি নেটওয়ার্ক এবং সম্ভাব্য বিদেশি যোগ সব দিক নিয়েই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ইতিমধ্যে দিল্লি পুলিশ গোটা ঘটনায় ইউএপিএ ধারা প্রয়োগ করেছে। ফরেনসিক রিপোর্টে সন্ত্রাস-যোগের প্রাথমিক ইঙ্গিত মিললেই এই ফৌজদারি ধারাগুলি প্রয়োগ করা হয়। তদন্ত এগোতেই ফরিদাবাদের আল-ফলাহ ইউনিভার্সিটি থেকে আরও তিনজন চিকিৎসককে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

দিল্লি বিস্ফোরণের আগের দিনই প্রায় ৩,০০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, হরিয়ানার ফরিদাবাদের দুটি আবাসিক বাড়ি থেকে। ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র এবং বিস্ফোরক তৈরির আরও উপকরণ মেলে। এই আবাসনগুলির মালিক মুজাম্মিল শাকিল, যিনি আল-ফলাহ হাসপাতালের চিকিৎসক। তদন্তে উঠে এসেছে, মুজাম্মিলের সঙ্গে একই হাসপাতালে কর্মরত আদিল

বিস্ফোরণের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনার নেপথ্যে থাকা প্রতিটি দোষীকে খুঁজে বের করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। এই কাজে জড়িত সকলকে আমাদের এজেন্সিগুলির চূড়ান্ত রোষের মুখে পড়তে হবে।

অমিত শা

রাঠার এবং শাহিনা শাহিদের নাম। তিনজনই জইশ-ই-মোহাম্মদের একটি সক্রিয় 'স্লিপার সেল'-এর সদস্য। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই বিপুল পরিমাণ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, এএনএফও এবং অন্যান্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক সংগ্রহ ও মজুত করছিলেন।

এই পুরো নেটওয়ার্কের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন উমর মহম্মদ, যাঁর নামে রেজিস্টার ছিলো হুন্ডাই আই-২০ গাড়িটি। তদন্তকারীদের ধারণা, সহযোগী মুজাম্মিল ও আদিল গ্রেপ্তার হওয়ার খবর পেয়ে ভয়ে দিশেহারা হয়ে যান উমর।

বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত হয়য়ার পর তিনি গাড়ি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত লালকেল্লা পুলিশ চৌকির সামনে সিগন্যালের কাছে বিস্ফোরণ ঘটায়। সূত্রের দাবি, ফরিদাবাদে উদ্ধার হওয়া অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং লালকেল্লার বিস্ফোরণে ব্যবহৃত উপাদানের মধ্যে মিল খোঁজার পরীক্ষা চলছে।

বিস্ফোরণস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।

স্বজনহারার কান্না...

দিল্লি বিস্ফোরণের পর প্রিয়জনকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।

জইশের মহিলা শাখার দায়িত্বে কি ধৃত শাহিনা?

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : লালকেল্লা মেট্রো স্টেশন চত্বরে বিস্ফোরণের ঘটনায় লখনউয়ের চিকিৎসক শাহিনা শাহিদের গ্রেপ্তারের পর জইশ-ই-মহম্মদের নাশকতা চালানোর নয়া ছক সামনে এসেছে। কাশ্মীরি চিকিৎসকদের একাংশকে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে যুক্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, জইশ যে ভারতে মহিলা ক্যাডার নিয়োগের চেষ্টা করছে, সেই ইঙ্গিতও স্পষ্ট।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, জইশ-ই-মহম্মদের মহিলা ব্রিগেড জামাত-উল-মমিনত-এর ভারত শাখার প্রধান হলেন ধৃত চিকিৎসক শাহিনা শাহিদ। তাঁর গাড়ি থেকে সোমবার অ্যাসল্ট রাইফেল সহ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছিল জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানা পুলিশের যৌথবাহিনী। শাহিনার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে জইশ নেতা মাসুদ আজহারের বোন সাদিয়া আজহারের। এই সাদিয়াকে জামাত-উল-মমিনত-এর প্রধান হিসাবে নিয়োগ করেছেন মাসুদ

আজহার। গত ৭ মে অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন পাক পঞ্জাবের বাহাওয়ালপুরে জইশের সদর দপ্তরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মাসুদের ৭ আত্মীয় প্রাণ হারান। আত্মীয়দের মৃত্যুর বদলা নিতেই মাসুদ আজহার বোনকে সামনে রেখে ভারতে নাশকতার ছক কষেছেন কি না সেই প্রশ্ন উঠেছে। সোমবার ফরিদাবাদ থেকে গ্রেপ্তার করা হয় লখনউয়ের লালবাগের বাসিন্দা শাহিনাকে। হরিয়ানার এ-আই ফলাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। তাঁর গ্রেপ্তারির কয়েক ঘণ্টা বাদেই দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরক বোঝাই গাড়িটির চালক উমর-উন-নবিও পেশায় চিকিৎসক। শাহিনার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল গ্রেপ্তার হওয়া চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিলে হরিয়ানা থেকে ধৃত অপর কাশ্মীরি চিকিৎসক আদিল আহমেদ রাথারের সঙ্গেও শাহিনার যোগাযোগের প্রমাণ মিলেছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে।

বাজার বন্ধ, আতঙ্কে প্রায় শুনসান দিল্লি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর কেটে গিয়েছে পুরো একদিন। কিন্তু মঙ্গলবারও দিনভর থমথমে রাজধানী। আতঙ্ক-অনিশ্চয়তা-অস্বস্তির আবহে থমকে গিয়েছে স্বাভাবিক জনজীবন। দিল্লিতে এমন শূন্যতা শেষ দেখা গিয়েছে ২০০১-এর সংসদ হামলা ও ২০০৮-এর ধারাবাহিক বিস্ফোরণের পর। মঙ্গলবার দিল্লির রাস্তাঘাট ছিল প্রায় জনমানবশূন্য। কাশ্মীরি গেট-চাঁদনি চক-ইন্ডিয়া গেট, সারাক্ষণ যেখানে গাড়ির আওয়াজ, এদিন সেখানে যেন 'বিপর্যয়ের পরদিনের নীরবতা'। মেট্রোয় আলোচনা শুধু বিস্ফোরণ, নিরাপত্তা ও আতঙ্ক নিয়ে। রাস্তার সর্বত্র গাড়ি আটকে পরীক্ষা হচ্ছে যাত্রী-ব্যাগ ও পরিচয়পত্রের। তবে কড়াকড়ি মানুষের মনে আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে তুলছে।

সকাল দশটা নাগাদ বিস্ফোরণস্থলে গিয়ে দেখা গেল, পুরো জায়গা সাদা কাপড়ে ঢাকা। পুলিশে-পুলিশে ছয়লাপ। জঙ্গিরা দায় না নিলেও বিস্ফোরণের ভয়াবহতা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে সকলের। চাঁদনি চক-নিউ লাজপত রায় মার্কেট-ঘড়ি মার্কেট- এদিন পুরোপুরি বন্ধ। ছোট ব্যবসায়ী, দোকানদার ও হকারদের ভয়, আরও হামলা হতে পারে, দোকানই হয়তো খোলা যাবে না।

বিস্ফোরণস্থল থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে শ্রী দিগম্বর জৈন লাল মন্দিরে সোমবার সন্ধ্যায় দৈনন্দিন আরতি চলছিল। হঠাৎ বিস্ফোরণে মন্দির কেঁপে ওঠে, কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আশপাশ। তারপর যা দেখা গেল, তা যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়ে কম নয়, এক বালিকার বিচ্ছিন্ন মাথা এসে পড়ে মন্দিরের উঠোনে। তার চুলে তখনও বাঁধা ছিল গোলাপি রংয়ের রাবার ব্যান্ড। এমন দৃশ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। মঙ্গলবার মন্দিরকর্মী মনীশ জৈন ছাদে উঠে দেখেন, সেখানেও ছড়িয়ে মানুষের দেহাংশ। ফরেন্সিক টিম সেখান থেকেও নমুনা সংগ্রহ করে।

তদন্তকারীরা মনে করছেন, বিস্ফোরণের তীব্রতা অত্যন্ত বেশি ছিল এবং এটি বডি-ডিসইন্টিগ্রেশন সৃষ্টিকারী উচ্চগ্রেড বিস্ফোরকের লক্ষণ।

কুলচা বিক্রি করেন রাজস্থানের সঞ্জয় কানোজিয়া। বিস্ফোরণের পর তিনি দেখেন, মহিলার ছিন্নভিন্ন দেহ গিয়ে পড়েছে গাড়ির ওপরে। সারারাত ঘুমোননি। ২০ বছর দিল্লিতে। সোমবারের পর মনে হচ্ছে, ' এই শহর ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

রিকশাচালকদের অবস্থা আরও করুণ। বাজার বন্ধ থাকলে তাঁরা কাজ পাবেন না, খাবার জুটবে না। বিহার-পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশার শ্রমিকদের কর্মহীনতার দুশ্চিন্তা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, লালকেল্লা পুলিশ চৌকির সামনে থাকা সিগন্যাল থেকে আই-২০ গাড়িটি ইউ-টার্ন নেয় এবং সিগন্যালের কাছে বিস্ফোরণ ঘটে। প্রতিটি ল্যাম্পপোস্টে সিসিটিভি লাগানো থাকলেও বিস্ফোরণের সময় নাকি সেখানে মাত্র দুজন পুলিশ কর্মী মোতায়েন ছিলেন। নিরাপত্তার বিষয়ে ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে।

ফরেন্সিক সূত্রে খবর, গাড়ির কিছু ধাতব খণ্ড থেকে চেসিস নম্বর উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। বিস্ফোরকটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন, তবে আরডিএক্স বা পিইটিএন-এর স্পষ্ট সংযোগ এখনও পাওয়া যায়নি।

এতে তদন্তকারীদের ধারণা, স্বল্পমাত্রায় মেটাল-পাউডার মিক্সযুক্ত 'হাই-ভোলাটাইল ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ' ব্যবহার করা হতে পারে। বিস্ফোরণের ফলে গাড়ির ধাতব অংশ সম্পূর্ণ ভেঙে মাইক্রো-শার্ডসে পরিণত হয়েছে। এটি অত্যন্ত প্রশিক্ষিত হাতের কাজ, মনে করছেন তদন্তকারীরা।

অন্যদিকে এলএনজেপি হাসপাতাল এখন দ্বিতীয় গ্রাউন্ড জিরো। সেখানে মরদেহ শনাক্ত করতে ভিড় জমেছে শোকাহত পরিবারগুলির। পাটনার বাসিন্দা মোহাম্মদ জুবান লালকেল্লা এলাকায় ই-রিকশা চালাতেন। সোমবার সন্ধ্যায় ফোনে স্ত্রী আয়েশাকে বলেছিলেন, 'আধ ঘণ্টায় বাড়ি ফিরছি।' কিন্তু সেই আধ ঘণ্টা আর আসেনি। সারারাত খোঁজাখুঁজির পর মঙ্গলবার সকালে পুলিশ আয়েশাকে ফোন করে জানায়, স্বামীকে শনাক্ত করতে হাসপাতালে আসতে হবে। অসুস্থ মা, তিন সন্তান ও পঙ্গু স্ত্রী নিয়ে জুবানের পরিবার এখন সম্পূর্ণ দিশাহারা।

এদিকে সোমবারের বিস্ফোরণে এক ধাক্কায় থমকে গিয়েছে কয়েক হাজার মানুষের আয়। চাঁদনি চক-লালকেল্লা-দরিয়াগঞ্জ বাণিজ্য বেল্টে প্রতিদিন প্রায় ৭-১০ লাখ মানুষ যাতায়াত করেন। মঙ্গলবার ক্ষতির অঙ্ক দাঁড়িয়েছে কয়েক কোটি টাকায়।

পাকিস্তানে বিস্ফোরণে হত ১২, আঙুল ভারতের দিকে

ইসলামাবাদ, ১১ নভেম্বর : সোমবারে কেঁপে উঠেছিল দিল্লির লালকেল্লা সংলগ্ন এলাকা। সেই নাশকতার ঘটনার নেপথ্যে পাক জঙ্গি সংগঠন জইশের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তা নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যেই মঙ্গলবার দুপুরে বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল ইসলামাবাদের ডিস্ট্রিক্ট জুডিশিয়াল কমপ্লেক্স চত্বর। ঘটনাস্থলে মারা গিয়েছেন অন্তত ১২ জন মানুষ। আহত হয়েছেন অনেকে।

এই বিস্ফোরণের জন্য সরাসরি ভারতের দিকে আঙুল তুলেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। সোমবার আফগানিস্তান সীমান্তের কাছে ওয়ানার একটি ক্যাডেট কলেজে হামলার নেপথ্যেও নয়াদিল্লির হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। শরিফ বলেন, 'এই হামলাগুলি পাকিস্তানকে অস্থির করে তোলার লক্ষ্যে ভারতের রাষ্ট্রীয় মদতে চলা সন্ত্রাসবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।'

যদিও নিজের বক্তব্যের সমর্থনে কোনও তথ্যপ্রমাণ দিতে পারেননি শরিফ। এর আগেও বালোচিস্তানে অস্থিরতার জন্য ভারতের দিকে বারবার অভিযোগ তুলেছে পাকিস্তান। সোমবার লালকেল্লা সংলগ্ন এলাকায় হামলার নেপথ্যে এখনও পর্যন্ত সরাসরি পাকিস্তানকে কাঠগড়ায় তোলেনি ভারত। কিন্তু ইসলামাবাদ সেই পথে হাঁটতে নারাজ।

বিস্ফোরণের কারণে আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা একাধিক গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যাঁরা হতাহত হয়েছেন তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন বিচারপ্রার্থী। আদালত চত্বর বলে এমনিতেই ভিড় ছিল মঙ্গলবার। কীভাবে এই বিস্ফোরণ হল তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, গাড়িতে থাকা সিলিন্ডার ফেটেই এই বিস্ফোরণ হয়েছে।

এদিন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ বলেন, 'ইসলামাবাদ আদালত চত্বরে যা হয়েছে সেটা আদতে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ। পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। এই আত্মঘাতী বিস্ফোরণ গোটা জাতির কাছে জেগে ওঠার বার্তা।'

এসআইআরে ভয় কীসের, প্রশ্ন কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর সংক্রান্ত মামলাগুলির শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়লেন আবেদনকারীরাই। এই ইস্যুতে মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের অবস্থান জানতে চেয়ে শীর্ষ আদালত তাদের একটি নোটিশ ধরিয়েছে ঠিকই। পাশাপাশি বিহার, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরের বিরুদ্ধে সেখানকার হাইকোর্টগুলিতে যে সমস্ত মামলা হয়েছে সেগুলির কোনও শুনানি করা যাবে না বলেও নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তবে একই সঙ্গে মামলাকারীরা এসআইআর নিয়ে কেন ভয় পাচ্ছেন তাও জানতে চায় বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ। বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'আপনারা এত ভয় পাচ্ছেন কেন? বেঞ্চ যদি সন্তুষ্ট হয় তাহলে গোটা প্রক্রিয়াই আমরা বাতিল করে দেব।' প্রতিটি রাজ্যের পরিস্থিতি যে ভিন্ন সেটা নির্বাচন কমিশনের মাথায় রাখা উচিত বলেও জানান তিনি।

মামলাকারীদের অন্যতম ডিএমকের আইনজীবী কপিল সিবালের পালটা বক্তব্য, এসআইআর করতে এত তাড়াহুড়োই বা কীসের? তাঁর যুক্তি, 'এমনটা আগে কখনও হয়নি। আগে এসআইআর করতে ৩ বছর

আপনারা এত ভয় পাচ্ছেন কেন? বেঞ্চ যদি সন্তুষ্ট হয় তাহলে গোটা প্রক্রিয়াই আমরা বাতিল করে দেব।

বিচারপতি সূর্য কান্ত
সুপ্রিম কোর্ট

সময় লাগত। এখন নির্বাচন কমিশন বলছে, ১ মাসে সেটা করতে হবে। এতে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।' ২৬ নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

প্রথমে এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে এডিআর, এনএফআইডব্লিউ যে মামলা করেছিল তাতে ডিএমকে, তৃণমূলের আবেদন জুড়ে দিয়ে একসঙ্গে শুনানি করে বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ। এদিন এডিআরের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ কোর্টে জানান, নির্বাচন কমিশন যাতে কারও নাগরিকত্ব যাচাই না করে সেই নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া উচিত। কারণ কমিশনের হাতে কারও নাগরিকত্ব যাচাই করার ক্ষমতা নেই। উত্তরে কোর্ট বলেছে, এই ধরনের কোনও নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সিবালের সওয়াল, 'এসআইআর প্রক্রিয়া হবে ৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। যাঁদের নাম বাদ যাবে তাঁদের কবে নোটিশ জারি করা হবে? বিহারে এসআইআরের মধ্যেই নোটিশ জারি করা হয়েছিল? আমাদের মনে হয়, এক মাসের মধ্যে গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো নয়।' তখন বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'আপনারা এমনভাবে এই ব্যবস্থাকে দেখাচ্ছেন, যেন প্রথমবার ভোটার তালিকা তৈরি হচ্ছে। ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ তো কমিশনকেই করতে হবে। তারপরও ত্রুটি থাকলে সেটা ঠিক করা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।'

অন্যদিকে বিচারপতি বাগচী বলেন, 'তথ্যের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভোটার তালিকার তথ্য জনসমক্ষে না এনে তা ব্যক্তিগত রাখা উচিত। আধার পরিচয়ের প্রমাণপত্র। কমিশন যদি জাত অথবা জন্মের শংসাপত্রকে এসআইআরের পরিচয়পত্র হিসেবে ব্যবহার করে তাহলে আধারও ব্যবহার করা যাবে।'

জঙ্গি হামলায় অভিযুক্তের জামিন খারিজ

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : সন্ত্রাসবাদী হামলায় অভিযুক্ত এক ব্যক্তির জামিন মঙ্গলবার খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট। ইউএপিএ-তে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি দু'বছরেরও বেশি জেলবন্দি। তাঁর আইনজীবী সিদ্ধার্থ দাভে তাঁর মক্কেলের জামিন পাওয়ার জন্য মঙ্গলবার যে উপযুক্ত দিন নয়, তা উল্লেখ করে বলেন, 'সোমবার লালকেল্লার কাছে যা ঘটেছে, তারপর এই মামলায় অভিযুক্তের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরার সেরা সকাল আজ নয়।' দাভের জবাবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ ও সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ জানায়, 'স্পষ্ট বার্তা পাঠানোর সেরা সকাল এটাই।' জঙ্গি হামলার পরের সকালে ইউএপিএ-তে অভিযুক্ত কোনও ব্যক্তির পক্ষে জামিন পাওয়া কঠিন, আইনজীবীরা তা জানতেন। তাঁরা ভাবতেই পারেননি এমন দিনে শুনানির জন্য মামলাটিকে বেছে নেওয়া হবে।

আদালত শুনানির সময় উল্লেখ করেছে, ব্যক্তির কাছ থেকে দাহ্য পদার্থ পাওয়া গিয়েছিল। সিদ্ধার্থ দাভে জানান, তাঁর মক্কেলের কাছ থেকে ইসলামিক সাহিত্য পাওয়া গিয়েছে। তখন বিচারপতি মেহতা বলেন, অভিযুক্ত একটি হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছিল। তাতে আইসিসের অনুরূপ পতাকা দেখা গিয়েছে। তখন দাভে জানান, তাঁর মক্কেল দু'বছরেরও বেশি কারাগারে। তিনি ৭০ শতাংশ প্রতিবন্ধী। তাঁর কাছ থেকে কোনও বিস্ফোরক মেলেনি।

চাঁদনিতে গিয়ে আর ফিরলেন না ওঁরা

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : 'আজ ও আমাদের ছেড়ে চলে গেল...'। লাশকাটা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে কেঁদে উঠলেন বছর পঁয়ত্রিশের জুম্মান মোহাম্মদের এক আত্মীয়। লালকেল্লার কাছে সোমবারের ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ই-রিকশাচালক জুম্মানের। তিনিই ছিলেন পরিবারের একমাত্র রোজগেরে।চাঁদনি চক এলাকায় রিকশা চালিয়ে স্ত্রী, তিন সন্তান এবং বোনের পরিবারের ভরণপোষণ করতেন জুম্মান। তাঁর কাকা জানান, বিস্ফোরণে শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলেও স্ত্রী তাঁকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। পরে ডিএনএ পরীক্ষায় পরিচয় নিশ্চিত হয়।

সোমবার সন্ধ্যায় বিহারি ট্যাক্সিচালক পঙ্কজ সাহানি গিয়েছিলেন দিল্লির চাঁদনি চকে যাত্রী নামাতে। আর কোনওদিন ঘরে ফেরা হবে না ২২ বছরের ওই তরুণের। পরিবারের একমাত্র রোজগেরের মৃত্যুতে পরিবারের মাথায় হাত। এখন সংসার চলবে কী করে!

পঙ্কজের মতোই সোমবার সন্ধ্যায় কাজে গিয়ে আর ঘরে ফেরা হয়নি নওমান আনসারি, অশোক

কুমার, উত্তরপ্রদেশের মোহসিন, দীনেশ মিশ্রের। সোমবার দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণে নিহত ১৩ জনের মধ্যে রয়েছেন তাঁরাও।

লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের খবর টিভিতে দেখেই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন ভুরে মিশ্র। তাঁর তিন ছেলে দিল্লিতে কাজ করেন। তিনি একে একে তিনজনকেই ফোন করেন। দুই ছেলে ধরলেও ছোট ছেলে দীনেশ ফোন ধরেননি। কয়েক ঘণ্টা পর আশঙ্কাই সত্যি হল। বিস্ফোরণে মারা গিয়েছেন দীনেশ।

১৮ বছরের তরুণ নওমানের বাড়ি উত্তরপ্রদেশের শামলিতে। প্রসাধনীর ব্যবসা রয়েছে তাঁর। তিনি চাঁদনিতে গিয়েছিলেন জিনিসপত্র কিনতে। অশোক দিল্লি পরিবহণ কর্পোরেশন (ডিটিসি)-এর বাসের কন্ডাক্টর। চাঁদনি চকে গিয়েছিলেন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।

ক্যাবচালক পঙ্কজের বাড়ি বিহারে। ২২ বছরের তরুণ পরিবারের একমাত্র রোজগেরে। তাঁর দেহ নিতে মঙ্গলবার দিল্লির লোকনায়ক হাসপাতালে যান বাবা। তিনি বলেন, 'কী আর বলব? সরকার ন্যায়বিচার দেবে এটাই আশা করছি।' বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হন নিহত নওমানের খুড়তুতো ভাই আমান। বর্তমানে তিনি দিল্লির লোকনায়ক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নওমানের কাকা ফুরকান বলছিলেন, 'পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছেলেকে হারিয়ে সকলেই ভেঙে পড়েছে। এখন দেহ গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। যারা এই ঘটনায় দায়ী, তাদের যেন উচিত সাজা হয়।'

বিহারে এনডিএ ঝড়ে'র পূর্বাভাস

পাটনা, ১১ নভেম্বর : মগধভূমে ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে দীর্ঘ দুই দশক ধরে চলতে থাকা নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারই। মঙ্গলবার দ্বিতীয় তথা অন্তিম দফার ভোট শেষে ম্যাট্রিজ, পিপলস পালস, পিপলস ইনসাইট, পি-মার্কের মতো হাফ ডজনেরও বেশি বুথফেরত সমীক্ষায় ডাবল ইঞ্জিন সরকারের প্রত্যাবর্তনেরই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। সমীক্ষকদের দাবি, বিহারের ২৪৩টি আসনের মধ্যে এনডিএ ১৩৩ থেকে ১৬৭টি আসন পেতে পারে। অপরদিকে মহাজোটের ভাগ্যে যেতে পারে ৭০ থেকে ১০২টি আসন। ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর (পিকে) এবারের ভোটে চমক দেওয়ার চেষ্টা করলেও তাঁর দল জন সুরাজ পার্টি মেরেকেটে ৫টি আসন পেতে পারে বলে দাবি করা হয়েছে সমীক্ষাগুলিতে। বিহারের মোট বিধানসভা আসন ২৪৩টি। ম্যাজিক সংখ্যা ১২২। গতবার এনডিএ পেয়েছিল ১২৫টি আসন। বিরোধী মহাজোট জিতেছিল ১১০টি আসন। অন্যান্যরা পেয়েছিল ৮টি আসন।

সমীক্ষার ফল জানার পর বিজেপি ও জেডিইউ নেতারা অবশ্য দাবি করেছেন, তাঁরা এবার আগের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দেবেন। উলটোদিকে আরজেডি-কংগ্রেস নেতারা বুথফেরত সমীক্ষার রিপোর্টকে মানতে রাজি হননি। বুথফেরত সমীক্ষার ফল বহু ক্ষেত্রেই মেলে না। ২০২০ সালে বিহারের পূর্বাভাসও মেলেনি। গত লোকসভা ভোটের সময়ও সমীক্ষকদের ইঙ্গিত এবং বাস্তবের জনাদেশ একেবারেই আলাদা ছিল। তবুও হাওয়া কোনদিকে বইছে, ভোটারদের মনের হাল কেমন তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায় এই সমীক্ষাগুলির রিপোর্ট থেকে।

দ্বিতীয় দফাতেও বিপুল ভোট

এদিকে মঙ্গলবার দ্বিতীয় তথা অন্তিম দফার ভোটে ১২২টি আসনে ভোটদানের হারে বিহারের মানুষ প্রথম দফার মতোই চমক দিয়েছেন।

সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, বিহারে ভোট পড়েছে ৬৮.৬৭ শতাংশ। সবথেকে বেশি ভোট পড়েছে কাটিহারে (৭৮.৩৯ শতাংশ)। তারপরই রয়েছে কিষনগঞ্জ (৭৭.৯১ শতাংশ), পূর্ণিয়া (৭৫.৮৭ শতাংশ) এবং সুপৌল (৭২.৪৬ শতাংশ)। সবথেকে কম ভোট পড়েছে নওয়াদায় (৫৭.৮০ শতাংশ)। তারপর রয়েছে রোহতাস (৬১.৮১ শতাংশ), মধুবনি (৬৩.২৪ শতাংশ) এবং আরওয়াল (৬৩.৮২ শতাংশ)। ১৪ নভেম্বর ফল ঘোষণা।

ম্যাজিশিয়ান জেহ, করিনার উচ্ছ্বাস

গত ফেব্রুয়ারিতেই সইফ আলি খান ও করিনা কাপুরের কনিষ্ঠ পুত্র জেহ চার বছরে পা দিয়েছে। সেলিব্রেশনও হয়েছে। সম্প্রতি একটি ভিডিওয় জেহ ও করিনাকে দেখা গেল। যোগেশ নামের এক জাদুকরের শো-তে তাঁরা ছিলেন। মা ও ছেলে দুজনেই নীল প্যান্ট ও সাদা শার্ট পরেছিলেন। শো-তে যোগেশ একটি খালি ফ্রেম হাতে ধরে করিনাকে তার ওপর ফুঁ দিতে বলেন। তখনই ফ্রেমে জেহ-র ছবি ফুটে ওঠে। করিনা তো হতবাক। তারপর জেহ-কে তার ছবি দেখালে সে যে বেশ খুশি, বোঝা যায়। করিনা জেহকে চুম্বন করেন এবং মা ও ছেলের এই বন্ডিংয়ে উপস্থিত সকলেই আনন্দ পেয়েছে বোঝা যায়। এরপর যোগেশ অন্য জাদু দেখাতে শুরু করেন। পরে জেহ যোগেশের সাহায্যে একটা মজার ম্যাজিক ট্রিক দেখায়, করিনা পিছনে দাঁড়িয়ে তখন হাততালি দিচ্ছিলেন। নোটমহল এই ভিডিও দেখে উচ্ছ্বসিত।

ধর্মেন্দ্র স্থিতিশীল, মৃত্যুর খবরে প্রতিবাদ হেমা, এষার

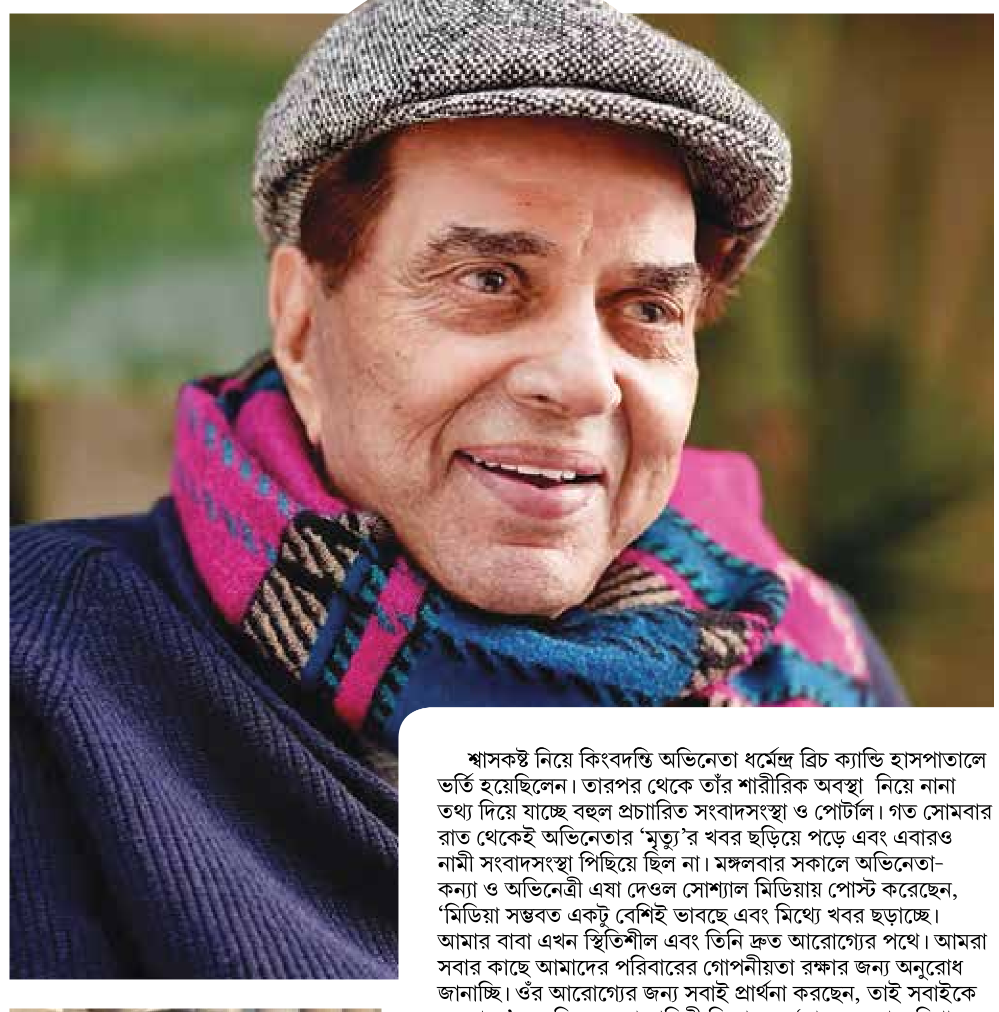

শ্বাসকষ্ট নিয়ে কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তারপর থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে নানা তথ্য দিয়ে যাচ্ছে বহুল প্রচারিত সংবাদসংস্থা ও পোর্টাল। গত সোমবার রাত থেকেই অভিনেতার 'মৃত্যু'র খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং এবারও নামী সংবাদসংস্থা পিছিয়ে ছিল না। মঙ্গলবার সকালে অভিনেতা-কন্যা ও অভিনেত্রী এষা দেওল সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, 'মিডিয়া সম্ভবত একটু বেশিই ভাবছে এবং মিথ্যে খবর ছড়াচ্ছে। আমার বাবা এখন স্থিতিশীল এবং তিনি দ্রুত আরোগ্যের পথে। আমরা সবার কাছে আমাদের পরিবারের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ওঁর আরোগ্যের জন্য সবাই প্রার্থনা করছেন, তাই সবাইকে ধন্যবাদ।' অন্যদিকে হেমা মালিনী লিখেছেন, 'যা হচ্ছে তা অবিশ্বাস্য! দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সংবাদসংস্থা কীভাবে একজনের সম্বন্ধে এভাবে মিথ্যে খবর ছড়াতে পারে, যে মানুষ চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে এবং দ্রুত সেরে উঠছে? এটা চূড়ান্ত অসম্মানজনক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। দয়া করে এই পরিবারকে তাদের প্রাপ্য সম্মান দিন এবং আমরা আমাদের গোপনীয়তা বজায় রাখার অনুরোধ করছি।'

অভিনেতার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নানা খবর মিডিয়ায় ঘুরছে। তাঁর পরিবার অভিনেতার অনুরাগীদের অনুরোধ করেছে, তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া খবরই যেন এক্ষেত্রে বিশ্বাস করেন তাঁরা। গতকাল অভিনেতা-পুত্র ও অভিনেতা সানি দেওলও বাবার অবস্থা স্থিতিশীল এবং তাঁর দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করার আবেদন জানিয়ে পোস্ট করেছিলেন। তারপরেও এই 'ভুয়ো' খবরে দেওল পরিবার ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত। ধর্মেন্দ্রকে দেখতে এদিন হাসপাতালে যান গোবিন্দা, সলমন খান, শাহরুখ খান প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, ধর্মেন্দ্রকে 'ইক্কিস' ছবিতে দেখা যাবে। ছবির মুক্তি চলতি বছর খ্রিস্টমাসে। অগস্ত্য নন্দা ছবির নায়ক। শ্রীরাম রাঘবন পরিচালিত ছবিটিতে সেনাবাহিনীর সর্বকনিষ্ঠ লেফটেন্যান্ট অরুণ ক্ষেত্রপালের জীবনী দেখা যাবে। ধর্মেন্দ্র অগস্ত্যর বাবার চরিত্র করছেন।

একনজরে সেরা ৫

মীরার ছবিতে

মীরা নায়ার ২০ শতকের বিখ্যাত চিত্রকর অমৃতা শের-গিলের বায়োপিক বানাচ্ছেন, নাম অমৃ। শোনা গিয়েছে, তাব্বু ছবিতে ক্যামেও করতে পারেন। তাঁর সঙ্গে কথা চলছে। এর আগে মীরা-তাব্বু কাজ করেছেন দ্য স্যুটেবল বয় ও দ্য নেমসেক-এ। ছবির প্রেক্ষাপট ভারত, ১৯১৫-১৯৪১ সময়কাল উঠে আসবে ছবিতে এবং চার বছর ধরে এর প্রস্তুতি চলছে।

স্ত্রী-ভেড়িয়া প্রেম

স্ত্রী ২ ছবিতে শ্রদ্ধা কাপুরের সঙ্গে ভেড়িয়ার বরুণ ধাওয়ানের রোমান্টিক গান ছিল। দুজনের রসায়ন দর্শক খুব পছন্দ করে। এখন শোনা যাচ্ছে, শ্রদ্ধা ও বরুণের প্রেম দেখা যেতে পারে পরবর্তীতে, এই হরর কমেডি ইউনিভার্সে। পরিচালক অমর কৌশিক তেমন ইঙ্গিত দিয়েছেন তবে স্পষ্ট করেননি কিছু। ভেড়িয়া ২ আসবে ২০২৬-এ, স্ত্রী ৩ আসবে ২০২৭-এ।

শ্রদ্ধার সঙ্গে রণদীপ

লক্ষ্মণ উটেকরের পরের ছবি 'ঈথা'-তে রণদীপ হুড়া আর শ্রদ্ধা কাপুরের প্রেম দেখা যাবে। চলতি মাসের শেষ থেকে শুটিং শুরু হবে। সূত্রের খবর, এই ছবি বিশিষ্ট মারাঠি লোকশিল্পী ভিথাবাঈ নারায়ণগোনকরের বায়োপিক। মারাঠি সংস্কৃতিতে ভিথাবাঈয়ের অবদানকে স্মরণ ও তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতেই এই ছবি। ভিথা শিল্পীর আদরের নাম, ভিথার আঞ্চলিক রূপান্তর ঈথা।

বদল রচনার

রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধায়ক হওয়ার পর দিদি নম্বর ওয়ানে আর তেমন মন দিচ্ছেন না। এর শুটিং না করে নিজের ছবির শুটিং করেছেন। এখন রাজনৈতিক কারণেই অনেক কথা বলছেন না, যা আগে বলতেন। তাই প্রতিযোগীরাও সহজ হতে পারছেন না। দিদির টিআরপিও পড়তির দিকে। এবার হাল ফেরাতে মাঠে নেমেছেন পরিচালক।

লিমকায় নাম

লিমকা বুক অফ রেকর্ডস এবং গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে নাম উঠল গায়িকা পলক মুচ্ছলের। তাঁর পলক পলাশ চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন দেশ-বিদেশ মিলিয়ে ৩,৮০০ শিশুর হার্ট সাজারি করেছে, তাই এই সম্মান। ছোটবেলায় ট্রেনে দুঃস্থ শিশুকে দেখেই প্রতিজ্ঞা করেন, এদের পাশে থাকবেন। মানবসেবার জন্য কোনও বলিউডি ব্যক্তিত্বর নাম উঠল গিনেসে।

চেনা পথে আর হাঁটবেন না সৃজিত?

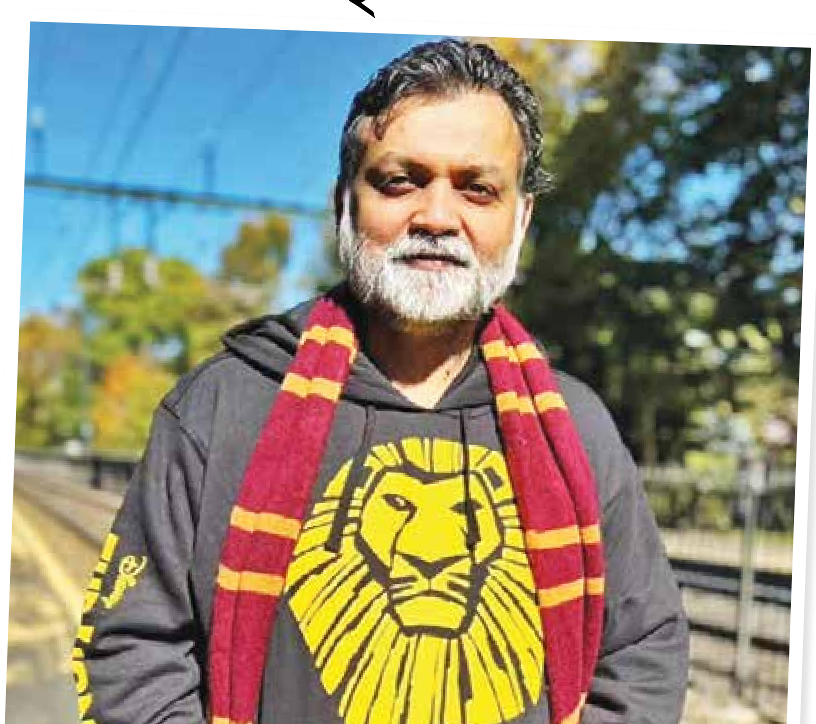

সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের চেয়ার বদলাচ্ছে? মানে দায়িত্ব বদলাচ্ছে? সৃজিত আর ছবির পরিচালনা করবেন না? আপাতত এই প্রশ্নই ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। তার কারণও অবশ্য আছে। সৃজিত এবার অন্য ভূমিকা বেছে নিয়েছেন যে। বরাবরই নিজের ছবিতে গানের ব্যবহার নিয়ে সৃজিত খুব খুঁতখুঁতে। অনুপম রায়ের সঙ্গে সৃজিতের জুটি আগে তৈরি হয়েছিল। প্রসেনজিতের সঙ্গে বরং পরে। তবে এত গান হিট থাকতেও সৃজিত আবার সংগীত পরিচালক বদলালেন। ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, কবীর সুমন হয়ে রণজয় ভট্টাচার্য, তমালিকা গোলদারদের মতো নতুনদের নামও উঠে এসেছে। তাঁর ছবিতে কাজ করে অনেক সংগীত পরিচালক বহু পুরস্কারও পেয়েছেন।

এবার তাঁর 'এম্পায়ারার ভার্সেস শরৎচন্দ্র' ছবির জন্যে নিজেই সংগীতের দায়িত্ব সামলাবেন সৃজিত। আর তারপর পরিচালক সুমন ঘোষের আসন্ন ছবিতে পুরোদস্তুর সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করবেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়।

আসলে মিউজিক হল তাঁর প্যাশন। এখনকার সংগীত পরিচালক যদি সিনেমার পরিচালক হতে পারেন, তাহলে সৃজিতও কেন গানের জগতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন না? আপাতত তাঁর এই নতুন ভূমিকার কথা শুনে টালিগঞ্জের আনাচকানাচে প্রবল উৎসাহ দেখা দিয়েছে।

সলমনই ধর্মেন্দ্র হতে পারবেন, বলছেন ধর্মেন্দ্রই

অসুস্থ অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে নিয়ে এখন মিডিয়া উত্তাল। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। দেওল পরিবারের তরফে হেমা মালিনী, সানি দেওল, এষা দেওল তাঁর স্থিতিশীল অবস্থার কথা জানিয়েছেন। ধর্মেন্দ্রর বায়োপিক নিয়ে অনেকবার কথা হয়েছে। তিনি তাঁর চরিত্রে কাকে বেছে নেবেন? এ প্রশ্নের উত্তরে অভিনেতা বলেছিলেন সলমন খান। সলমনের সঙ্গে তাঁর বন্ডিং খুব ভালো। সে সূত্রেই ২০২৫ সালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'ওর অনেক কিছুই আমার সঙ্গে মেলে। তাই আমার মনে হয়, ও পর্দায় আমাকে ঠিকঠাক তুলে ধরতে পারবে।' আর একবার তিনি বলেছিলেন, 'সলমন খুব ভালো মানুষ। ওকে আমি যখন প্রথম দেখি তখন ও খুব লাজুক ছিল। ও এখনও খুব লাজুক। আমরা একটা লেকের ধারে শুটিং করছিলাম। শুটিংয়ের মধ্যে ক্যামেরা যখন লেকে পড়ে গিয়েছিল, ও ঝাঁপিয়ে তুলে আনতে গিয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল ও খুব সাহসীও। ও খুব ইমোশনাল আর খুব ভালো মানুষ। যদি কেউ ভালো মানুষ না হয়, তাহলে সে কিছুই হতে পারবে না।' উল্লেখ্য, ধর্মেন্দ্রকে হাসপাতালে প্রথম সলমন খানই দেখতে গিয়েছিলেন।

ভালো আছেন জিতেন্দ্র

সঞ্জয় খানের স্ত্রী জরিন খানের শোকসভায় উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা জিতেন্দ্র। সেখানে সিঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে তিনি মাটিতে পড়ে যান। সোশ্যাল মিডিয়ায় জিতেন্দ্র সেই পড়ে যাওয়ার ভিডিও ভাইরাল হয়। তিনি যখন বাড়ির ভিতর যাচ্ছিলেন, সিঁড়ির দিকে মনঃসংযোগ ছিল না। উপরের দিকে দেখছিলেন, তাই পড়ে যান। চারপাশের লোকজন তাঁকে ধরে তোলে। তখন তাঁর মুখে বা শরীরী ভাষায় কোথাও কোনও উদ্বেগ বা কষ্টের চিহ্ন ছিল না। পরে জিতেন্দ্র-পুত্র তুষার কাপুর অভিনেতার স্বাস্থ্যের খবর দিয়েছেন। তিনি এক ওয়েবসাইটে জানিয়েছেন, জিতেন্দ্র ভালো আছেন। তাঁর তেমন কোনও চোট লাগেনি। ৮৩ বছর বয়সেও জিতেন্দ্র দারুণ ফিট। গত ২০ বছর তিনি কোনও ছবিতে কাজ করেননি।

ভি শান্তারামের জীবন নিয়ে ছবি

কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার ভি শান্তারামের জীবন নিয়ে ছবি আসছে এবার। কিরণ শান্তারামের উদ্যোগে এই ছবির মুখ্য চরিত্রে থাকছেন সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী। ফারদিন খান আসছেন অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে। ইতিমধ্যে ভি শান্তারামের চরিত্রে ফটোশুট করে ফেলেছেন সিদ্ধান্ত। তাঁর মুখের সঙ্গে কিংবদন্তির মুখের মিল পাওয়া গেছে। এবার আর তাই কোনও দেরি করছে না টিম। ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় সব কাজ হয়ে গেছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই শুটিং শুরু হয়ে যাবে। শান্তারাম বিয়ে করেছিলেন তিনবার। প্রথমজন বিমলা, পরের জন জয়শ্রী, তৃতীয় জনের নাম সন্ধ্যা। তাঁর সাত ছেলেমেয়ে। পর্দায় এই তিনজন স্ত্রীকেই দেখানো হবে।

দো আঁখে বারা হাত, ঝনক ঝনক পায়েল বাজে, নবরং-এর মতো ছবির নির্মাতার জীবনটা যে পরিমাণ বিশাল ক্যানভাস দাবি করে, সেই বিশালত্বকে মাথায় রেখেই এই ছবি সাজিয়ে তোলা হবে বলে জানানো হয়েছে। সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী ইতিমধ্যেই ভি শান্তারাম হয়ে উঠছেন। তবে ফারদিনের চরিত্রটা ঠিক কী, সেটা এখনও জানা যাচ্ছে না।

রণবীরের ছবির ট্রেলার মুক্তি স্থগিত

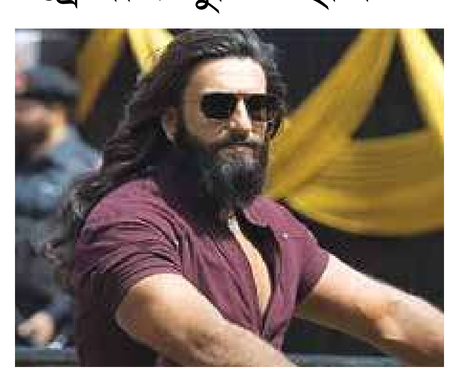

দিল্লির লালকল্লার পাশে ভয়ংকর বিস্ফোরণের জেরে রণবীর সিং অভিনীত ছবি ধুরন্ধর-এর ট্রেলর মুক্তি স্থগিত হল। জানা গিয়েছে, দিল্লির বিস্ফোরণের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ছবিতে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কথা বলা হয়েছে। রণবীরের সাজ পোশাক নিয়েও কথা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এই সংবেদনশীল বিষয়ে কথা এড়িয়ে যেতে চাইছেন নির্মাতারা। কবে ট্রেলর মুক্তি পাবে, তা নিয়ে কোনও তথ্য জানা যায়নি। ছবির পরিচালক আদিত্য ধর। ছবিতে রণবীর ছাড়া আছেন সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন, অর্জুন রামপাল প্রমুখ। এর আগে আদিত্য ওটিটি সিরিজ বারামুল্লা সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে। এখানে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কথা বলা হয়েছে।

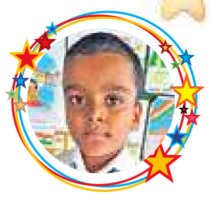

ছোট্ট তারা

ফালাকাটা সুভাষপল্লির একটি বেসরকারি স্কুলের ছাত্র লভিত তালুকদার। প্রথম শ্রেণির ছাত্র লভিত সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। পাশাপাশি আবৃত্তিতেও পারদর্শী।

মাসে প্রায় ১০০ জনকে পরিষেবা

বিনা ভিজিটে রোগী দেখেন পার্থ

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ১১ নভেম্বর : কথায় বলে জীব সেবা মানে শিব সেবা। এই মন্ত্রটিকে যেন অনুসরণ করছেন আলিপুরদুয়ারের চিকিৎসক পার্থপ্রতিম দাস। তাই তিনি মাসে ১০০ জনের অধিক রোগীকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। নিউটাউন এলাকায় অবস্থিত প্রভাত সংঘ ক্লাবের পাশে তাঁর প্রাইভেট চেম্বার। সেখানে ১ নভেম্বর থেকে তিনি এই পরিষেবা দেওয়া শুরু করেছেন।

সোম থেকে শনি পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি নিজের চেম্বারে বসছেন। সেখানে তিনি সর্বাধিক চারজন রোগীর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা করছেন। তবে রবিবারের জন্য রয়েছে আলাদা নিয়ম। সেদিন সকাল দশটা থেকে তিনি রোগী দেখছেন।

এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যাঁরা অর্থের অভাবে ডাক্তার দেখাতে চান না। তাঁদের সাহায্য করা আমার উদ্দেশ্য। এছাড়া এই কাজে নিজের মানসিক শান্তি রয়েছে।

পার্থপ্রতিম দাস

এই দিন তিনি দশজন রোগীকে এই পরিষেবা দিচ্ছেন। তাঁর এই উদ্যোগ বিভিন্ন মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

এই চেম্বারে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন সূর্যনগরের বাসিন্দা অনন্ত মজুমদার। ডাক্তার দেখিয়ে এসে তিনি বলেন, 'আলিপুরদুয়ারে অনেক চিকিৎসক রয়েছেন। তবে এমন মানবিক উদ্যোগ আমি এর আগে কাউকে নিতে দেখিনি। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ডাক্তার দেখালাম। ভিজিট না নিলেও তিনি আগের মতোই ধৈর্য নিয়ে আমার সব সমস্যার কথা শুনেছেন। ডাক্তারবাবুর এই উদ্যোগে আমরা খুব খুশি।' মাত্র ক'দিন ধরে চলা এই উদ্যোগে ভালোই সাড়া পেয়েছেন ওই চিকিৎসক।

অপরদিকে এই পরিষেবা যে শুধু শহরের মানুষদের জন্য তা কিন্তু নয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষ এমনকি জেলার বাইরে থেকে আসা রোগীরাও এই পরিষেবা নিতে পারবেন। শুধু বিনামূল্যে চিকিৎসা নয়, যাঁদের সুগার রয়েছে তাঁদের সুগারের পরীক্ষাও তিনি বিনামূল্যে করানোর উদ্যোগ নিয়েছেন।

মূলত যাঁরা টাকার অভাবে অনেকসময় চিকিৎসা করাতে পারেন না তাঁদের কথা মাথায় রেখে এই উদ্যোগ বলে জানান ওই চিকিৎসক। এবিষয়ে পার্থপ্রতিম বলেন, 'এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যাঁরা অর্থের অভাবে ডাক্তার দেখাতে চান না। তাঁদের সাহায্য করা আমার উদ্দেশ্য। এছাড়া এই কাজে নিজের মানসিক শান্তি রয়েছে। পরবর্তীতে বিনামূল্যে রোগী দেখার সংখ্যাটা আরও বাড়ানোর ইচ্ছে রয়েছে।' এর পাশাপাশি বিনামূল্যে যে স্বাস্থ্য শিবিরগুলির আয়োজন করা হয় সেগুলিও চলবে বলে জানান তিনি।

চিকিৎসকের এই উদ্যোগে শহর এবং শহর সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গা থেকে রোগীরা তাঁর চেম্বারে আসতে শুরু করেছেন। এই রোগীদের মধ্যে একজন রাজকুমার রাউত। তিনি বিনামূল্যে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন। তাঁর কথায়, 'এটি খুব ভালো উদ্যোগ। এতে অনেকের উপকার হবে। এধরনের উদ্যোগকে স্বাগত এবং সম্মান জানাই।' তাঁর মতে, 'অর্থের অভাবে অনেকে চিকিৎসা করাতে পারছেন না এবং অনেকের প্রাইভেটে গিয়ে ডাক্তার দেখানোর মতো সামর্থ্য নেই। সেইসব মানুষরা এখানে আসতে পারবেন।'

এসআইআরে পৌষমাস

সামান্য ভুলেই হলফনামার হিড়িক

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১১ নভেম্বর : এসআইআর আতঙ্কে গোটা রাজ্যজুড়ে এখন অস্থিরতা। নাগরিকত্বের প্রমাণ সংক্রান্ত নথিপত্রে সামান্য ভুল থাকলেই বিপদ হতে পারে- এই আশঙ্কায় সাধারণ এখন দৌড়াচ্ছেন আদালতে হলফনামা করতে। আলিপুরদুয়ারের কোর্ট চত্বরেও সেই একই ছবি দেখা যাচ্ছে। প্রতিদিন সকাল থেকে শুরু হচ্ছে ভিড়। কারও হাতে জন্মশংসাপত্র, কারও আধার কার্ড, কারও ভোটার আইডি- যেখানে সামান্য বানান ভুল বা নামের অমিলই এখন বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুক্রবার আলিপুরদুয়ারের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শিলা সাহা পুরসভায় আসেন মেয়ের জন্মসনদে নামের ভুল সংশোধন করতে। যেখানে বাবার নামের বানান আধার কার্ডের সঙ্গে মিলছে না। আধিকারিকরা জানান, নামের বানান পরিবর্তনের জন্য তাকে একটি হলফনামা বা অ্যাফিডেভিট দিতে হবে, যাতে উল্লেখ থাকবে— দুটি নথিতেই যে নাম আছে, তা একই ব্যক্তির। কিন্তু সেদিন কাজ শেষ করতে না পারায় সোমবার সকালে ফের তিনি আদালতে হাজির হন। বলেন, 'আগে এসব নিয়ে এত ভাবতাম না। এখন সবাই বলছে কাগজ ঠিক না থাকলে সমস্যা হতে পারে, তাই ঝুঁকি নিচ্ছি না।'

তাঁর মতো আরও অনেকেই এখন প্রতিদিন ছুটে আসছেন আদালতে। নথিতে বানান ভুল, নামের হেরফের বা ঠিকানার অসামঞ্জস্য- এইসব কারণে তৈরি হচ্ছে লম্বা লাইন। টাইপরাইটারের টেবিল, স্ট্যাম্প ভেন্ডারের দোকান- সবখানেই উপচে পড়ছে মানুষ। স্ট্যাম্প ভেন্ডার বিশ্বজিৎ সেন জানান, আগে যত স্ট্যাম্প বিক্রি হত, এখন প্রায় ৩০-৪০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। ১০ টাকার স্ট্যাম্প পেপারই এসব কাজে লাগে, কিন্তু এখন এত চাহিদা যে দুপুরের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। অনেকেই বাধ্য হয়ে ২০ টাকার স্ট্যাম্প নিচ্ছেন। কুন্তল বর্মন বলেন, 'আগে দিনে কয়েকটা হলফনামা টাইপ করতে হত। এখন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাজ চলছেই। যাঁদের আধার বা ভোটার কার্ডে নামের বানান ভুল, তাঁরা সবাই ছুটে আসছেন।' রূপক দাস নামে আরেকজন জানালেন, অন্যদিন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট থাকলেও, প্রতি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার করে এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বসেন। সেদিন আদালতে এই অ্যাফিডেভিটের কাজ করতে ভিড় হয় প্রায় তিনগুণ। এখন কাজের চাপ এত বেড়েছে যে অনেকেই আগেভাগে লিখিয়ে রেখে যাচ্ছেন, যাতে যেদিন এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আসেন, সেদিন শুধু সই করিয়ে নিতে পারেন।

আলিপুরদুয়ার আদালতের আশপাশের পরিবেশেই এখন এই তাড়াহুড়ো, চিন্তা আর ব্যস্ততার ছবি। কেউ নামের ভুল ঠিক করছেন, তো কেউ আবার ঠিকানা বদলাচ্ছেন, কেউ আবার নিজের বা সন্তানের পরিচয় প্রমাণের নথি মিলিয়ে নিচ্ছেন। প্রবীণ রমানাথ শিকদার বলেন, 'আগে এসব নিয়ে ভাবতাম না। এখন সবাই বলছে, কাগজে সামান্য ভুল থাকলেও সমস্যা হতে পারে। তাই আজকাল কোর্টেই ভিড় করছি। কাগজেই নাকি এখন সব প্রমাণ।' আলিপুরদুয়ার বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুহৃদ মজুমদার বলেন, 'বিষয়টা নিয়ে আমার তেমনভাবে জানা নেই। দেখতে হবে।'

দিন যত যাচ্ছে, এই ভিড় ততই বাড়ছে। আদালতের সামনে একটাই দৃশ্য— কাগজের ব্যাগ হাতে সাধারণ মানুষ, আর টাইপ মেশিনের খটাখট শব্দে ভরা কোর্ট চত্বর। সব মিলিয়ে এসআইআর আবহে আদালত চত্বর এখন জমজমাট।

অতীত-বর্তমান

- আগে যত স্ট্যাম্প বিক্রি হত, এখন প্রায় ৩০-৪০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে
- ১০ টাকার স্ট্যাম্প পেপারই এসব কাজে লাগে, কিন্তু চাহিদার কারণে দুপুরের মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে
- অনেকেই বাধ্য হয়ে ২০ টাকার স্ট্যাম্প নিচ্ছেন
- আগে দিনে কয়েকটা হলফনামা টাইপ করতে হত
- এখন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাজ চলছেই
- অন্যদিন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট থাকলেও, প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বসেন
- সেদিন আদালতে এই অ্যাফিডেভিটের কাজ করতে ভিড় হয় প্রায় তিনগুণ
- এখন অনেকেই আগেভাগে লিখিয়ে রেখে যাচ্ছেন যাতে যেদিন এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আসবেন, সেদিন শুধু সই করিয়ে নিতে পারেন

আদালত ও ক্যাফেতে ভিড়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

স্টুডিও ও ক্যাফে মালিকদের হাসিমুখ

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ১১ নভেম্বর : হাতে হাতে স্মার্টফোন চলে আসার পর এখন ছবি তোলার স্টুডিও আর সাইবার ক্যাফের কাজ কী? কোনও নথিপত্রের জন্য ছবির প্রয়োজন হলে খোঁজ পড়ে স্টুডিও'র। আর একাদশ শ্রেণিতে বা কলেজে ভর্তির সময় বা কোনও চাকরির ফর্ম ফিলআপের সময় খেয়াল হয় সাইবার ক্যাফের কথা। তবে এসআইআর-এর হাওয়ায় এখন এই দুই 'বিলুপ্তপ্রায়' পেশার দারুণ কদর। ছবি তোলা, পুরোনো ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে কি না সেটা দেখা, অনলাইনে এসআইআর-এর ফর্ম ফিলআপ ইত্যাদি কাজের জন্য স্টুডিও ও সাইবার ক্যাফেতে যেন অকালবসন্ত।

বঙ্গে এসআইআর ঘোষণার পর বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে এনুমারেশন ফর্ম বিলির প্রক্রিয়া চলছে। আপাতত কোনও নথি জমা না দিলেও ওই ফর্মের সঙ্গে ভোটারদের নিজেদের বর্তমান ছবি দিতে হচ্ছে। সেকারণেই ভিড় জমেছে ক্যাফের পাশাপাশি স্টুডিওগুলোতেও। অন্যদিকে, দু'দিন হল অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইনেও শুরু হয়েছে এসআইআর-এর আবেদন। তবে এখনও ফর্ম ফিলআপের ক্ষেত্রে অফলাইনকেই ভরসা করছেন অনেকে। তাই অনলাইন নিবন্ধীকরণ করার প্রক্রিয়া চালু হলেও ক্যাফেগুলোতে তেমনভাবে ভোটারদের লাইন বা আবেদন চোখে পড়েনি। তবে যেসব ক্যাফেগুলোতে ছবি তোলার ব্যবস্থাও রয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে ফোটো তোলার চাহিদা। আলিপুরদুয়ার শহরের একটি সাইবার ক্যাফের মালিক এমডি হাকিম আনসারির কথায়, 'অনলাইনে এসআইআর-এর আবেদন করতে তেমন কেউ আসছেন না। তবে ফোটো তুলতে অনেকেই আসছেন। আগের মতোই দাম রয়েছে।'

আলিপুরদুয়ার শহরের বুকে প্রায় ৫০টিরও বেশি সাইবার ক্যাফে রয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই জানাল একই কথা। তবে কলেজ হল্টের এক ক্যাফেতে গেলে দেখা গেল উপচে পড়া ভিড়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এসেছেন ছবি তুলতে। ক্যাফের মালিক রাজু রায় জানান, অনেক মানুষ আসছেন এসআইআর-এর জন্য ছবি তুলতে। সেক্ষেত্রে তাঁরাও তাঁদের সাহায্য করছেন। ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। প্রায় প্রত্যেকটি ক্যাফেতেই সাধারণ মানুষ যাচ্ছেন ভোটার তালিকা ও অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে কি না সে বিষয়ে খোঁজখবর নিতে। জংশন এলাকায় ক্যাফে রয়েছে সঞ্জু রায়ের। তিনি বলেন, 'ভোটার লিস্ট ও ছবি তুলতে অনেকেই ফোন করছেন। কেউ কেউ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও সেগুলো করিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।' এদিন সেখানে ছবি তুলতে এসেছিলেন পরিমল বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'এসআইআর-এর জন্য ফর্ম দিয়ে গিয়েছে সেখানে ফোটো প্রয়োজন তাই তুলে নিয়ে গেলাম।'

অন্যদিকে, এসআইআর শুরু হতেই কিছুটা হলেও আয় বেড়েছে ক্যাফে মালিকদের। জানা যাচ্ছে, ২০০২ সালের ভোটার লিস্ট বের করা থেকে নতুন আবেদন এমনকি নাম সংশোধন প্রতি ক্ষেত্রেই মানুষের চাহিদা রয়েছে। তবে সার্ভিস চার্জ বেড়েছে এমন নয়। ভোটার তালিকা ও ২০০২-এর ভোটার লিস্ট বের করে দিতে ক্যাফেগুলোতে ১০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। তেমনি ছবি তোলার ক্ষেত্রে ৪ কপি ছবি -২০ টাকা, ৬ কপি ছবি -৩০ টাকা এবং ১২ কপি ছবি -৬০ টাকা দাম নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, যে সমস্ত ফোটো স্টুডিও রয়েছে সেখানেও কিছুটা বেড়েছে আয়। তবে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে সাইবার ক্যাফেই। এক স্টুডিও মালিক শ্যাম সাহা জানান, এখন প্রত্যেকের কাছেই স্মার্টফোন রয়েছে, ছবির কোয়ালিটিও বেশ ভালোই সেক্ষেত্রে। তাই ব্যবসা তো অনেকদিন থেকেই খারাপ, তবে এসআইআর শুরু হওয়াতে কিছু কিছু মানুষ এসেছেন এবং এখনও আসছেন ছবি তুলতে। আবার অনেকে ক্যাফেগুলোতে ভিড় থাকার ফলে সময় বাঁচাতেও সেই স্টুডিওমুখী হচ্ছেন।

ভোটার লিস্ট ও ছবি তুলতে অনেকেই ফোন করছেন। কেউ কেউ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও সেগুলো করিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

সঞ্জু রায় *ক্যাফে মালিক*

এসআইআর নিয়ে সিপিএমের সহায়তা

কামাখ্যাগুড়ি, ১১ নভেম্বর : এসআইআর নিয়ে মানুষকে সাহায্য করতে পারোকাটার বুথে বুথে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছেন সিপিএমের নেতা-কর্মীরা। সাধারণ ভোটারদের সহায়তা করতে এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

ভোটার তালিকায় নতুন নাম অন্তর্ভুক্তি, ঠিকানা সংশোধন এবং নামের ত্রুটি দূরীকরণে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে দলটি। কামাখ্যাগুড়ি দলের এরিয়া কমিটির দপ্তরেও এই নিয়ে সহায়তাকেন্দ্র খোলা হয়েছে।

দলের স্বেচ্ছাসেবকরা সাধারণ ভোটার ও কর্মীদের ফর্ম লিখতে সহযোগিতা করছেন, প্রয়োজনে অনলাইনেও সহায়তা করছেন।

সিপিএম আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বলাই সরকার বলেন, 'গণতন্ত্রের ভিত্তি হল সঠিক ভোটার তালিকা। সাধারণ মানুষ যাতে কোনও সমস্যায় না পড়েন এবং সঠিকভাবে নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে আমরা প্রতিটি বুথে গিয়ে এই কাজ করছি। পাশাপাশি, ভোটারদের সচেতন করা হচ্ছে। আমাদের এই কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে চলবে।'

ডিসকাস থ্রোয়ের অনুশীলনে মগ্ন কিশোরী। আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

জরিমানা

ফালাকাটা, ১১ নভেম্বর : হেলমেটহীন চালক ও গাড়ির কাগজপত্র ঠিক আছে কি না, তা দেখতে অভিযানে নামল ফালাকাটা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার শহরের বিভিন্ন মোড়ে তারা অভিযান চালায়। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা সবসময় হেলমেট না পরে বাইক চালাতে নিষেধ করি। তারপরেও অনেকে সচেতন নন। তাই এদিন অভিযানে নামা হয়।'

জানা গিয়েছে, এদিন মোট ৪০ জনকে জরিমানা করা হয়। এদিন ফালাকাটা ট্রাফিক মোড়, শীতলাবাড়ি, মিলরোড, ধূপগুড়ি মোড়, দুলালদোকান প্রভৃতি এলাকাতে অভিযান চালায় ট্রাফিক পুলিশ। এই অভিযান লাগাতার চলবে বলে জানিয়েছে তারা।

শিবিরে ভিড় কমে প্রশ্ন

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১১ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দপ্তর (এমএসএমই)-এর উদ্যোগে প্রতি বছরই জেলার বিভিন্ন স্থানে 'শিল্পের সমাধানে শিল্পোদ্যোগীদের দুয়ারে' নামে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় নানা সরকারি পরিষেবা এক ছাতার নীচ থেকে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। তবে এবছর আলিপুরদুয়ারে আয়োজিত এই শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো কম, যা প্রশাসনের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রতি বছরের মতো এবারও আলিপুরদুয়ার পুরসভার উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার পুর হলে এমএসএমই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। শিবির শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। চলবে বুধবার পর্যন্ত। গত বছর তো এই শিবিরে দুই হাজারেরও বেশি উদ্যোক্তা, শিল্পোদ্যোগী এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ খুঁজছেন এমন লোকজন অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু এবছর শিবির শেষ হতে আর মাত্র একদিন বাকি, তবু এখনও পর্যন্ত পাঁচশোরও কম ব্যক্তি এই পরিষেবাগুলি নিতে এসেছেন। ফলে প্রশাসনিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, উদ্যোক্তাদের আগ্রহ কি কমে যাচ্ছে? নাকি শিবির নিয়ে প্রচারে ঘাটতি রয়ে গিয়েছে?

আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর লোক কম আসার পিছনে আবার এসআইআর'কে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, 'এবছর অনেকে এসআইআর ফর্ম নিয়ে বিএলও'রা এসে ফিরে যাবেন, এই আতঙ্কে বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন না। পাশাপাশি অনেকেরই ধারণা, বছরের অন্যান্য সময়েও আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যা বা পুরসভার মাধ্যমে এই কাজগুলো করা যায়। তাই তাঁরা পরে করবেন বলে ভাবছেন।'

ক্যাম্পে মূলত যেসব পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে- উদ্যম রেজিস্ট্রেশন, কারিগরদের জন্য টুলকিটের আবেদন, কারিগর ও তাঁতিদের তালিকাভুক্তিকরণ, খাদি ও তাঁতি কল্যাণ প্রকল্প, সমাধান পোর্টালে বিলম্বিত পেমেন্ট সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত নথি জমা দেওয়া ইত্যাদি। এমন বহুমুখী পরিষেবা থাকা সত্ত্বেও এবারের কম উপস্থিতি নিয়ে হতাশ পুর কর্তৃপক্ষ।

তবে শুধু এসআইআর নিয়ে ভয় নয়, সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে সচেতনতার অভাব এবং তথ্য প্রচারে ঘাটতি থাকার অভিযোগও উঠছে। এলাকার এক ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগী জয়ন্ত প্রামাণিক বলেন, 'আমরা অনেকেই জানি না, এই শিবিরে কী কী সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। আগে জানলে হয়তো অনেকেই আসতেন।' মিষ্টি ব্যবসায়ী বিজন সাহারও একই কথা। তিনি অবশ্য শিবিরে এসেছিলেন। বলছিলেন, 'আমার দোকানটা ছোট, তাই ব্যবসা বাড়াতে ঋণের দরকার। ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডের আবেদন করতে এসেছি। এখানকার কর্মকর্তারা বিস্তারিত বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আগে জানলে আরও অনেকে আসতেন।'

এসআইআর ফর্ম নিয়ে বিএলওরা এসে ফিরে যাবেন, এবছর অনেকে এই আতঙ্কে বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন না।

প্রসেনজিৎ কর *চেয়ারম্যান, আলিপুরদুয়ার পুরসভা*

গুরুজনদের আলোর নীচেই অন্ধকার

খোলা জানালা

আগামী শুক্রবার শিশু দিবস। ছোটদের দিন। কোনটা করলে ভালো, কোনটা খারাপ, সবসময় বড়রাই তো ছোটদের বলে দেয় সেই কথাটা। ছোটরা বড়দের ঠিক কী চোখে দেখে? বলল নিউটাউন গার্লস স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী **ছন্দশ্রী মুখোপাধ্যায়**

যখনই শিশু দিবস আসে তখনই মনে একটা প্রশ্ন জাগে, আচ্ছা বড়রা কেমন হয়? আমার চোখে বড়রা কেমন, আজ সে কথাই লিখব।

আমার চোখে বড়রা হল আলোর মতো। আলো যেমন অন্ধকার কাটিয়ে আমাদের প্রত্যক্ষভাবে দেখতে সাহায্য করে তেমনি বড়রা আমাদের জীবনের অন্ধকার কাটিয়ে জগৎটাকে পরোক্ষভাবে চিনতে ও বুঝতে শেখান। বড়রা আমাদের স্বপ্ন দেখতে শেখান এবং সেই স্বপ্ন যাতে সত্যি করতে পারি তার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। বড়রা হলেন শিশুদের কাছে এক জীবন্ত উদাহরণ, এক চলমান পাঠশালা। বাবা, মা, পরিবারের অন্য গুরুজন, বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, নৃত্যগুরু ও পারিপার্শ্বিক সমস্ত গুরুজনের সাহচর্য ছোটদের উৎসাহিত করে সঠিক পথে জীবনে বড় কিছু করার জন্য। বড়দের কথা বলার ধরন, নম্রতা, ধৈর্য, সাজপোশাকের আভিজাত্য, অতিথিদের সঙ্গে ব্যবহার শিশুরা ছোটবেলা থেকেই অনুকরণ করতে থাকে। বড়রা বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে যখন নিযুক্ত থাকেন তাঁদের দেখে ছোটরাও পরবর্তীকালে সমাজসেবায় উদ্বুদ্ধ হয়। বড়রাই আমাদের বাইরের জগৎটাকে চিনতে শেখান। তাঁরাই আমাদের বুঝতে শেখান কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ, কোন জায়গায় কোন কথাটা বলা উপযুক্ত কোনটা নয়। শিশুদের সকল কাজেই তাঁরা তাঁদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। শিশুদের জয়ে যেমন বড়রা গর্ব বোধ করেন তেমনি পরাজয়ে সান্ত্বনার পাশাপাশি হার না মেনে লড়াই করতে উৎসাহ জোগান।

তবে জীব মাত্রই বৈচিত্র্যময়। তাই মানুষের মধ্যেও দ্বৈত আচরণ কখনো-কখনো শিশু মনকে ব্যথিত করে। বড়রা আমাদের শেখান মিথ্যা কথা বলতে নেই। অথচ বাড়ির ছোটদের সামনেই প্রয়োজনে তাঁরা মিথ্যা কথা বলে থাকেন। ছোটদের শেখানো হয় প্লাস্টিক ব্যবহার না করতে, আবর্জনা যত্রতত্র না ফেলতে, পরিবেশকে দূষিত না করতে, কিন্তু বড়রা প্রায়শই প্রকাশ্যে প্লাস্টিকের প্যাকেট আর আবর্জনা রাস্তায় ফেলেন। স্কুলে যাওয়ার পথে প্রায়শই দেখি যে বাইকচালক ট্রাফিক আইন না মেনে হুসহুস করে চলে যান। তারস্বরে হর্ন বাজান। এসব দেখে আমাদের শিশু মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে কোনটা ঠিক?

বড়রা বলেন, বাইরের খাবার খাওয়া ভালো না। কিন্তু সন্ধ্যার পরে বাইরে বেরোলে বড়দের দেখি খাবারের দোকানে ভিড় করতে। ওঁরা কত বেশি সময় ধরে ফোন ঘাটেন, আর আমাদের বলে ফোন কম দেখতে। বর্তমান যুগে ছোট পরিবারে বৃদ্ধ মানুষের অনেক ক্ষেত্রেই স্থান হয় না তাঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় বৃদ্ধাশ্রমে। পরিবারের লোকজনের এরকম আচরণ শিশু মনে প্রভাব ফেলে। বড়দের সাফল্য যেমন ছোটদের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করতে পারে তেমনি বড়দের খারাপ আচরণ দেখে শিশুরা ভুল পথে চালিতও তো হতে পারে।

পৃথিবীর পাঠশালা

ধন্যি সন্ন্যাসিনী

ঘরে থাকতে চায় না ছটফটে বাচ্চারা। তাদেরই দেখা যায় দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াতে। কিন্তু একই অবস্থা যে অশীতিপর তিন সন্ন্যাসিনীরও হতে পারে তা কে ভেবেছিল! অস্ট্রিয়ার এক বৃদ্ধাশ্রম থেকে তিন জেদি সন্ন্যাসিনীর চম্পট দেওয়ার ঘটনায় এখন রীতিমতো শোরগোল নেট দুনিয়ায়। স্বাস্থ্য ফেরাতে পুরোনো মঠ ছেড়ে আধুনিক কেয়ার হোমে গেলেও সেখানে মন টিকছিল না সিস্টার থেরেসিয়া, মারিয়া আর গার্ট্রুডের। তাঁদের মন পড়ে ছিল 'বার্ধক্যের বারাণসী' সেই পুরোনো ভেষজ চায়ের বাগিচায়! তাই নিজেদের মধ্যে শলা করে একেবারে ফিল্মি কায়দায় পালানোর ফন্দি আঁটেন তিন দিদিমা। এ কাজে তাঁদের সাহায্য করেন এক প্রাক্তন ছাত্রী আর এক তালামিস্ত্রি। সন্ন্যাসিনীরা ফিরে গেলেন নিজেদের ভাঙাচোরা প্রিয় মঠটিতে। পুলিশ তাঁদের ফেরানোর চেষ্টা করেছিল গুরুতর স্বাস্থ্যহানির ভয় দেখিয়ে। কিন্তু টলানো যায়নি প্রবীণাদের। তাঁরা খিল আটকে বসে রইলেন ঘরের মধ্যে। বহু সাধ্যসাধনাতেও দরজা খোলেননি। শেষে হাল ছাড়ে পুলিশ। এখন সন্ন্যাসিনীদের আগলে রেখে তাঁদের শখ-আহ্লাদ মেটাচ্ছেন গ্রামবাসী। এক পড়শি মজা করে তো বলেই দিলেন, 'ধন্যি মেয়ে বটে! এঁদের জেদ দেখলে ষাঁড়েরও হার মানা উচিত! এই বয়সেও এত অ্যাডভেঞ্চারিজম ভাবা যায় না!'

স্কটিশ সৈকতে ছিনাথ বহুরূপী

সন্ধেবেলার স্কটল্যান্ডের ওয়ালেস বে সৈকত। কালো প্যান্থার সেজে বেলাভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি লোক। দেখলে মনে হবে, সস্তা ভৌতিক চলচ্চিত্রের চলমান পোস্টার! ওই 'কালো বিড়াল-মানুষ'ই এখন ইন্টারনেটে ভাইরাল, যা একই সঙ্গে রহস্যময় এবং হাসির খোরাক। সেটা ২০২৫ সালের অক্টোবর। মসৃণ কালো পোশাক, জ্বলজ্বলে চোখের মুখোশ পরে নিঃশব্দ সৈকতে অনেকেই ঘুরে বেড়াতে দেখেছে লোকটাকে। তার সঙ্গে কেউ কেউ আবার মিল পেয়েছেন হাইল্যান্ডসে দেখা দেওয়া 'নেকড়ে-মানুষের' সঙ্গেও। সমাজমাধ্যমে ইতিমধ্যে মিলিয়ন ভিউ পার করেছে তার লাফানো আর বিড়ালের মতো চিৎকার করার ভিডিও। মানুষটার হাবভাব মনে করিয়ে দেয় শরৎচন্দ্রের ছিনাথ বহুরূপীকে। কিন্তু লোকটা কে? সে কি পাগল, নাকি ইউটিউবার? নাকি নিছক একজন অভিনেতা! স্থানীয় প্রশাসন যদিও বিড়াল-মানুষের কাণ্ডকারখানাকে 'নির্দোষ পাগলামি' বলে উড়িয়ে দিয়েছে। রহস্য কিন্তু আজও বহাল।

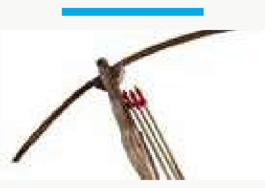

তিরের গুঁতোয় দিব্যি বহাল

ইতালির এই লোকটি যেন সাক্ষাৎ 'অদ্ভুত কৌতুক'! ৬৪ বছরের জিউসেপ রসি দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর তাঁর কপালে গেঁথে আছে প্রায় এক ফুট লম্বা তির! তাঁর দরজায় নক করে এই দৃশ্য দেখে তো স্বেচ্ছাসেবীদের চক্ষু চড়কগাছ! রসি একেবারে নির্বিকার। ভ্রূক্ষেপহীন মানুষটা যেন কপালে সিঁদুর টিপ পরে আছেন! এমন অদ্ভুত অবস্থায় তিনি দু'দিন কাটিয়েছেন, জ্বরও আসেনি। হাসপাতালে ভর্তির সময়েও নির্বিকার রসির জবাব, 'তেমন লাগছে না!' নিউরোসার্জনরা বিস্মিত, তিরটি সামান্য একটু এদিক-ওদিক হলেই ভিতরে ঘিলু সব তালগোল পাকিয়ে যেত! অস্ত্রোপচারে তির বের হলেও সংক্রমণের আশঙ্কা ছিলই। পুলিশের সন্দেহ, গ্যারাজে বসে নিজে নিজেই তির ছোড়ার অনুশীলন করতে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন রসি। ইমার্জেন্সির নার্স বলেছেন, 'পরের বার নরম বল নিয়ে খেলবেন, প্লিজ।' মানুষ যে মৃত্যুর কিনারা ঘেঁষেও বিন্দাস থাকতে পারে, রসি যেন তার সাক্ষাৎ প্রমাণ।

বাক্স-ভূতের উদ্ভট উপহার

ভোর ৩টের সময় দরজার ক্যামেরায় দেখলেন, মুখ ঢাকা, কাগজের মুখোশ পরা একটা লোক ফিশফিশ করে বলছে, 'বাক্স-দানব হাজির…।' তারপর সে আপনার দরজায় একটা খালি কার্ডবোর্ডের বাক্স রেখে পালিয়ে গেল! চলতি বছরের মার্চে পেনসিলভেনিয়ার কুতজটাউনের এই ঘটনা এখন ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে পাড়াপড়শির।

স্থানীয় বাসিন্দা লিসা গ্রান্টের ক্যামেরায় ধরা পড়ে এই 'ভূত'। বেশ নাটকীয় ঢঙে বাক্সটি রেখে অংবংচং কিছু মন্ত্র পড়ে মাইকেল জ্যাকসনের কায়দা 'মুন ওয়াকিং' করে চম্পট দিতে দেখা যায় তাকে। না চুরি, না ভাঙচুর, শুধুমাত্র একটা খালি বাক্স! পুলিশ হেসে বলেছে, 'মনে হচ্ছে এ আমাদের ক্রিসমাসের সান্তাক্লজ, তবে গথিক স্টাইলে!'

জানা যায়, কাছাকাছি এক কিশোর এই কাণ্ড ঘটিয়েছে, কিন্তু সে বলছে এটা নাকি তার 'শিল্পকর্ম'। অনলাইনে একজন বুদ্ধি করে লিখেছেন, 'কম করে হলেও বাক্স-ভূত জিনিসপত্র পুনর্ব্যবহার করেছে।' আর একজন লিখেছেন, 'এ ভূত ভয় দেখায় কম, হাসায় বেশি!'

মৃত্যুতে এসআইআর তর্জা

কুমারগঞ্জ ও বালুরঘাট, ১১ নভেম্বর : এসআইআর ঘিরে উদ্বেগ ও বিভ্রান্তির মধ্যেই কুমারগঞ্জে এক বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম ওছমান মণ্ডল (৬৫), পেশায় দিনমজুর। বাড়ি কুমারগঞ্জ থানার ডাঙ্গারহাট আগাছা এলাকায়। শান্ত স্বভাবের, পরিশ্রমী মানুষ হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন তিনি। চার মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, তিন ছেলে মহারাষ্ট্রে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। এক ছেলে সম্প্রতি বাড়ি ফিরেছিলেন কিছুদিনের ছুটিতে। ভোটার কার্ডে তাঁর নাম ওছমান মণ্ডল। অথচ ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম লেখা রয়েছে ওছমান মোল্লা। একই সময়ে জব কার্ডের বায়োমেট্রিক প্রক্রিয়া কাজ করছিল না তাঁর। তখন থেকেই বাংলাদেশি তকমার ভয়টা আরও বেশি জাঁকিয়ে বসেছিল মনে। আশঙ্কা করেছিলেন, প্রশাসন তাঁকে 'ভুয়ো নাগরিক' ঘোষণা করতে পারে।

সৈকতের ভিডিও নিয়ে রিপোর্ট চাইলেন মমতা

জলপাইগুড়ি, ১১ নভেম্বর : সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাসকে কান ধরে ওঠবস করানোর অভিযোগ ঘিরে কার্যত কোণঠাসা জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাবী চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়। একটি সূত্র জানিয়েছে, ঘটনার গুরুত্ব বুঝে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে বিষয়টি সম্পর্কে গোপন রিপোর্ট দিতে বলেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। এমন ঘটনায় তিনি যথেষ্টই বিরক্ত। একদিনের সফর শেষে মঙ্গলবার সকালেই কলকাতা ফেরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে তিনি গৌতমকে বিশেষ নির্দেশ দিয়ে যান, সৈকতের যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, সেই ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে বিস্তারিত জানাতে।

সৈকতের ওই ভিডিও নিয়ে মঙ্গলবার দিনভর উত্তাল ছিল জলপাইগুড়ি। ডিআই এবং প্রশাসন কেন ১০ মাসেও বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ করলেন না, এমন প্রশ্ন উঠছে সব মহল থেকেই। এদিন বিকেলে প্রতিবাদ মিছিল করে বিজেপি। সব সংগঠন থেকে সৈকতের তীব্র সমালোচনা করা হয়। এমনকি, এমন একজনের হাতে শহরের দায়িত্ব দেওয়া কতটা সঠিক সিদ্ধান্ত, এই প্রশ্নও তোলেন অনেকে। প্রচণ্ড চাপের মুখে তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেছেন, 'সিসিটিভি ফুটেজ যাচাই না করে কিছু বলা সম্ভব নয়। শীর্ষ নেতৃত্ব ঘটনা সম্পর্কে অবগত। যা বলার তাঁরাই বলবেন।'

মঙ্গলবার স্কুলে শিক্ষিকাদের একটা বড় অংশই প্রধান শিক্ষিকাকে জিজ্ঞাসা করেন, এত লজ্জাজনক ঘটনা তিনি আগে কেন তাঁদের জানাননি? কেন ১০ মাস পরে সংবাদপত্র পড়ে তাঁরা স্কুলের এই অসম্মানের কথা জানলেন? সুতপা প্রথমে লোকলজ্জার কারণে চুপ থাকার কথা বললেও পরে বলছেন, 'আমি প্রস্তুত। আদালত পর্যন্ত মামলা গড়ালেও ভয় পাই না। সমস্ত তথ্যপ্রমাণ রয়েছে আমার কাছে।'

সৈকত অবশ্য গতকালের সুরেই বলছেন, 'যা হবে আদালতে হবে। আমাকে কীভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কালিমালিপ্ত করার চক্রান্ত করা হয়েছে তার জবাব আদালতেই দেব।' সোমবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পোস্ট করা ভিডিও ঘিরে হইচই পড়ে যায়। ওই ভিডিওয় দেখা যায়, জলপাইগুড়ির সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাসকে তাঁর চেম্বারে কান ধরে ওঠবস করাচ্ছেন সৈকত।

এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই মঙ্গলবার সকাল থেকে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক মহল থেকে প্রতিবাদ তীব্রতর হতে থাকে।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ওঠে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ও জেলা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। গোটা ঘটনার কথা জেলা শাসককে জানানো হয়েছিল কি না, সে বিষয়টির সরাসরি উত্তর দেননি বিদায়ি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বালিকা গোলে। এদিন তিনি জলপাইগুড়ি থেকে রায়গঞ্জের ডিআই পদে বদলি হয়েছেন। তিনি শুধু বলেছেন, 'প্রধান শিক্ষিকার অভিযোগ পেয়েই সেই মাসেই রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তরে জানিয়েছিলাম। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।' এই বিষয়ে জেলা শাসককে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। মেসেজ পাঠানো হলে তার উত্তর দেননি।

ওইদিনের ঘটনা সম্পর্কে সুতপা ডিআই-কে জানিয়েছিলেন, স্কুলের শিক্ষিকা অরুণিমা মৈত্রকে সহকারী প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি সৈকত। ৪ জানুয়ারি স্কুলে স্টাফ রুমে মিটিং ডাকেন তিনি। তারপর আমার রুমে আমার ও অরুণিমার সঙ্গে তাঁর তীব্র বাদানুবাদ হয়। সৈকত আমাকে কান ধরে ওঠবস করান।

প্রত্যাশামতোই বিষয়টিকে ইস্যু করছে বিজেপি। এদিন সন্ধ্যায় শহরে প্রতিবাদ মিছিল করে তারা। জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় বলেন, 'বিধানসভার বিরোধী দলনেতা যদি ঘটনা প্রকাশ্যে না আনতেন তাহলে আমরা জানতেও পারতাম না। কেন শিক্ষা দপ্তর শীতঘুমে রয়েছে? আসলে তৃণমূলে যাঁরাই ক্ষমতায় থাকেন তাঁরাই এইসব অনৈতিক কাজ করে দাম পান।'

ইসলামপুর পুরসভার সামনে অমানবিক ঘটনা

কুকুরের মুখে শিশুর মাথা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১১ নভেম্বর : সদ্যোজাতকে মুখে নিয়ে ঘুরছে পথকুকুর। যখন নজরে এসেছে ততক্ষণে সদ্যোজাতের মাথার একটি অংশ খুবলে খাওয়া হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে এই দৃশ্য দেখে রীতিমতো শিউরে উঠেছেন ইসলামপুর শহরের নিউটাউনপাড়ার বাসিন্দারা। ইসলামপুর পুরসভা অফিসের সামনের মাঠের এই দৃশ্য শহরজুড়ে আলোড়ন ফেলেছে।

'অমানবিক ঘটনা' বলে মন্তব্য করেছেন পুর চেয়ারম্যান সহ সাধারণ মানুষ। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সদ্যোজাতের দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস বলেন, 'সদ্যোজাতর দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগারওয়াল বলেন, 'সদ্যোজাতকে মুখে নিয়ে খুবলে খেতে খেতে কুকুর ঘুরছে এই ঘটনা কাম্য নয়। অমানবিকতার চরম বললেও কম বলা হবে।'

সদ্যোজাতর দেহ উদ্ধারে ঘটনাস্থলে ইসলামপুর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার।

কিছুদিন আগেই শহরের তিনপুল এলাকায় মার্কেটিং ইয়ার্ডেও এক সদ্যোজাতের দেহ উদ্ধার হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শী মহম্মদ বাবলু বলেন, 'সকাল ১১টা থেকে আমি এদিন এই চত্বরেই আছি। বিকেলের দিকে আচমকা দেখি একটি পথকুকুরের মুখে সদ্যোজাতর দেহ। মাঝে মাঝে মাটিতে ফেলে খুবলে নিচ্ছে। কাছে যেতেই দেহ ফেলে কুকুরটি পালিয়ে যায়।' খবরটি চাউর হতেই এলাকার বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন। পথচলতি সাধারণ মানুষও দাঁড়িয়ে পড়েন। বিশেষ করে মহিলারা মর্মান্তিক এই ঘটনা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। ওই এলাকাতেই বাড়ি পেশায় শিক্ষিকা মমতা ভৌমিকের। মমতার প্রতিক্রিয়া, 'একজন মা হিসেবে এই দৃশ্য মেনে নিতে পারছি না। সন্তান যারই হোক, কুকুর খুবলে খেয়ে মুখে নিয়ে ঘুরছে, সভ্যসমাজে এই দৃশ্য কাম্য নয়।'

প্রাথমিকভাবে ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান, কোনও নার্সিংহোম বা অবৈধ প্রসবকেন্দ্র থেকে বর্জ্যতে সদ্যোজাতের দেহটি ফেলে দেওয়া হয়। ওই বর্জ্য থেকে সদ্যোজাতকে খুবলে নিয়ে কুকুরটি ঘুরছিল। অথবা কেউ রাস্তার পাশের জঞ্জালেও সদ্যোজাতকে ফেলে দিয়ে যেতে পারে। যদিও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশ বলেছেন, সময়ের আগে গর্ভপাত করিয়ে অপূর্ণ সদ্যোজাতও হতে পারে। পুলিশ নিশ্চয় বিষয়টি তদন্ত করে দেখবে। তৃণমূলের ইসলামপুর টাউন সহ সভাপতি তথা ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের স্বামী বিক্রম দাস বলেন, 'অমানবিক ও মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকল শহর। কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। শহরে অবৈধ গর্ভপাত কোথাও চলছে কি না তা প্রশাসনের খতিয়ে দেখা উচিত।'

চিকেন নেকে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি শুরু

প্রথম পাতার পর

পূর্ব সিকিমে হিমালয়ের ১৩৫০০ ফুট উচ্চতায় ওই মহড়ায় দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় প্রবল দুর্যোগের মধ্যেও কীভাবে প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত অস্ত্র শত্রুর মোকাবিলা করবে তা ঝালাই করে নেওয়া হয়। সেনা সূত্রের খবর, মহড়ায় দশটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রযুক্তি নির্ভর অস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

চিকেন নেক রক্ষায় যুদ্ধ মহড়া পূর্ব প্রচণ্ড প্রহারের প্রস্তুতিও শেষ পর্যায়ে। শিলিগুড়ি করিডরের দেখভালের জন্য সেনার ইস্টার্ন কমান্ড একটি শক্তিশালী কুইক রেসপন্স টিম তৈরি করেছে। যে কোনও পরিস্থিতিতে সেই বাহিনী দুর্গম পাহাড় বা গহিন জঙ্গল যে কোনও এলাকায় গিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে সক্ষম। হাসিমারা এবং বাগডোগরা, বায়ুসেনার দুই ছাউনিই ঢেলে সাজাচ্ছে। চিকেন নেক এলাকায় সেনার প্রশিক্ষণের জন্যও তৈরি হচ্ছে নতুন আরও চারটি কেন্দ্র। চিন সীমান্তে শ্বাপদসংকুল জঙ্গলে শত্রুদের নজরদারি বৃদ্ধির গোয়েন্দাবার্তায় সতর্ক হয়েছে সেনা। চিকেন নেক লাগোয়া বনাঞ্চলে টহলদারির জন্যও বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে জওয়ানদের। বন্যপ্রাণীদের হাত থেকে কীভাবে বাঁচতে হবে তার জন্য বাছাই করা বনাধিকারিকরা সেনাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের স্লিপার সেল সক্রিয় হওয়ার খবরেও চিকেন নেক নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। তার মোকাবিলায় চিকেন নেকের মধ্যে এবং আশপাশের শহর ও জনবসতি এলাকাতেও সেনা গোয়েন্দারা সক্রিয় হয়েছেন। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মালবাজার, ধূপগুড়ি এবং ফালাকাটা শহরে বিশেষ ট্রানজিট পয়েন্ট তৈরির পরিকল্পনা শুরু করেছেন সেনাকর্তারা।

শিক্ষকহীন স্কুল

প্রথম পাতার পর

ভূষণচন্দ্র দাস এতদিন অবশ্য স্কুলের টিআইসি'র দায়িত্বে ছিলেন। গত অক্টোবরে তিনি অবসর নেন। তারপর থেকেই স্কুলটি শিক্ষকশূন্য হয়ে পড়েছে। শিক্ষা দপ্তর অবশ্য অগাস্টেই আইসিটি ইনস্ট্রাকটর রাজেপ্তা করকে এই স্কুলে পাঠিয়েছিল। এই মুহূর্তে তিনিই স্কুলের সবকিছু সামলাচ্ছেন। বর্তমানে স্কুলের যা পরিস্থিতি তাতে কার্তিক সূত্রধর, গোবিন্দ সরকারের মতো অভিভাবকরা রীতিমতো আতঙ্কিত। গোবিন্দর কথায়, 'যা পরিস্থিতি দেখছি তাতে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আমাদের আশঙ্কা। আর তা হলে এলাকার শিক্ষাক্ষেত্রে অন্ধকার নেমে আসবে।'

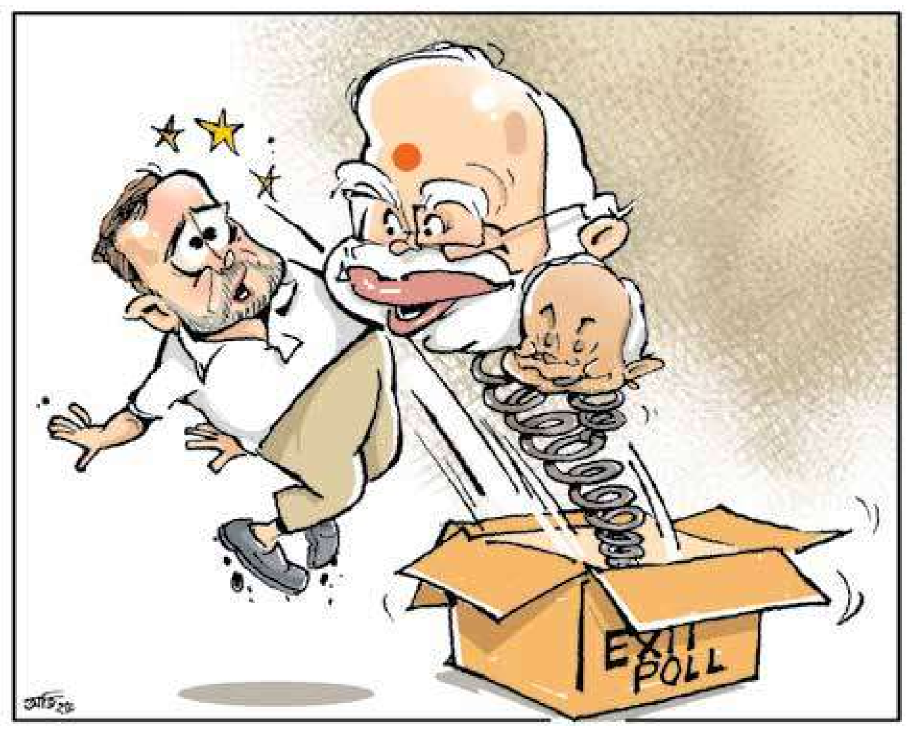

সত্যের জয়

প্রথম পাতার পর

কোথায় যাবেন? দুর্নীতির শুরু তো ওঁরই হাতে করা। তখন ব্যবসায়ীরা ওঁকে দু'কোটির পার্থ বলে ডাকতেন।' প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর কথায় বা শরীরী ভাষায় অনুশোচনার লেশমাত্র দেখা যায়নি বাড়িতে। বরং তিনি যেন নিজেকে নির্দোষই দাবি করলেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'আইনের প্রতি আস্থাশীল ছিলাম। প্রাথমিক পর্যায়ে সত্যের জয় হয়েছে। আগামীদিনেও সত্যের জয় হবে।' পার্থর কথায়, 'আমি বেহালা পশ্চিমের মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। যাঁরা আমাকে সৎ মানুষ মনে করে পরপর পাঁচবার নির্বাচনে জিতিয়েছেন, আমি তাঁদের কাছে বিচার চাইতে যাব।' বিরোধীরা অবশ্য তাঁর জামিনে মুক্তি নিয়ে নানা ব্যঙ্গবিদ্রুপ করছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'ব্যাপারটা কাকতালীয়ভাবে হলেও দেখা যাচ্ছে যতদিন জামিন পাচ্ছিলেন না, ততদিন উনি অসুস্থ ছিলেন আর হাসপাতালে ছিলেন। এখন জামিন পাওয়ার পর উনি সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। বাড়িও গিয়েছেন।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'কান ও মাথা ধরার দরকার ছিল। কানটাই ধরে রাখতে পারল না। ইডি, সিবিআই আর কী করবে?'

হাসপাতাল থেকে বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত অনুগামীরা স্লোগান দিলেন, 'পার্থদা জিন্দাবাদ।' কবে তিনি তাঁর নির্বাচনকেন্দ্র বেহালা পশ্চিমে যাবেন, তাও জিজ্ঞাসা করেন অনুগামীরা। মঙ্গলবার হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার সময়ই ভিড় করেছিলেন তাঁরা। বাড়ি যাওয়ার সময় পার্থর গাড়ির সঙ্গে তাঁরা ছিলেন বাইকে। বাড়িতে আত্মীয়রা তাঁকে স্বাগত জানান। তাতে কেঁদে ফেলেন তিনি। সান্ত্বনা দেন ভাইয়ের মেয়ে। দীর্ঘদিন পর বাড়ির পোষ্য কুকুরকে আদর করতে দেখা যায় পার্থকে।

২০২২ সালের ২৩ জুলাই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর মন্ত্রিত্ব খোয়াতে হয় তাঁকে। দলের সব পদ থেকে অপসারিত করা হয় প্রাক্তন মহাসচিবকে। বিধানসভায় সমস্ত কমিটি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। দল তাঁর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে। কিন্তু এদিন পার্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন, তৃণমূলের আস্থাভাজন হয়ে চলতে চান তিনি। বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। বেহালা পশ্চিম কেন্দ্র থেকে ফের টিকিট পাওয়ার প্রত্যাশী তিনি। তাঁর ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বেহালা পশ্চিমে 'পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে আবার চাই' লেখা পোস্টার পড়েছে। যদিও পরিষদীয়মন্ত্রী তথা তৃণমূলের প্রবীণ নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না। দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।' মঙ্গলবার নীলের ওপর সাদা ফুলছাপা পাঞ্জাবি পরে হুইলচেয়ারে বসে হাসপাতাল থেকে বেরোন পার্থ। মুখে ছিল নীলরঙা মাস্ক। গাড়িতে বসে নমস্কার জানাতে থাকেন। বাড়িতে হাজির ছিলেন ভাই, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে সহ অন্যরা। এখনও তাঁর বাড়িতে রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি।

উইন্ডো ট্রেইলিং ডিআরএমের

আলিপুরদুয়ার, ১১ নভেম্বর : যাত্রীদের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে উইন্ডো ট্রেইলিং করলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং। মঙ্গলবার নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে নিউ কোচবিহার হয়ে জলপাইগুড়ি রোড ও নিউ কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা রুটে রেলের ট্র্যাক, রেলসেতু, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের কাজ সহ একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখা হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ সহ অন্য বিভাগের রেলের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

রেল সূত্রে খবর, ফালাকাটা, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ কতটা এগিয়েছে তা উইন্ডো ট্রেইলিংয়ের মাধ্যমে দেখা হয়। সেইসঙ্গে যাত্রীদের সুযোগসুবিধা, বিশেষভাবে সক্ষমদের যাত্রাপথের সুবিধা প্রদান, নিরাপত্তা সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখা হয়। সম্প্রতি প্লাবন পরিস্থিতির পর বেতগাড়া ও আলতাগ্রামের মাঝপথের রেলসেতুর কাজ কতটা এগিয়েছে তা খতিয়ে দেখেন রেলের কর্তারা। সেখানে ৫৮ ও ৫৯ নম্বর রেলসেতু প্লাবন পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কিছুদিন রেল চলাচল বন্ধ ছিল। পরে ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়।

এদিন ফালাকাটা রেল কলোনি ও ধূপগুড়ির আরপিএফ ব্যারাকের কর্মীদের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন রেলের কর্তারা।

বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি

আলিপুরদুয়ার ও বীরপাড়া, ১১ নভেম্বর : বুধবার আলিপুরদুয়ার সফরে আসবেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির সাংসদ বিপ্লব দেব। জেলায় বিজেপির সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন বিপ্লব। মঙ্গলবার দিনভর সেই কর্মসূচির প্রস্তুতিতে দেখা যায় বিজেপির নেতাদের। সন্ধ্যায় ওই কর্মসূচি সফল করার ডাক নিয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে আলিপুরদুয়ার -১ ব্লকের বাবুরহাট বাজারে একটি মিছিলও করা হয়। আবার এদিনই মাকড়াপাড়া কালী মন্দিরে যান বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা। কালী মন্দিরে পুজো দেবেন বিপ্লব। কর্মসূচি নিয়ে মন্দিরের পুরোহিত সন্দীপ চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনা করেন বিজেপি নেতারা।

বিরসা মুন্ডার জন্মদিন

আলিপুরদুয়ার, ১১ নভেম্বর : আগামী ১৫ নভেম্বর বিরসা মুন্ডার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বিজেপির পক্ষ থেকে। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির কার্যালয় থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিভিন্ন কর্মসূচি জানানো হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা।

এদিন বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয় সব বিধানসভায় এই দিনটি পালন করা হবে। মনোজ বলেন, 'যেই এলাকায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা আসছেন তাঁরা এই দিনটি পালন করবেন। এছাড়াও ওইদিন রাতে প্রতি বাড়িতে ১৫০টি প্রদীপ জ্বালানোর আহ্বান করা হচ্ছে।'

ফুলের দোস্তি

প্রথম পাতার পর

সেখানে প্রায় ৫০টি মদের দোকানও ছিল। আর জুয়ার বোর্ড বসেছিল প্রায় ৩০টি। কালীপুজোর পরপর এই অনুষ্ঠানের আয়োজনে করা হয়েছিল। সেই অয়োজনে জড়িত ছিলেন তৃণমূলের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, চা শ্রমিক সংগঠনের নেতা, এমনকি বিজেপির স্থানীয় প্রভাবশালী চা শ্রমিক নেতাও। কাজেই কোনও দলই কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করছে না। তারও কয়েকদিন আগে, বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজনকে সামনে রেখে স্থানীয় কয়েকজন তৃণমূল, বিজেপির নেতা মিলে মথুরা চা মহল্লায় একইভাবে জুয়ার আসর বসিয়েছিলেন। মথুরা হাটে আবার স্থানীয় বুথ স্তরের তৃণমূল নেতা, বিজেপির অঞ্চল স্তরের নেতারা মিলে জুয়ার বোর্ড বসানোর কাজে মদত দিয়ে আসছেন। অভিযোগ, আলিপুরদুয়ার-১ পঞ্চায়েত সমিতির এক সদস্যও এইসব কাজে মদত দিচ্ছেন ওই চত্বরে।

যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ রয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। তবে নেতাদের ভয়ে এলাকার লোকজন মুখ খুলতে সাহস পান না। আর খালি সাধারণ মানুষ নন, দুই দলেরই নীচুতলার কর্মীরাও ক্ষুব্ধ। কারণ এলাকার লোকজনের কাছে তাঁদেরই তো জবাবদিহি করতে হচ্ছে।

দুই ফুলের নেতারা জুয়ার আসর বসার অভিযোগ অস্বীকার করছেন না। তবে নিজের দলের নেতারা যে জড়িত, সেটা অবশ্য প্রকাশ্যে স্বীকার করছেন না। তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার -১ ব্লক সভাপতি তুষারকান্তি রায়ের কথায়, 'এই মদ, জুয়ার আসর আগে অনেক জায়গায় বসত। সেটা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ওগুলো দেখা যাচ্ছে এখনও। সেটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে প্রশাসন। কেউ অপরাধ করলে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।' অন্যদিকে, বিজেপির আলিপুরদুয়ার ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সাধন সাহার কথায়, 'আসর বসছে ঠিকই, তবে আমাদের দলের কেউ এগুলোতে যায় না। এসবের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই। বুথ স্তরের কর্মীরাও ওই অপরাধমূলক কাজে যোগ দেয় না।'

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠানের আড়ালে মদ, জুয়ার আসর বসানোর অভ্যাসকে ঐতিহ্য বলে দাবি করা হচ্ছে। অনেক জায়গায় অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা এই 'অভ্যাস' ত্যাগ করতে পেরেছেন। তবে কিছু জায়গায় এখনও এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ঐতিহ্যের নামে দেদার মদ, জুয়ার আসর বসানো হচ্ছে। সেখানে কমবয়সি ছেলেমেয়েদের ভিড় দেখা যাচ্ছে। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা মোটা টাকা নিচ্ছেন জুয়ার বোর্ড বসানোর জন্য। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছে বিভিন্ন সংগঠন। রাজি পারহা সারনা প্রার্থনা সভা ভারত সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সুশীল ওরাওঁ বলেন, 'অনুষ্ঠান তো খারাপ কিছু নয়। তবে গভীর রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠান চালানো, সেখানে মদ, জুয়ার আসর বসানো খারাপ। কিছু চালাক লোক এই অনুষ্ঠানগুলোর আয়োজন করে মোটা টাকা পকেটে ভরে। আর কমবয়সি ছেলেমেয়েরা মদ খাওয়া, জুয়া খেলায় মেতে উঠছে।'

আমলার পাসওয়ার্ড

প্রথম পাতার পর

বাড়িগুলো বেছে বেছে এমন এলাকায় তৈরি করা হয়েছে, যে এলাকার মানুষজন সেই অর্থে প্রতিবাদী নয় বা সহজে ঝামেলায় জড়ায় না।

প্রভাবশালী হলেও পদমর্যাদা অনুসারে আমলা নীলবাতি ব্যবহার করতে পারে না। যদিও ইতিমধ্যেই আমলার নীলবাতি লাগানো দুটি গাড়ি প্রকাশ্যে এসেছে। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, নিজের গাড়ি ছাড়াও যাতে কারও সন্দেহ না হয় তারজন্য ওই আমলা কুকর্মে ব্যবহৃত গাড়িতেও অবৈধভাবে নীলবাতি লাগাত। আবডালে থেকে গোল্ডেন ভেনে আরও ভালো নজরদারির উদ্দেশ্যেই মাটিগাড়ার শিবমন্দির এলাকায় বেশ কয়েক বছর আগেই ডেরা বাঁধে গুণধর আমলা। পুণ্ডিবাড়ি, বোকালিরমঠ, কালচিনি থেকে পাঁচ-ছয়জন বিশ্বস্ত চালক ও বডিগার্ডও নিয়ে আসে সে। তাদের তিনজনকে সল্টলেকের আস্তানায় পাঠানো হয়।

বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, মায়ানমার থেকে অসম হয়ে উত্তরবঙ্গে ঢোকার পর পাচার সামগ্রী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাসে শিলিগুড়িতে আনা হত। প্রয়োজন হলে আলিপুরদুয়ার বা কোচবিহারের ঘাঁটিতেও নিয়ে যাওয়া হত। আমলা সিন্ডিকেটের কারবার চলত কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেসের মাধ্যমেও। সাধারণ যাত্রী সেজে সোনা চলে যেত মেদিনীপুর। সেখানেই সেগুলো গলানো হত। তারপর সেখান থেকেই বিক্রি। ওড়িশার দুই ব্যবসায়ীও চোরাই সোনা কারবারে যুক্ত রয়েছে। উত্তরবঙ্গের হিমেল বাতাসজুড়ে এই নীরব খেলা চলছে বেশ কয়েক বছর ধরেই। সূত্রের খবর, প্রত্যেকবার পাচারদ্রব্যের জন্য আলাদা পাসওয়ার্ড দেওয়া হত।

সেই পাসওয়ার্ড দিত আমলা নিজেই। হাতবদলের সময় পাসওয়ার্ড বলতে হত। ক্ষমতা অপব্যবহারের কালো ছায়া আরও গভীর। সোনার কারবারে লেনদেন মূলত হাওয়ালা-নির্ভর। সেই হাওয়ালার প্রধান ঘাঁটি খড়্গপুর জংশন। হাওয়ালা পরিচালনা করে 'পান' পদবির এক ব্যক্তি। স্টেশনের থেকে খানিক দূরে তার একটি রেস্তোরাঁও রয়েছে। সেটা অবশ্য লোকদেখানো ব্যবসা। ঘাটালের দাসপুর এলাকার দুই স্বর্ণ ব্যবসায়ীর সঙ্গেও সোনা সিন্ডিকেটের যোগাসাজশ রয়েছে বলে গোয়েন্দাদের আশঙ্কা। ওই দুই ব্যবসায়ী চোরাই সোনা গলানোর কাজ করে। গোল্ডেন ভেন রহস্য উন্মোচনে কেন্দ্রীয় গোয়ান্দারা ইতিমধ্যেই মাঠে নেমেছেন বলেই খবর। ডিরেক্টরেট অফ রেভেনিউ ইন্টেলিজেন্স-এর গোয়েন্দারাও খোঁজখবর শুরু করেছেন। সবমিলিয়ে সল্টলেকের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যারহস্যের পারদ ক্রমেই চড়তে শুরু করেছে।

দিল্লির বিস্ফোরণে কাশ্মীর-যোগ

প্রথম পাতার পর

ঘাতকদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে গাড়ির ভিতর থেকে মানবদেহের নমুনা ডিএনএ টেস্টের জন্য পাঠানো হয়েছে।

উমরের বাবা-মায়ের শরীরের নমুনার ডিএনএ টেস্টও হচ্ছে। দুই টেস্টের রিপোর্ট মিলে গেলে উমরের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্তে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গাড়িতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ফুয়েল অয়েল জাতীয় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক ছিল। একই ধরনের বিস্ফোরক সোমবার হরিয়ানার সোনপতে কাশ্মীরি চিকিৎসক আদিল আহমেদ রাথারের দুটি ভাড়াবাড়ি থেকে উদ্ধার করেছিল জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানা পুলিশের যৌথবাহিনী। দুটি ঘটনার যোগসূত্রের সম্ভাবনা তাই গোয়েন্দারা উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

বিস্ফোরণস্থলের আশপাশের শতাধিক সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে এনআইএ এবং দিল্লি পুলিশ। মঙ্গলবার ভুটান সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেদেশের রাজধানী থিম্পুতে তিনি বলেন, 'ষড়যন্ত্রকারীদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না। বিস্ফোরণে জড়িত সবার বিচার নিশ্চিত করা হবে।' পুলিশি তদন্তে ধারণা তৈরি হয়েছে যে, বিস্ফোরণের কয়েকদিন আগে লালকেল্লা ও আশপাশের এলাকায় একাধিকবার রেইকি করেছিল হামলাকারীরা।

বিস্ফোরণের দিন কয়েক কিলোমিটার রাস্তা পার করতে গিয়ে যাতে পুলিশি ঝামেলায় পড়তে না হয়, সেজন্য তিন সপ্তাহ আগে গাড়ির দূষণ পরীক্ষা করিয়ে নিয়েছিল তারা। একটি ফুটেজে গত ২৯ অক্টোবর তিনজন তরুণকে ওই গাড়ির দূষণ পরীক্ষা করাতে দেখা গিয়েছে। ওই ফুটেজে তারিক মালিক নামে আরও এক সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত করেছে দিল্লি পুলিশ। মঙ্গলবার পুলওয়ামায় উমর উন নবির বাড়িতে ছিল কড়া পুলিশি নজরদারি।

উমরের এমন কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার খবর বিশ্বাস করতে পারছেন না তাঁর মা এবং ভাইয়েরা। উমরের বৌদি মুজামিল বলেন, 'আমরা ওঁর পড়াশোনার জন্য অনেক সংগ্রাম করেছি, কঠোর পরিশ্রম করেছি। ছাত্র হিসাবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। সুনামের সঙ্গে ফরিদাবাদের কলেজে কাজ করছিলেন। উনি অন্তর্মুখী, মিতবাক। সন্ত্রাসবাদী কাজ করার মতো মানুষ বলে আমরা ভাবতে পারছি না'। আপাতত পুলিশি হেপাজতে জেরা করা হচ্ছে উমরের ভাই ও পরিবারের অন্যদের। তদন্তকারী সংস্থাগুলি মনে করছে, ফরিদাবাদে ফাঁস হওয়া জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে যুক্ত ছিল উমর। গ্রেপ্তারি এড়াতে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে যুক্ত হয় সে। ফরিদাবাদের আল-ফালাহ ইউনিভার্সিটির আরও তিনজন চিকিৎসককে হেপাজতে নিয়েছেন এনআইএ'র তদন্তকারীরা। তাদের নাম এর আগে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে আলোচনায় এসেছিল। এই তিনজন হল- মুজাম্মিল শাকিল, উমর মোহাম্মদ এবং শাহিন শাহিদ। মুজাম্মিল ও উমর আল-ফালাহতে কর্মরত ছিল। শাহিনও তাদের সহকর্মী।

পিচ বিতর্কের আগুনে পুড়ছে ইডেন

কী রহস্য লুকিয়ে ইডেনের বাইশ গজে? সন্ধানে শুভমান গিল। ছবি : ডি মণ্ডল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : হালকা শীতের আমেজ। কুয়াশাঘেরা সকাল।

বাংলা ও বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে সোয়েটার, জ্যাকেটের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

ময়দানের বিখ্যাত বটতলা পার করে গোষ্ঠ পাল সরণি ধরে ক্রিকেটের নন্দনকাননে পা রাখলে মহামান্য পাঠক, আপনার শীতের আমেজ দ্রুত উধাও হয়ে যাবে। বদলে মনে হবে, কোথায় শীত শীত ভাব। এ তো চৈত্র-বৈশাখ মাসের দাবদাহের মতো পরিস্থিতি।

সকাল নয়টার সামান্য আগে টিম ইন্ডিয়ার টিম বাস এসে হাজির হল ক্রিকেটের নন্দনকাননের সামনে। অধিনায়ক শুভমান গিল, রবীন্দ্র জাদেজা, জসপ্রীত বুমরাহ, ওয়াশিংটন সুন্দর সহ মোট সাত ক্রিকেটার বাস থেকে নেমে সেঁধিয়ে গেলেন ইডেন গার্ডেন্সের সাজঘরে। গিলদের সাজঘর থেকে মাঠে নামার আগেই কোচ গৌতম গম্ভীর তাঁর সতীর্থ ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক, বোলিং কোচ মর্নি মরকেলদের নিয়ে ততক্ষণে হাজির ইডেনের বাইশ গজে। আলোচনা শুরু কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শুধু ইডেনের কিউরেটার সুজন নন, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের দুই অভিজ্ঞ কিউরেটার আশিস ভৌমিক ও তাপস চট্টোপাধ্যায়ও সাতসকালেই হাজির ইডেনে। সৌজন্যে ইডেনের পিচ। আরও স্পষ্টভাবে বললে, ঘূর্ণি পিচ।

নন্দনকাননে পিচ নিয়ে 'আমার সোনার হরিণ চাই' মার্কা দাবি দেখা গিয়েছে টিম ইন্ডিয়ার তরফে, অনেকেই মনে করতে পারছিলেন না। সিএবি-র অনেকে ভারতীয় দলের ঘূর্ণি চাইয়ের দাবিতে বিরক্তও। আশপাশে জল দেওয়া হলেও মূল পিচে আজ জল দেওয়া হয়নি সারাদিনে। চলেছে ভারী রোলারও। শুধু তাই

অসন্তুষ্ট গম্ভীর-গিলরা

ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের মাথাদের সঙ্গে তিন কিউরেটারের আলোচনায় দ্রুত ঢুকে পড়লেন অধিনায়ক শুভমানও। হাঁটু মুড়ে বসে দেখলেন পিচ। সকালের ইডেনে ভারতীয় দলের প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার অনুশীলনে আসরে কিউরেটারদের সঙ্গে পিচের মাঝে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের আলোচনার এমন ছবি বারবার দেখা গিয়েছে আজ। অন্তত পাঁচবার। শেষ কবে ক্রিকেটের নয়, ভারতীয় দলের অনুশীলনের পর দুপুরের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা দল মাঠে প্রবেশের পর সেখানেও পিচ নিয়ে বিস্তর নাটক। কিউরেটার সুজনের সঙ্গে প্রোটিয়া টিম ম্যানেজমেন্টের প্রতিনিধিদের আলোচনা দেখে তাঁরা সন্তুষ্ট, এমনটা একেবারেই মনে হয়নি।

চমকের আরও বাকি রয়েছে। ইডেনে সন্ধ্যা নামার মুখে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় প্রবেশ করলেন। সোজা হাজির হয়ে গেলেন মাঠে। খুঁটিয়ে দেখলেন পিচ। কিউরেটার সুজনের সঙ্গে কথা বললেন লম্বা সময়। পরে পিচ নিয়ে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সরাসরি কোনও মন্তব্য না করলেও বাইশ গজের 'নাটক' নিয়ে তিনি নিজেও যে খুশি নন, শরীরিভাষাতেই সেটা স্পষ্ট। মহারাজকীয় বিরক্তি বাস্তবে স্বাভাবিকই। কারণ, অনেক দিনই ইডেনের পিচের চরিত্র বদলে গিয়েছে। অতীতের তুলনায় এখন ইডেনের পিচে গতি ও বাউন্স বেড়েছে। সেই পিচকে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের আবদারে ঘূর্ণি বানিয়ে দেওয়াটা সহজ তো নয়ই, বরং বেশ চ্যালেঞ্জিং। সঙ্গে বুমেরাং হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

নন্দনকাননে স্পিন মহড়া মার্করামদের

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : সকাল গড়িয়ে বিকেল।

উত্তুরে হাওয়ার আমেজ ইডেন গার্ডেন্সজুড়ে। সকালের প্র্যাকটিস সেশন সম্পূর্ণ করে ভারতীয় দল অনেক আগেই ইডেন গার্ডেন্স ছেড়েছে। স্টেডিয়ামের বাইরে অপেক্ষমাণ সমর্থকরা গা ভিজিয়েছেন শুভমান গিল, যশস্বী জয়সওয়ালদের নিয়ে উচ্ছ্বাসের উত্তাপে। যে রেশ বজায় রেখে নন্দনকাননে উপস্থিত দক্ষিণ আফ্রিকাও।

ভারতীয় দলের ঐচ্ছিক অনুশীলন। অর্ধেক টিম হাজির প্রথম দিনের অনুশীলনে। দক্ষিণ আফ্রিকা কিন্তু সদলবলে ইডেনে। টেম্বা বাভুমা, আইডেন মার্করাম থেকে কাগিসো রাবাদা, মার্কো জানসেন, ট্রিস্টান স্টাবস- দুপুরের ঝলমলে রোদে গা ঘামালেন। কেশব মহারাজ, ডিওয়াল্ড ব্রেভিসের বাড়তি প্রাপ্তি বিকেলে 'সৌরভের ক্লাস'!

আফ্রিকার প্র্যাকটিসেও। রাবাদা, মার্কো জানসেনের সঙ্গে করবিন বশ- তিন পেসার বেশ কয়েক ওভার হাত ঘোরালেন সতীর্থ ব্যাটারদের প্র্যাকটিসে। তবে বেশিরভাগ সময়ে মার্করাম, ব্রেভিসরা মন দিলেন স্পিনের বিরুদ্ধে অনুশীলনে। তারপর তিন স্পিনার কেশব, সাইমন হার্মার, সেনুরান মুথুস্বামীর সঙ্গে অফব্রেকও করলেন মার্করাম।

এছাড়া নেটে ৫-৭ জন ঘরোয়া স্পিনার। বল ঘুরবে। কবে থেকে সেটাই মূল প্রশ্ন। অতএব, কুলদীপ যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবীন্দ্র জাদেজাদের কথা মাথায় রেখে শান দিয়ে নেওয়া। সবার আগে নেটে ঢোকেন অধিনায়ক বাভুমা। ঘুরেফিরে একাধিকবার নেট সেশন সারলেন। তার মাঝেই রাবাদা, কোচের সঙ্গে ইডেন ম্যাচের নীল নকশা তৈরির কাজ এগিয়ে রাখা। ২০১০ সালে শেষবার ইডেনে টেস্ট খেলেছিল নেলসন ম্যান্ডেলার দেশ। মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারতের দাপটের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করে গ্রেম স্মিথের দল।

হাসিম আমলা বাদ দিলে ম্যাচের দুই ইনিংসেই হরভজন সিংয়ের স্পিন খেলতে হিমসিম হয়েছিল প্রোটিয়া শিবির। ভাজ্জির জায়গায় কুলদীপ-জাদেজারা। তবে বাভুমার দলের প্লাস পয়েন্ট আইপিএলের সুবাদে বর্তমান দলের একঝাঁক ক্রিকেটার ভারতীয় পিচ, পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেকটাই ওয়াকিবহাল। প্রশ্নও থাকছে।

ব্রেভিস, স্টাবসরা আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসেন। কিন্তু বল ঘুরতে শুরু করলে সেই স্ট্র্যাটেজি কতটা ফলপ্রসূ হবে বলা কঠিন। সেক্ষেত্রে মার্করামের কাঁধে অ্যাঙ্করের ভূমিকা। এদিন ব্যাটিং অনুশীলনে তারই প্রতিফলন। প্রথম দিন ঘণ্টা তিনেকের অনুশীলনে বাকিদের মধ্যেও সেই তাগিদ। শুক্রবার থেকে শুরু অ্যাসিড টেস্টে তাঁর কতটা প্রভাব পড়ে সেটাই দেখার।

সৌরভের ক্লাসে কেশব-ব্রেভিস

দীর্ঘ ৬ বছর পর ইডেনে টেস্টের আসর। আয়োজক হিসেবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়তি দায়িত্ব। পিচ প্রস্তুতকারক সুজন মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে মাঠে ঢোকেন। কিছুক্ষণ পর সৌরভের সান্নিধ্যে কেশব, ব্রেভিসরা। দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস টিমে দুজনের হেডকোচ সৌরভ। সৌজন্য সাক্ষাৎকার, তার সঙ্গে ইডেন পিচ, পরিস্থিতি সম্পর্কে টিপস।

পিচ নিশ্চিতভাবে ইডেন দ্বৈরথে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হতে চলেছে। ভারতীয় অনুশীলনের সময়ও গৌতম গম্ভীরদের অনেকটা সময় দিলেন পিচ পর্যবেক্ষণে। প্রতিপক্ষ হেডকোচ সুকরি কনরাড ইডেনে ঢুকে সোজা মাঝের জমিতে। কখনও পিচের নাড়ি টিপে দেখা তো, কখনও ভারী চেহারা নিয়েই প্রায় হামাগুড়ি।

শুকনো, প্রায় ঘাস ঘাসহীন ইডেন পিচের প্রভাব দক্ষিণ

দুই মহারাজ।। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কেশব মহারাজ। ছবি : ডি মণ্ডল

কালীঘাটে ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর। মঙ্গলবার বিকেলে।

গম্ভীরের ক্লাসে সাই, দীর্ঘ ব্যাটিং চর্চায় গিল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ নভেম্বর : সাদা বলের সিরিজ শেষে এবার লাল বলের ক্রিকেটে ফেরা।

স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশ থেকে দেশে ফেরার পরই সামনে এখন মিশন দক্ষিণ আফ্রিকা। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জেতা দল। এমন একটা দল, যাদের স্কোয়াডে কাগিসো রাবাদার মতো ম্যাচ উইনার জোরে বোলার যেমন রয়েছেন। তেমনই রয়েছেন কেশব মহারাজের মতো অভিজ্ঞ স্পিনারও।

শুক্রবার ক্রিকেটের নন্দনকাননে এমন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে নামার আগে তাই প্রস্তুতিও সর্বোচ্চ মানের হওয়া দরকার। সঙ্গে চাই ঘরের মাঠের সুবিধাও। যাবতীয় লক্ষ্যপূরণে আজ সকালের ইডেন গার্ডেন্সে ভারতীয় দলের তিন ঘণ্টারও বেশি সময়ের অনুশীলনে একসঙ্গে অনেকগুলি দিক সামনে আসছে। এক, টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে প্রথম টেস্টের প্রথম একাদশ নিয়ে কম্বিনেশনের দোলাচল এখনও কাজ করছে। দুই, বিপক্ষ শিবিরে থাকা মহারাজ, সেনুরান মুথুস্বামী, সাইমন হার্মারদের মতো স্পিনারদের সামলানোর নীল নকশা। তিন, দলের ব্যাটারদের শট নির্বাচনের ব্যাপারে আরও সতর্ক হওয়া।

তিনটি বিষয়ই আজকের টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে প্রবলভাবে দেখা গিয়েছে। অধিনায়ক শুভমান গিল নেটে দীর্ঘসময় ধরে অনুশীলন করলেন। মূল নেটে স্পিন, পেস সামলালেন। পরে মূল পিচের পাশের নেটে থ্রো ডাউন নিলেন দীর্ঘসময়। দেখে মনে হচ্ছিল, ব্যাটিং সাধক। যিনি ইংল্যান্ড সিরিজের ছন্দ ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে রয়েছেন এখন। অধিনায়ক শুভমানের অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে সকালের ইডেনে সাত সদস্যের টিম ইন্ডিয়ার ঐচ্ছিক অনুশীলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন বি সাই সুদর্শন। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা টেস্ট থেকে অবসরের পর টিম ইন্ডিয়ার ওপেনিং জুটি নিয়ে সমস্যা মিটেছে। লোকেশ রাহুল ও যশস্বী জয়সওয়াল নিয়মিতভাবে দলকে ভরসা দিচ্ছেন। কিন্তু তিন নম্বর ব্যাটারের জায়গায় সাই সুযোগ পাওয়ার পরও সেভাবে মেলে ধরতে পারেননি।

বড় অঘটন না হলে ইডেনে ফের একবার সুযোগ পাবেন সাই। পাশে দলের ব্যাটিংয়ের তিন নম্বর জায়গাটা নিশ্চিত করতে? জবাব আপাতত জানে না ভারতীয় ক্রিকেট। ঠিক যেমন এখনও স্পষ্ট নয় ঠিক কেমন হতে চলেছে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ। ইডেন টেস্টে ভারত তিন স্পিনারে খেলবে, একরকম নিশ্চিত। প্রশ্ন হল, নীতীশ কুমার রেড্ডি কি খেলবেন?

বি সাই সুদর্শনকে শ্যাডো করে দেখাচ্ছেন গৌতম গম্ভীর। ছবি : ডি মণ্ডল

তার আগে আজ সকালে কোচ গৌতম গম্ভীরের নজরদারিতে অন্তত এক ঘণ্টা বিভিন্ন নেটে টানা ব্যাট করে গেলেন তিনি। কোচ গম্ভীর সাইয়ের সঙ্গে বারবার কথাও বলছিলেন। এমনকি সাইকে নিজেও আজ থ্রো ডাউন দিয়েছেন গম্ভীর। সাই কি পারবেন ইডেনে টিম ইন্ডিয়াকে ভরসা দেওয়ার যদি খেলেন, কার জায়গায়? দল নিয়ে দোলাচলের মধ্যেই আজ সম্প্রচারকারী চ্যানেলে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে টিম ইন্ডিয়ার পেসার মহম্মদ সিরাজ জানিয়ে দিয়েছেন, ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার চ্যালেঞ্জ সামলাতে তাঁরা তৈরি।

ফলে উত্তেজক সিরিজের অপেক্ষায় এখন ক্রিকেটমহল।

শাহবাজের সাতে গ্রুপ শীর্ষে বাংলা

বাংলা-৪৭৪
রেলওয়েজ-২২২ ও ১৩২
(বাংলা ইনিংস ও ১২০ রানে জয়ী)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বর : অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদের (৫৬/৭) ঘূর্ণির ভেলকি। অনভিজ্ঞ রাহুল প্রসাদের (৪১/২) নিয়ন্ত্রিত স্পিনের দাপট।

নিটফল, রেলকে বেলাইন করে আজ ম্যাচের শেষ দিনে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই জয় বাংলা। ইনিংস ও ১২০ রানে রেলের দখল নিয়ে রনজি ট্রফির এলিট পর্বের গ্রুপ 'সি'-র শীর্ষস্থানে উঠে এল সুদীপ ঘরামির টিম বাংলা। দুপুরের দিকে সুরাটে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করতেই সাময়িক আবেগে ভাসলেন তিনি। পরে সাবধানি ভঙ্গিতে বলে দিলেন, 'এই জয় পুরো দলের। সবাই সাফল্যের অবদান রেখেছে। তবে এই ম্যাচ জয়ের কথা দ্রুত ভুলে গিয়ে আমাদের সামনে তাকাতে হবে। সামনে এখন অনেক কঠিন লড়াই বাকি আমাদের।'

সুরাট থেকে মুম্বই হয়ে আজ গভীর রাতেই কলকাতায় ফিরছে বাংলা দল। পরের কয়েক দিনের মধ্যেই কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে অসমের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ। সেই ম্যাচেও বাংলা পাবে না অভিষেক পোড়েল, আকাশ দীপদের। তবে তার জন্য আপাতত কুছ পরোয়া নেই বাংলা দলের। বরং চোট সারিয়ে ফিট হয়ে ক্রিকেটে ফেরার পর থেকেই শাহবাজ যেভাবে দলকে ভরসা দিয়ে চলেছেন, সঙ্গে রেল ম্যাচের সেরা অনুষ্টুপ মজুমদার ধারাবাহিকভাবে রান করছেন, তারপর বাংলার রনজি অভিযান নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছে। কোচ লক্ষ্মীরতন অবশ্য সতর্ক। বলছেন, 'রনজিতে সফল হতে গেলে অনেক কঠিন পথ পার করতে হয়। এখনই বেশি লাফালাফি করার মতো কিছুই হয়নি।'

সুরাটের বাইশ গজে বল ঘুরছিল গতকাল থেকেই। পিচ থেকে ধুলোও উড়ছিল। এমন অবস্থায় গতকালের ৯৫/৫ থেকে শুরু করে আজ শাহবাজ ঘূর্ণিতে ধস নামে রেলের ব্যাটিংয়ে। শাহবাজের ঘূর্ণির কোনও জবাবই ছিল না রেলের ব্যাটারদের কাছে। চার ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে বাংলা আপাতত গ্রুপ শীর্ষে পৌঁছানোর পর দলের অন্দরে কোনও উৎসব হয়নি। বরং কোচ লক্ষ্মীরতন তাঁর দলকে বার্তা দিয়েছেন, নীরবে এগিয়ে চলার।

চিনের ভিসার আবেদন বাতিল নাগালের

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : অস্ট্রেলিয়া ওপেনে সুযোগ পেতে এশিয়া-প্যাসিফিক ওয়াইল্ড কার্ড প্লে-অফ খেলার জন্য ভিসা পেলেন না দেশের এক নম্বর সিঙ্গলস খেলোয়াড় সুমিত নাগাল।

২৪ নভেম্বর থেকে চিনের চেংদুতে এশিয়া-প্যাসিফিক ওয়াইল্ড কার্ড প্লে-অফ প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা রয়েছে। এই প্রতিযোগিতা থেকে সরাসরি আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মূলপর্বে খেলার সুযোগ রয়েছে। সেই কারণে এশিয়া-প্যাসিফিক ওয়াইল্ড কার্ড প্লে-অফ খেলার জন্য ভিসার আবেদন করেছিলেন নাগাল। কিন্তু কোনও কারণ ছাড়াই তাঁর ভিসার আবেদন বাতিল করা হয়েছে।

ভিসা সমস্যা মেটাতে সমাজমাধ্যমে ভারতে থাকা চিনের রাষ্ট্রদূত এবং দিল্লির চিনা দূতাবাসের মুখপাত্রের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছেন সুমিত। তিনি লিখেছেন, 'আমি অস্ট্রেলিয়া ওপেনের প্লে-অফ খেলার জন্য চিনে যেতে চাই। কিন্তু কোনও কারণ ছাড়াই আমার ভিসার আবেদন বাতিল করা হয়েছে। তাই আপনাদের কাছে সাহায্য চাইছি।'

তবে এখনও পর্যন্ত চিনের দূতাবাস কিংবা সর্বভারতীয় টেনিস সংস্থা সুমিতের ভিসা সমস্যা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।

জম্মু ও কাশ্মীরকে ঐতিহাসিক জয় এনে দেওয়ার পর কামরান ইকবাল।

রনজিতে প্রথম দিল্লি জয় জম্মুর

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর : রনজি ট্রফির ইতিহাসে প্রথমবার দিল্লির বিরুদ্ধে জয় পেল জম্মু ও কাশ্মীর।

মঙ্গলবার রনজিতে দিল্লিকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর। দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের জয়ের জন্য ১৭৯ রান দরকার ছিল। ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় জম্মু ও কাশ্মীর। দলের ওপেনার কামরান ইকবাল ১৩৩ রানে অপরাজিত থাকেন।

টসে জিতে ব্যাট করে নেমে প্রথম ইনিংসে দিল্লি ২১১ রান করে অল আউট হয়। জবাবে জম্মু ও কাশ্মীর করে ৩১০ রান। ৯৯ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে দিল্লির সংগ্রহ ২৭৭ রান। ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের সামনে ১৭৯ রানের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায়।

জয়ের ফলে গ্রুপ 'ডি'-তে ৪ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল জম্মু ও কাশ্মীর। ৪ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে শীর্ষে রয়েছে মুম্বই। সোমবার তারা ইনিংস এবং ১২০ রানে হারিয়েছে হিমাচলপ্রদেশকে। প্রথম ইনিংসে মুম্বই করেছিল ৪৪৬ রান। জবাবে হিমাচল প্রথম ইনিংসে ১৮৭ রানে অলআউট হয়ে যায়। ২৫৯ রানে লিড নিয়ে হিমাচলকে ফলোঅন করায় মুম্বই। দ্বিতীয় ইনিংসে হিমাচলপ্রদেশ ১৩৯ রানের বেশি করতে পারেনি।

এদিকে, রনজির অপর ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন বিদর্ভ ১০০ রানে হারিয়েছে ওড়িশাকে। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে বিদর্ভ ২৮৬ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ওড়িশার প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১৬০ রানে। ১২৬ রানের লিড নিয়ে খেলতে নেমে ২ উইকেটে ২১৮ রান করার পর ইনিংস ডিক্লেয়ার করে বিদর্ভ। ফলে ৩৪৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে মঙ্গলবার ২৪৪ রানে শেষ হয় ওড়িশার ইনিংস।

মেসির সঙ্গে কলকাতায় হয়তো নেইমারও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বর : বার্সেলোনার বিখ্যাত 'এমএসএন' জুটিকে কি চাক্ষুস করবেন বাংলার ফুটবলপ্রেমীরা?

১৩ ডিসেম্বর ভারতীয় ফুটবলের মক্কায় পা রাখছেন আর্জেন্টাইন জাদুকর। সঙ্গে লুইস সুয়ারেজ ও রডরিগো ডি পল আসছেন। তবে এখানেই শেষ নয়, ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমারকেও দেখা যেতে পারে। তবে সেটা সম্ভব হবে, যদি তিনি ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন। অন্তত এমনটাই দাবি করেছেন মেসিকে ভারতে আনার উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে তিনি বলেছেন, 'যদি নেইমার ইন্টার মায়ামিতে সই করেন, তাহলে লিওনেল মেসির সঙ্গে ব্রাজিলিয়ান তারকাকেও কলকাতায় দেখা যাবে।' এবার মেসি-সুয়ারেজের সঙ্গে নেইমার কলকাতায় পা রাখলে বার্সার বিখ্যাত 'এমএসএন' জুটিকে সামনে থেকে দেখবেন ফুটবলপ্রেমীরা।

এদিকে, ১৩ ডিসেম্বর মেসির সামনে মোহনবাগান মেসি অলস্টার্স বনাম ইস্টবেঙ্গল মেসি অলস্টার্স ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি না মেলায় ইস্টবেঙ্গল মেসি অলস্টার্স দলের নাম পরিবর্তন হয়ে ডায়মন্ড হারবার মেসি অলস্টার্স নামে ওইদিন প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে বলেই জানিয়েছেন শতদ্রু।

কলকাতায় এই প্রদর্শনী ম্যাচ ছাড়াও মেসির একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে। ২০ জন খুদে ফুটবলারদের নিয়ে একটি 'ফুটবল ক্লিনিকে' অংশ নেবেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। এছাড়াও আর্জেন্টাইন মহাতারকার সঙ্গে সামনাসামনি সাক্ষাৎ করবেন বাংলার সন্তোষজয়ী দলের তারকারা।

দিল্লিতে বিস্ফোরণ, বাড়ল নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক ম্যাচ ঘিরে ইডেন গার্ডেন্সকে নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা নতুন নয়। আজকের ছবিটা যদিও একটু অন্যরকম। শুক্রবার টেস্ট শুরু। কিন্তু মঙ্গলবার থেকে ইডেনজুড়ে নিরাপত্তারক্ষীদের ব্যস্ততা!

ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন নগরপাল

ইডেনের বাইরে, ভিতরে সর্বত্র। সোমবার দিল্লি বিস্ফোরণের জের।

ম্যাচ ঘিরে বাড়তি সতর্কতা। বাড়ানো হয়েছে ইডেনের নিরাপত্তাও। প্রত্যেককে ভালো করে পরীক্ষার পরই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে স্টেডিয়ামে। মূলত যে দৃশ্য দেখা যায় ম্যাচের দিনগুলিতে। কিন্তু দিল্লিতে বিস্ফোরণ পুরো পরিস্থিতিই বদলে দিয়েছে। নিরাপত্তায় কোনওরকম ফাঁকফোকর রাখার ঝুঁকি নিতে নারাজ প্রশাসন। ওপরমহল থেকে সেরকমই নির্দেশ।

বিকেলের দিকে সদলবলে ইডেন পরিদর্শন করেন কলকাতার নগরপাল মনোজ ভার্মা। নিরাপত্তা ব্যবস্থার হালহকিকত খতিয়ে দেখেন তিনি। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সহ সিএবি-র শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকেও বসেন। নন্দনকানন ছাড়ার আগে আত্মবিশ্বাসী গলায় নগরপাল জানান, টেস্টকে ঘিরে 'হাই অ্যালার্ট'-এ রয়েছেন তাঁরা। দিল্লি বিস্ফোরণের কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের সঙ্গে দায়িত্বে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। লালবাজার সূত্রে খবর, ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হচ্ছে ইডেনকে। দুই দলের টিম হোটেলেও থাকছে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা।

ইডেন গার্ডেন্সের গ্যালারি পরিদর্শনে পুলিশ কর্তারা। ছবি : ডি মণ্ডল

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত প্রভসুখান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বর : সুপার কাপের সেমিফাইনালের আগে দুঃশ্চিন্তা বাড়ল ইস্টবেঙ্গলের। জ্বর থাকায় অনুশীলনে দেখা যায়নি গোলরক্ষক প্রভসুখান সিং গিলকে। তাঁর রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট আসার পর দেখা গিয়েছে, ডেঙ্গুতে আক্রান্ত এই গোলরক্ষক। একান্তই প্রভসুখান সেমিফাইনালে খেলতে না পারলে দেবজিৎ মজুমদার ছাড়া সেভাবে কোনও বিকল্প নেই ইস্টবেঙ্গলের সামনে। মঙ্গলবার অবশ্য অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন পিভি বিষ্ণু।

এদিকে, মহিলাদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে দুই-একদিনের চিনে যাবার কথা রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। কিন্তু মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত তাদের ভিসা আসেনি। অবশ্য ম্যানেজমেন্ট আশা করছে, দ্রুতই ভিসা চলে আসবে।

যৌথ বিবৃতিতে চাপ বাড়াচ্ছেন ফুটবলাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ নভেম্বর : লিগ শুরু করার জন্য অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের উপর চাপ বাড়ছে। আলাদা করে নয়, একযোগে নিজেদের বিবৃতি প্রকাশ করে খেলা শুরুর বিষয়টি প্রায় আন্দোলনের পথে নিয়ে গেলেন ফুটবলাররা।

মঙ্গলবার সুনীল ছেত্রী, সন্দেশ ঝিংগান, প্রীতম কোটাল, মনবীর সিং থেকে শুরু করে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ থেকে আই লিগ-সব পর্যায়ের ফুটবলাররা একযোগে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরলেন নিজেদের সামাজিক মাধ্যমে। লম্বা সময়ের দেরি হলে সেটা কোচ, সমর্থক, কর্মী এবং ফুটবলারদের কাছে একটা স্থবির পরিস্থিতি করে দেবে। আমাদের পরিশ্রম, ত্যাগ স্বীকার যেন নীরবে উধাও না হয়ে যায়।' এরপর আরও লেখা হয়েছে, 'আমরা কঠিনতম চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে। তার পরেও আমাদের এই পর্যায়ে এসে আবেদন করতে হচ্ছে। পুরো ভারতীয় ফুটবলের ইকোসিস্টেম এই মুহূর্তে অনিশ্চয়তার মধ্যে দাঁড়িয়ে। স্বপ্ন থেমে গিয়েছে। প্রতিটি দিন আমাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে।'

তাঁর এই বিবৃতির পরই দেখা যায় সুনীল থেকে জুনিয়ার ফুটবলারদেরও অনেকেই একই বক্তব্য নিজেদের সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেন। সুনীল-গুরপ্রীত-মনবীরদের লেখায় দেখা গেছে, 'সমর্থকরা আমাদের ভালোবাসে এবং ওঁরা আমাদের সবকিছু। এখন তাঁদের সামনে আমরা মাঠে নামতে মরিয়া। এই সমর্থকরাই আমাদের পরিবার। এখন খেলা শুরু করার জন্য যা যা করতে হবে তার জন্য আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে তৈরি।' এই বিবৃতিতে আরও লেখা হয়েছে, 'এদেশের ফুটবল মরশুম এখনই শুরু করা খুব জরুরি। আমাদের এটাই পেশা। মাঠে নামতে বললেই নেমে পড়তে আমরা তৈরি।' ফুটবলারদের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার, আর চুপ করে বসে থাকতে তাঁরা নারাজ। কারণ আগেই ওডিশা এফসি, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মতো কিছু ক্লাব শুধু অনুশীলন বন্ধ রাখাই নয়, ফুটবলারদের বেতন দেওয়াও বন্ধ রেখেছে। সুপার কাপ খেলার পর কেরালা ব্লাস্টার্স, চেন্নাইয়ান এফসি, মোহনবাগান সুপার জায়েন্টও আপাতত যাবতীয় কার্যাবলি বন্ধ করে দেওয়াতেই এবার ক্রমশ আশঙ্কার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। ফেডারেশনের তরফে দরপত্র না পাওয়ার পর একটিমাত্র বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে বিড ইভালুয়েশন কমিটির প্রধান এল নাগেশ্বর রাও ফের সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করতে চলেছেন। তবে আর তাঁদের কথার উপর নির্ভর করে থাকতে রাজি নন ফুটবলাররা। অন্য একটি সূত্র বলছে, এই বিষয়ে ফুটবলারদের পিছনে কাজ করছে ক্লাব, এফএসডিএল ও ফেডারেশনের কর্তাব্যক্তিরা। ফুটবলারদের রুটিরুজির কথা তুলেই আদালতের কাছে আবেদন করা হবে। যাতে কিছু নিয়ম বদলে দ্রুত ফুটবল মরশুম শুরু করা যায়।

বাংলাদেশ ম্যাচের জন্য বেঙ্গালুরুতে প্রস্তুতিতে গুরপ্রীত সিং সান্ধু।

এই বিরতির জন্য তৈরি হওয়া ক্ষোভ এবং হতাশা এবার তাঁদের যে বেপরোয়া করে তুলছে, সেকথাই জানানো হয়েছে এই বিবৃতিতে। এআইএফএফ সময়সীমার শেষদিন পর্যন্ত কোনও দরপত্র পায়নি। এতদিন অপেক্ষার পরও লিগ শুরু করার বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা না পাওয়ার পরই ফুটবলাররা চরম হতাশ হয়ে পড়েন এবং তাঁদের ক্ষোভ বাইরে বেরিয়ে আসে। সন্দেশের সামাজিক মাধ্যমের দেওয়ালে প্রথম এই বিবৃতি দেখা যায়। এরপর একে একে সুনীল, গুরপ্রীত সিং সান্ধুরা লিখতে শুরু করেন। যেখানে লেখা, 'আরও

সুনীল ছেত্রী, গুরপ্রীত সিং সান্ধু, মনবীর সিংদের বার্তা

সমর্থকরা আমাদের ভালোবাসে এবং ওঁরা আমাদের সবকিছু। এখন তাঁদের সামনে আমরা মাঠে নামতে মরিয়া। এই সমর্থকরাই আমাদের পরিবার। এখন খেলা শুরু করার জন্য যা যা করতে হবে তার জন্য আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে তৈরি।

২০২৬ বিশ্বকাপ খেলেই অবসর : রোনাল্ডো

ডাবলিন, ১১ নভেম্বর : ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনে পর্তুগালের প্রয়োজন মাত্র ২ পয়েন্ট। সেই লক্ষ্য পূরণে ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি হবেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা। তার আগে এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে পর্তুগিজ মহাতারকা জানালেন, আগামী বিশ্বকাপের পরেই তুলে রাখবেন বুট জোড়া। ৪০ বছরেও সর্বোচ্চ স্তরের ফুটবল চালিয়ে যাওয়ার রহস্য ফাঁস করে রোনাল্ডো বলেছেন, 'এই মুহূর্তে সত্যিই উপভোগ করছি। এখনও যথেষ্ট গতি এবং তীক্ষ্ণতা রয়েছে। গোল করছি। জাতীয় দলেও সময় ভালো কাটছে। তবে সত্যি কথা বলতে হয়তো আরও দুই বছর।'

তাহলে লক্ষ্য কী আগামী বছরে মেক্সিকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় হতে চলা বিশ্বকাপ? পর্তুগিজ মহাতারকার উত্তর, 'অবশ্যই হ্যাঁ। কারণ বিশ্বকাপের সময় আমার বয়স হবে ৪১। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর ফুটবলারদের বয়স দ্রুত বাড়তে থাকে।'

বর্তমানে বাঁচা এবং প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করা- এই কৌশলেই বাকি সময়টা পার করতে চান। দেশের জার্সিতে সর্বাধিক ১৪৩ গোলের মালিকের কথায়, 'গত ২৫ বছরে ফুটবলে নিজের সবকিছু উজাড় করে দিয়েছি। একাধিক নজির গড়েছি ক্লাব ও দেশের জার্সিতে। সে জন্য আমি গর্বিত। তাই বাকি সময়টা উপভোগ করতে চাই, বর্তমানে বাঁচতে চাই।'

গীতাংশ খেরা ও বিনয় চৌধুরী। পাঞ্জাবের ছেলে। আপাতত ঠিকানা কলকাতার ভবানীপুর ক্লাব। ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলের ছোটবেলার বন্ধু। মঙ্গলবার দুপুরে ভারতীয় দলের অনুশীলনের শেষ পর্বে ইডেন গার্ডেন্সে হাজির হয়ে গিলের সঙ্গে দেখা করলেন তাঁরা। সিএবি-র ক্লাব ক্রিকেট নিয়ে বন্ধুদের থেকে খোঁজও নিয়েছেন শুভমান।

৪ উইকেট অবনীশের

আলিপুরদুয়ার, ১১ নভেম্বর : ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবং আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাব ও বলাই মেমোরিয়াল ক্লাবের যৌথ সহযোগিতায় আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১২ ডুয়ার্স কিডস কাপ ক্রিকেটে মঙ্গলবার সুকান্ত স্পোর্টিং ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১১ রানে ফালাকাটা টাউন ক্লাব ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। সুকান্ত প্রথমে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ৯৫ রান তোলে। রুদ্রাক্ষ মজুমদার ২২ রান করে। আয়ুষ শৈব ১৮ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে ফালাকাটা ১৬ ওভারে ৮৪ রানে গুটিয়ে যায়। জ্যোতিপ্রিয় দত্ত ২৭ রান করে। ম্যাচের সেরা অবনীশ মজুমদার ৯ রানে ফেলে দেয় ৪ উইকেট।

ম্যাচের সেরা অবনীশ মজুমদার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৬ উইকেটে উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। উদয়ন প্রথমে ২ উইকেটে ১১৯ রান তোলে। ওমকার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮ রান করে। জবাবে রেইনবো ১৭.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১২০ রান তুলে নেয়। কার্নভ দে রেখে আসে ২০ রান। পোঙ্গাটি ডেনজিল ৩০ রানে নেয় ২ উইকেট। ম্যাচের সেরা প্রীতম সরকার।

বিএমসি মাঠে বিজয় স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৭০ রানে বারোবিশা ডিসিএ-কে হারিয়েছে। বিজয় প্রথমে ২০ ওভারে ২ উইকেটে ১৩৬ রান তোলে। রিদম সন্ন্যাসী অপরাজিত থাকে ৩১ রানে। জবাবে ডিসিএ ৯ উইকেটে ৬৬ রানে আটকে যায়। মানান গৌতম ১৩ রান করে। রিদম ১০ রানে নেয় ২ উইকেট নেয়। বি বি মেমোরিয়াল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি না আসায় মিলন সংঘ ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে ওয়াকওভার দেওয়া হয়েছে।

সেমিফাইনালে গাজোল

জলপাইগুড়ি, ১১ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ও ইন্ডিয়া স্পোর্টস গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত রুনু গুহ ঠাকুরতা ও সুভাষ ভৌমিক ট্রফি উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল মালদার গাজোল আদিবাসী ক্লাব।

মঙ্গলবার তারা ২-১ গোলে শিলিগুড়ির নবাঙ্কুর সংঘ লাইব্রেরিকে হারিয়েছে। গাজোলের ম্যাচের সেরা মোহিত মণ্ডল ও অমল বাসক গোল করেন। নবাঙ্কুরের গোলটি জয়হরি বর্মনের। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে কাঞ্চনজঙ্ঘা ফুটবল ক্লাব ও দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি।

ম্যাচের সেরা হয়ে মোহিত মণ্ডল। ছবি : অনীক চৌধুরী

জয়ী কদমতলা

বাগডোগরা, ১১ নভেম্বর : রাজীব গান্ধি গ্রামীণ ফুটবলে মঙ্গলবার কদমতলা এফসি টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে জিতেছে জেপিএফসি-র বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য ছিল। বুধবার খেলবে জাবরালি এফসি ও ঘোষপুকুর এফসি।

চ্যাম্পিয়ন মহাশক্তি

সিতাই, ১১ নভেম্বর : নয়ারহাট বিবেকানন্দ ক্লাবের ৮ দলীয় নৈশ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল মহাশক্তি ক্লাব। সোমবার রাতে ফাইনালে তারা ১-০ গোলে জিতেছে শিব শক্তি ক্লাবের বিরুদ্ধে। পুরস্কার তুলে দেন বিবেকানন্দ ক্লাবের সভাপতি সঞ্জয় বর্মন।

ব্রোঞ্জ নকুলের

মালদা, ১১ নভেম্বর : চেন্নাইয়ে এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে ব্রোঞ্জ জিতলেন মালদার ৮৪ বছরের নকুল চৌধুরী। পুরুষদের ৮০ ঊর্ধ্ব বিভাগে দেড় হাজার মিটার দৌড়ে তৃতীয় হয়েছেন তিনি।

রানার্স মালবাজার

মালবাজার, ১১ নভেম্বর : শিলিগুড়ির অনুষ্ঠিত রাজ্য তাইকোন্ডোতে মহিলা বিভাগে রানার্স হয়েছে মালবাজার। পুরুষদের বিভাগে তৃতীয় তারা। প্রতিযোগিতায় ১১টি সোনা সহ ২৩টি পদক এসেছে মালবাজারের ঘরে। দলের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত কোচ বিট্টু সরকার।

ব্যাডমিন্টনে সেরা আসিফ

কোচবিহার, ১১ নভেম্বর : হুগলি জেলা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত রাজ্য ব্যাডমিন্টনে অনূর্ধ্ব-৯ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল কোচবিহারের আসিফ নাজির। কোন্নগরে প্রতিযোগিতাটি ৮ নভেম্বর শুরু হয়েছিল।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসিফ নাজির।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

দীপেশ নন্দী
জন্ম : ১৯৪৬ * মৃত্যু : ২০২২
তুমি যেখানেই থাকো ভালো থেকো
ভাগ্যহীনা -
স্ত্রী ঃ শিবানী নন্দী
ও কন্যাদ্বয়